প্রথম প্রকাশ—ফেব্রুয়ারী ১৯৬০

৫০, সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৯ থেকে
সমীর পাল কর্তৃক প্রকাশিত।

মুদ্রণ : কান্তি প্রেস
৬৯, সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৯

॥ এক ॥

ভোরে ওঠার ব্যাপার

বেশ হাসিখুশি জিমি থেসিজার। আজও বেশ দেরি হয়ে গেছিল বলে ও ছুটো করে সিঁড়ি ডিঙিয়ে নেমে আসার মুখে প্রায় ধাক্কা মেরে বসেছিল ট্রেডওয়েলকে। কিন্তু ট্রেডওয়েল পাকা বাটলার। গরম কফি ভর্তি ট্রে ও অদ্ভুত কায়দায় ঠিক সামলে নিতে কোন দুর্ঘটনা ঘটল না।

'ওহ দুঃখিত,' মাপ চাইল জিমি। 'আমিই সবার শেষ নাকি, ট্রেডওয়েল?'

'না, স্যর। মিঃ ওয়েড এখনও নামেন নি।'

'ভালই হল,' জিমি কথাটা বলে প্রাতরাশ খেতে ঘরে ঢুকল।

ঘরে মানুষ বলতে শুধু গৃহকর্ত্রীই ছিলেন যার দৃষ্টিতে অনুযোগের নীরব ছায়া দেখে জিমির মনে হল যেন নেতিয়ে পড়া একটা কড মাছ। ওভাবে তাকানোর মানেটা কি? গ্রামের বাড়িতে সময় কাটাতে এসে কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে নটায় নিচে নামার কোন মানে হয়? আজ না হয় সওয়া এগারোটাই বেজে গেছে, তা বলে

'আজ বড্ড দেরি করে ফেললাম বোধ হয়, লেডি কুট, তাই না?'

'না, না, তাতে কি,' বিষাদভরা গলায় বললেন লেডি কুট।

আসলে দেরি করে কেউ প্রাতরাশ খেতে এলে বিরক্ত হন লেডি কুট। বিয়ের প্রথম দশ বছর স্যর অসওয়াল্ড কুট (তখন মিঃ কুট) প্রাতরাশ আটটার আধ মিনিট দেরি হলে চেঁচিয়ে তুলকালাম বাধাতেন। তখন থেকেই লেডি কুট নিয়মানুবর্তিতার ব্যাপারটা না মেনে চলা মারাত্মক অপরাধ বলেই মনে করে আসছেন। তবে দিনকাল বদলেছে। এখনকার ছেলেমেয়েরা দেরি করে ঘুম থেকে উঠে জীবনে কিই বা করতে পারে ভেবে আশ্চর্য হন লেডি কুট। স্যর অসওয়াল্ড প্রায়ই সকলকে বলেন: 'আমার এই উন্নতি কেন জান? তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে ওঠা আর নিয়ম মেনে চলা।'

বেশ ভারিক্কি চেহারার মহিলা লেডি কুট, যেন বিষাদ প্রতিমা। বেশ ডাগর চোখ আর ভারি কণ্ঠস্বর। সন্তানের জন্য দিশেহারা র‍্যাচেলর ছবি আঁকার দরকার হলে লেডি কুট হবেন একেবারে আদর্শ মডেল। জীবনে টানাপোড়েনের মুখোমুখি হননি তিনি, কেবল স্যর অসওয়াল্ডের ধারাবাহিক উঁচুতে ওঠাটুকু ছাড়া। অল্প বয়সে বেশ সুন্দরী আর স্বাস্থ্যবতী ছিলেন

তিনি। বাবার লোহালকরের দোকানের কাছে সাইকেলের দোকানের উচ্চাকাঙ্ক্ষী তরুণ অসওয়াল্ড কুটের সঙ্গে ভালবাসাও ছিল দারুণ। সুখেই জীবন কেটেছে দুজনের, প্রথমে দুখানা ঘরে, সেখান থেকে ছোট্ট একটা বাড়িতে, তারপর একে একে আরও বড় বাড়িতে। তারপর অসওয়াল্ড কুট যখন আরও উঁচুতে উঠে এলেন 'স্যার' উপাধি পেয়ে তখন সারা ইংল্যাণ্ডের মধ্যে বিখ্যাত এই 'চিমনি' নামের প্রাসাদ দুবছরের জন্য ভাড়া করলেন। ঐতিহাসিক খ্যাতি আছে চিমনির। স্যর অসওয়াল্ড প্রাসাদটি ভাড়া নিয়েছেন মার্কুইস অব কেটারহ্যামের কাছ থেকে। তাঁর আকাঙ্ক্ষার এখানেই পরিসমাপ্তি ঘটেছে।

লেডি কুট মনে মনে যে খুব সুখী তা নন, মহিলা যেন একটু একাকীত্বে ভোগেন। গোড়ায় তার সময় কাটত মেয়ের সঙ্গে কথা বলে। তা থেকে এল আরও তিনটি। পরিচারিকা সামলেও সময় কাটত। আর এখন তো লোকজন অসংখ্য। এক পাদ্রীর মত বাটলার, বাড়ি দেখাশোনার জন্য পেল্লায় বপু এক মেয়েমানুষ, বেশ কজন ফাইফরমাশ খাটা চাকর। লেডি কুট যেন বানের জলে দ্বীপে আটকে পড়া কেউ।

লেডি কুট এবার চয়ার ছেড়ে উঠে দরজা দিয়ে বেরিয়ে যেতে হাঁফ ছেড়ে খাওয়ায় মন দিল জিমি থেসিজার।

লেডি কুট বিষাদ প্রতিমার মত বারান্দায় একটু দাঁড়ালেন। তার চোখ পড়ল সর্দার মালী ম্যাকডোনাল্ডের উপর। সর্দার কথাটা যেন ওর মানানসই। বাগানের ব্যাপারে ম্যাকডোনাল্ড একদম ডিক্টেটর।

একটু নার্ভাস হয়ে তার দিকেই এগোলেন লেডি কুট।

'সুপ্রভাত, ম্যাকডোনাল্ড।'

'সুপ্রভাত, গিন্নী মা।'

'ভাবছিলাম পায়েসের জন্য এক থোকা আঙুর পেতে পারি কিনা গাছ থেকে?'

'ওগুলো এখনও তোলার মত হয়নি,' ম্যাকডোনাল্ড দৃঢ়স্বরে উত্তর দিল। এ ব্যাপারে কোন খাতির নেই ওর কাছে কারও।

একটু থতমত খেলেন লেডি কুট।

তিনি এবার বললেন, 'সেদিন একটা ছিঁড়ে মুখে দিয়েছিলাম—।

ম্যাকডোনাল্ড কড়া দৃষ্টিতে তাকাল। 'আপনি হুকুম দিলে এক থোকা পাঠিয়ে দিতাম।'

'না, না। সত্যিই ওগুলো খাওয়ার মত হয়নি।'

ম্যাকডোনাল্ড সেলাম জানিয়ে চলে যেতে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন লেডি কুট। জিমি থেসিজার পাশে এসে দাঁড়াল তাঁর ঠিক তখনই।

'বাকি সবাই কোথায়? লেকে নৌকো চড়ছে?' ও প্রশ্ন করল।

'খুব সম্ভব তাই হয়তো।'

কথাটা বলেই লেডি কুট ঘুরে ঘরের মধ্যে চলে গেলেন। তাঁর নজরে এলো ট্রেডওয়েল কফির কাপ সাফ করছে।

'সে এখনও নামেনি? ওই কি যেন নাম, মিঃ — ?'

'মিঃ ওয়েড মাদাম,' ট্রেডওয়েল উত্তর দিল।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, মিঃ ওয়েড। তিনি নামেন নি?'

'না। মাদাম।'

'বেশ বেলা হয়েছে, উনি নামবেন তো, ট্রেডওয়েল?'

'নিশ্চয়ই মাদাম। গতকাল সাড়ে এগারোটায় নেমেছিলেন।'

লেডি কুট ঘড়ির দিকে তাকালেন। প্রায় এগারোটা চল্লিশ। তার একটু মায়া হল।

'তোমার বড় খাটনি যাচ্ছে, ট্রেডওয়েল, তাই না? এরপরেই একটার সময় মধ্যাহ্ন ভোজের ব্যবস্থা করা।' লেডি কুট বললেন।

'আজকালকার তরুণদের স্বভাব আমি জানি, মাদাম,' ট্রেডওয়েলের জবাবের মধ্যে অনুযোগ চাপা ছিল না।

ওই মুহূর্তেই চশমা পরা এক যুবককে আসতে দেখা গেল।

'ওহ, লেডি কুট, আপনি এখানে, স্যর অসওয়াল্ড আপনাকে খুঁজছেন।'

'ও, হ্যাঁ, হ্যাঁ, এখনই যাচ্ছি।'

লেডি কুট দ্রুত ভিতরে চলে গেলেন।

স্যর অসওয়াল্ডের প্রাইভেট সেক্রেটারি রিউপার্ট বেটম্যান অন্য দরজা দিয়ে বেরুতে তার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল জিমি থেসিজারের।

'সুপ্রভাত, পঙ্গো,' জিমি বলল। ওই ছটফটে মেয়েগুলোর সঙ্গ দরকার মনে হচ্ছে। তুমিও আসবে নাকি?'

বেটম্যান মাথা ঝাঁকিয়ে দ্রুত লাইব্রেরীর দিকে চলে গেল। জিমি ও আর বেটম্যান একসঙ্গে স্কুলে পড়েছে। চিরকালই বেটম্যান সিরিয়াস। ওর ডাকনাম কেন পঙ্গো হল সেটাই রহস্য। ছেলেটা একইরকম রয়ে গেছে। জীবনটা যে বাস্তব ওকে দেখেই বোঝা যায়।

হাই তুলে জিমি লেকের দিকে এগোলো। তিনটি মেয়েই সেখানে ছিল। —দুজনের চুল বেশ গাঢ় রঙের, একজনের হালকা। কথায় কথায় হেসে ফেলা যার স্বভাব তার নামই সম্ভবতঃ হেলেন, আর একজন হল স্যালি, অন্যজনকে কেন জানা যায় না শকস্ নামে ডাকা হয়।

'হ্যাল্লো,' স্যালি বলে উঠল (নাকি হেলেন)।' জিমি এসে গেছে। কিন্তু সে কোথায়, সেই কি যেন নাম ?'

'জেরি ওয়েড এখনও বিছানা ছেড়ে ওঠেনি বলতে চাও? বিল এভারসলে বলে উঠল। 'কিছু একটা না করলেই নয় এবার '

'এখনও সাবধান না হলে একদিন সকালের খাওয়া জুটবে না,' রণি ডেভেরো বলল। 'ঘুম থেকে উঠে বিকেলের চা খেতে হবে।'

'ভারি মজার কথা। লেডি কুট বড্ড বিব্রত হচ্ছেন,' শক্স নামের মেয়েটি বলে উঠল। 'ভদ্রমহিলার অবস্থা দেখলে কষ্ট হয়।'

'ওকে বিছানা থেকে চ্যাঙদোলা করে তোলা যাক। চল জিমি,' বিল বলে উঠল।

'আর একটু সূক্ষ্ম কিছু করলে হয় না?' শকস্ বলে উঠল। কথায় কথায় সূক্ষ্ম কথাটা ব্যবহার ওর মুদ্রা দোষ।

'আমি ওসব সূক্ষ্ম টুক্ষর ধার ধারিনা,' জিম উত্তর দিল।

'সবাই মিলে কাল সকালে কিছু করা যাক,' রণি উৎসাহ দেখাল। 'ওকে সাতটায় টেনে তুলব। অবশ্য সারা বাড়িতে হৈ চৈ লেগে যাবে। ট্রেডওয়েলের ঝুটো ঝুলপি খুলে গিয়ে চায়ের ট্রে উল্টে যাবে। লেডি কুট মূর্চ্ছা যেতে বিল তাকে সামলাবে। পঙ্গো বেচারার চশমা ছিটকে যাবে।'

'তার চেয়ে ওর গায়ে ক'বালতি ঠাণ্ডা জল ঢালা যাক,' জিমি বলে উঠল। 'অবশ্য ও তাতে হয়তো পাশ ফিরে শোবে।'

কিন্তু ঠিক কি করা উচিত কারও মাথায় এল না।

'আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বুদ্ধি কার বেশী?' বিল প্রশ্ন করল।

'পঙ্গো', জিম উত্তর দিল। 'ওই যে পঙ্গো এসে পড়েছে।'

সকলে সমস্যাটা পঙ্গোকে খুলে বলতে গম্ভীর হয়ে মাথা দোলাল বেটম্যান। তারপর বলল, 'অ্যালার্ম দেওয়া ঘড়ি চাই। ঘুম ভাঙাতে এর জুড়ি নেই।'

পঙ্গো দ্রুত পায়ে চলে যেতেই সবাই মাথা ঝাঁকাল।

'হুঁ, অ্যালার্ম ঘড়ি!' রণি বলে উঠল। 'জেরির ঘুম ভাঙাতে গেলে এক ডজন ঘড়ি লাগবে।'

'দারুণ হবে,' বিল বলে উঠল। 'সবাই দোকানে গিয়ে প্রত্যেকে একটা একটা করে অ্যালার্ম ঘড়ি কেনা যাক।'

এরপরজলল হাসি মস্করা। বিল আর রণি গাড়ির খোঁজে যেতে জিমি দেখতে গেল জেরি নেমেছে কিনা। ক্রুত ফিরেও এল।

'জেরি নেমেছে, গোগ্রাসে মার্মালেড আর টোষ্ট গিলছে। কিন্তু ওকে আমাদের সঙ্গে আসা কিভাবে ঠেকানো যায়?'

আবার আলোচনা শুরু হল। ঠিক হল লেডি কুটকে অনুরোধ করে তাকে দিয়েই জেরিকে আটকাতে হবে। জিমি, স্যান্সি আর হেলেন এর দায়িত্ব নিল।

লেডি কুট কথা শুনে বললেন, 'জেরিকে নিয়ে মজা করবে? কিন্তু জিনিসপত্র যেন না ভাঙে। সামনের সপ্তাহে লর্ড কেটারহ্যামকে বাড়িটা ছেড়ে দিতে হবে। তিনি আবার না ভাবেন যে—।'

'না, না, কোন চিন্তা করবেন না,' বিল বলে উঠল। 'লর্ড কেটার-হ্যামের মেয়ে বাণ্ডল ব্রেণ্ট আমার খুব বন্ধু।'

লেডি কুট বারান্দায় পৌঁছতেই প্রাতরাশের পর জেরাল্ড ওয়েড বেরিয়ে এল। নিষ্পাপ সরল বলেই জেরি ওয়েডকে মনে হয়। সে তুলনায় জিমি থেসিজারের মুখে বুদ্ধিমত্তার ছাপ স্পষ্ট।

'সুপ্রভাত লেডি কুট,' জেরাল্ড ওয়েড বলে উঠল। 'বাকিরা কোথায়?'

'মার্কেট বেসিং-এ গেছে, লেডি কুট উত্তর দিলেন।

'অবেলায় সেখানে?'

'মজা করতে', লেডি কুট বললেন, বিষাদভরা গলায়।

'এত সকালে মজা, আশ্চর্য!' ওয়েড উত্তর দিল।

'সকাল অবশ্য নেই আর', লেডি কুট উত্তর দিলেন।

'হ্যাঁ, আজ বড় দেরি করে ফেলেছি', জেরি বলল। 'আশ্চর্য ব্যাপার কি জানেন যেখানেই যাই ঠিক আমিই সবার শেষে নামি।'

'ভারি আশ্চার্য ব্যাপার।'

'কেন যে এমন হয় জানি না।'

'তাড়াতাড়ি উঠলেই পারেন', লেডি কুট সহজ সমাধান করে দিলেন।

'ওহ্.' বলে উঠল জেরাল্ড ওয়েড। তারপর একটু হেসে বলল', আমি যে সব সময়েই কুঁড়েমি করি তা নয়, লেডি কুট। পররাষ্ট্র দপ্তরে ঠিক এগারোটাতে আমি হাজির হই। বাঃ আপনার বাগানে দেখছি চমৎকার

ফুল ফুটেছে।'

লেডি কুটের দৃষ্টি আর মন দুইই সেদিকে ঘুরে গেল সঙ্গে সঙ্গে।

ইতিমধ্যে অন্যদিকে ঘটনাপ্রবাহ এগিয়ে চলেছিল। বেশ কয়েকটা অ্যালার্ম ঘড়ির দরকার শুনে মার্কেট বেসিং-এর মালিক বেশ ধাঁধাগ্রস্ত বলাই বাহুল্য।

'আমাদের সঙ্গে বাগুল থাকলে মজা হত', বিল বলে উঠল। 'ওকে চেনো তো, জিমি? খুব চমৎকার মেয়ে, কথা বললেই ভাল লাগবে। বেশ বুদ্ধিমতী। রণি, ওকে চেন?'

রণি মাথা নাড়ল।

'সেকি বাগুলকে চোনো না? সারাদিন কি করে বেরাও?'

'আর একটু সূক্ষ্ম হওনা, বিল,' ন্যাসি বলে উঠল। 'তোমার বান্ধবীদের নিয়ে ওকালতি রেখে কাজের ব্যাপার শেষ কর।'

দোকানের মালিক মিঃ মাগার্টরয়েড ওদের বোঝাতে চাইছিলেন একটু দামি জিনিসই ভাল।

'আমরা দামি জিনিস চাইছি না চাই কাজের জিনিস,' ন্যান্সী বলল।

'শুধু একদিনের জন্যই দরকার', হেলেন বলে উঠল।

'কোন সূক্ষ্ম জিনিসে দরকার নেই', শকস্ বলল।

বিল কিছু বলতে যেতেই জিমি সব কটা ঘড়ি একসঙ্গে বাজাতে শুরু করল। পরের পাঁচ মিনিট দোকানে কান পাতাই দায় হয়ে উঠল।

'চমৎকার!' রনি বলে উঠল। 'এই রকমই দরকার। আমি পঙ্গোর জন্য একটা নেব, ওকে উপহার দিতে হবে।'

'দারুণ হবে, আমিও একটা নেব লেডি কুটের জন্য', বিল উৎসাহ দেখাল 'তিনি বোধ হয় এতক্ষণ জেরিকে জ্ঞান দিচ্ছেন।'

শেষ পর্যন্ত ঘড়িগুলো প্যাকেটে পুরে সদলে সবাই বেরিয়ে পড়ল। মিঃ মার্গাটরয়েড কপালের ঘাম মুছে আজকালকার বড়ঘরের ছেলেমেয়েদের মানসিক ব্যাপারটাই শুধু ভাবতে চাইছিলেন।

॥ দুই ॥

অ্যালার্ম ঘড়ি নিয়ে

মধ্যাহ্ন ভোজ শেষ হয়েছিল ইতিমধ্যে। লেডি কুটেরও কাজের শেষ নেই। রক্ষা করলেন অবশ্য স্যর আসওয়াল্ড ব্রিজ খেলার প্রস্তাব দিয়ে। রিউপার্ট বেটম্যানের পার্টনার হলেন স্যর অসওয়াল্ড, লেডি কুট আর জেরাল্ড ওয়েড অপরদিকে স্যর অসওয়াল্ড তার সব বিষয়ে দক্ষতার মত ব্রিজ খেলতেও দারুণ পাকা তাই সহকারীকেও সেই রকম পছন্দ করেন। বেটম্যান পাকা সেক্রেটারির মত খেলাতেও দক্ষ। মাঝে মাঝে তাদের মুখ থেকে শোনা যাচ্ছিল 'দুটো নো ট্রাম্প' 'ডাবল' আবার কখনও 'তিনটে ইস্কাবন।' লেডি কুটও মন্দ খেলেন না, তাঁর পার্টনার প্রতি খেলার শেষে বলছিল 'চমৎকার, লেডি কুট, ভারি সুন্দর চাল দিয়েছেন' ভাল তাসও পাচ্ছিলেন লেডি কুট।

দলের বাকি সকলের বলরুমে রেডিওর বাজনার সঙ্গে তাল মিলিয়ে নাচতে ব্যস্ত থাকারই কথা, আসলে সবাই সে সময় জেরাল্ড ওয়েডের ঘরে অ্যালার্ম ঘড়িগুলো লুকিয়ে রাখতে সচেষ্ট। মাঝে মাঝে তাই শোনা যাচ্ছিল চাপা হাসির শব্দ।

বিলের প্রশ্ন শুনে জিম বলে উঠল, 'বিছানার নিচে চাপা দিয়ে রাখ।'

'কিন্তু অ্যালার্ম কটার সময় দেওয়া হবে?'

বেশ তর্কাতর্কি জেগে উঠল এবার। একদলের মত হল জেরাল্ড ওয়েডের মত পাকা ঘুম কাতুরের জন্য সব কটা অ্যালার্ম একসঙ্গে বাজা দরকার।

অন্য দলের মত হল পর পর অ্যালার্ম বাজাটা ভাল।

অনেক তর্কাতর্কির পর বিলের দলেরই জয় হল। ঠিক হল সাড়ে ছ'টা থেকে পর পর অ্যালার্ম বাজতে শুরু হবে।

'জেরির এবার উচিত শিক্ষা হবে,' বিল বলে উঠল।

'দারুণ ব্যাপার হবে', শকস্ হাততালি দিয়ে উঠল।

'এই চুপ, কে যেন এদিকে আসছে', জিমি সাবধান করে দিল।

বেশ একটা আতঙ্ক জেগে উঠল সকলের মধ্যে।

'ঘাবড়াবার কিছু নেই! জিমি বলে উঠল, 'পঙ্গো আসছে।'

ব্রিজ খেলায় 'ডামি' হওয়ার সুযোগে পঙ্গো ঘর থেকে রুমাল আনতে

যাচ্ছিল। সকলে তাকেই ধরল কিভাবে ঘড়িগুলো রাখা ঠিক হবে।

একটু ভেবে পঙ্গো বলল, 'অতগুলো ঘড়ির টিক টিক শব্দ শুনে বেটম্যান আগেই ধরে ফেলবে।'

'তাহলে?'

'হুঁ, জেরি যে সত্যিই গাধা নয় আমিও জানতাম', জিমি বলল।

'তুমি দেখছি দ্বিতীয় পঙ্গো', কেউ বলে উঠল। সম্ভবতঃ বিল।

'আমাদের আর একটু সূক্ষ্ম হওয়া দরকার', শকস্ বলে উঠল।

পঙ্গো ততক্ষণে রুমাল নিয়ে ফিরে আসতে সবাই আবার তাকে ধরে বসল যেহেতু তার বুদ্ধির উপর সকলের দারুণ আস্থা।

পঙ্গো অতএব বাতলে দিল, 'ও ঘুমিয়ে পড়লে চুপিচুপি ঘরে ঢুকে ঘড়িগুলো মেঝেয় বসিয়ে দিলেই হবে।'

'প:ঙ্গা ঠিক বলেছে', জিমি বলে উঠল।

অন্যদিকে ব্রিজ খেলার আসর পুরোদমেই চলেছিল। স্যর অসওয়াল্ড এবার জুড়ি বেঁধেছিলেন লেডি কুটের সঙ্গে। বারবার তিনি স্ত্রী কি ভুল করেছেন সেটা বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন। লেডি কুট হাসি মুখেই ভুল স্বীকার করছিলেন।

জেরাল্ড ওয়েডও তার জুড়ি বেটম্যানকে বলছিল, 'দারুণ খেলেছেন, পার্টনার।'

অন্য ঘরে বিল এভারস্‌লে রণি ডেভেরোর সঙ্গে পরামর্শে ব্যস্ত ছিল।

'জেরি শুতে যাবে প্রায় বারোটার সময়। আমরা কতক্ষণ পরে ঢুকব? এক ঘণ্টা?' হাই তুলল রণি। 'আজ অনেকক্ষণ জেগে থাকতে হবে দেখছি।'

অন্য দিকে স্যর অসওয়াল্ডের গলা শোনা গেল, 'তোমাকে কতবার বলেছি চাল দেবার সময় অত সময় নেবে না। তোমার মতলব সবাই ধরে ফেলছে।'

স্যর অসওয়াল্ড তখন 'ডামি' তাই তার কথা বলা উচিত নয় জেনেও লেডি কুট কিছু না বলে হাসলেন। এরই ফাঁকে তিনি আড় চোখে পাশে বসা জেরাল্ড ওয়েডের হাতটা বেশ ভাল ভাবে দেখে নিতে ভুললেন না। গোলাম দিয়ে সহজেই তার বিবিকে কব্জা করলেন লেডি কুট।

'এবার আমিই জিতলাম', লেডি কুট হাতের তাস নামিয়ে বললেন।

জেরাল্ড ওয়েড আপন মনে বলে উঠল, 'হুঁ ভদ্র মহিলার উপর নজর রাখা দরকার।'

লেডি কুট বাজির টাকা গুছিয়ে নিচ্ছিলেন দেখে স্যর অসওয়াল্ড বললেন,

'মারিয়া তুমি কোনকালেই ব্রিজ খেলোয়াড় হতে পারবে না।'

জেরাল্ড ওয়েড স্বগতোক্তি করে উঠল, 'তাতে সন্দেহ নেই, পাশের লোকের হাত দেখতে না পেলে কি খেলা যায়?'

লেডি কুট স্বামীকে বললেন, 'অসওয়াল্ড, তোমার কাছে আরও দশ মিলিং পাব আমি।'

'দশ শিলিং?' আশ্চর্য হলেন স্যর অসওয়াল্ড।

'আমার পাওনা আট পাউণ্ড দশ শিলিং। তুমি দিয়েছ আট পাউণ্ড।'

'ওহ্, ভুল হয়ে গেছে,' স্যর অসওয়াল্ড পাউণ্ডের দশ মিলিং-এর একখানা নোট এগিয়ে দিলেন।

লেডি কুট হেসে নোটটা ব্যাগে পুরলেন। স্বামীকে খুব ভালবাসলেও তিনি তার কাছে দশ শিলিং ঠকতে রাজি নন।

রাত সাড়ে বারোটা। শুভ রাত্রি জানানোর পর যে যার ঘরের দিকে চললেন। জেরাল্ড ওয়েডের পাশেই রণি ডেভেরোর ঘর। তার উপরেই দায়িত্ব পাশের ঘরের উপর নজর রাখা। পাজামা, রাত্রিবাস পরিহিত ষড়যন্ত্রকারীরা ততক্ষণে জমায়েত হয়েছে। চাপা হাসির আওয়াজ জাগছে ফাঁকে ফাঁকে।

'ওর ঘরে কুড়ি মিনিট আগে আলো নিভেছে', রণি চাপা গলায় বলল। 'মনে হচ্ছিল আলোটা আর নিভবে না। এখন কোন সারাশব্দ নেই।'

এরপর পরামর্শ শুরু হল কিভাবে ঘড়ি গুলো নেয়া হবে। সবাই এক সঙ্গে যাওয়া যাবে না। বরং একজন ঢুকবে, বাকিরা একটা করে ঘড়ি এগিয়ে দেবে। মেয়েরা বাদ কারণ তারা হেসে ফেলে সব ভণ্ডুল করে দেবে। বিল এভারসলেও বাদ গেল তার উচ্চতার জন্য। শেষ পর্যন্ত ভোটে জিতল সেই অপরিহার্য পঙ্গো।

'পঙ্গোই ঠিক মানুষ', জিমি বলল। 'তাছাড় ধরা পড়ে গেলে ও ঠিক সামাল দিতে পারবে। ও বিড়ালের মত নিঃশব্দে চল:তে পারে।'

'খুব সূক্ষ্ম হবে ব্যাপারটা' শকস্ বলে উঠল।

পঙ্গো বেশ চমৎকার ভাবেই কাজ হাঁসিল করল। এক এক ঘরে আট-খানা অ্যালাম ঘড়ি জেরির ঘরে চালান করল ও। কাজ শেষ করে নিঃশব্দে বেরিয়ে এল পঙ্গো, সকলে রুদ্ধশ্বাসে ততক্ষণ অপেক্ষায় ছিল।

ঘর থেকে ভেসে আসছিল জেরাল্ড ওয়েডের নিঃশ্বাসের শব্দ তার সঙ্গে এক হয়ে আটটা অ্যালার্ম ঘড়ির টিকটিক আওয়াজ।

॥ তিন ॥

যে মজা ব্যর্থ হল

'বেলা বারোটা,' হতাশভাবে বলে উঠল শকস্।

মজার ব্যাপারটা বলতে গেলে মোটেই কাজে এলনা। অ্যালার্ম ঘড়ি-গুলো যদিও নিজেদের কাজটুকু ভালভাবেই শেষ করেছিল। ঠিক ভোর সারে ছ'টায় একে একে তারা বাজতে শুরুও করে। আওয়াজে পাশের ঘরের লোকেরও চমকে ওঠার কথা, সেখানে আসল ঘরে কি ঘটতে পারে ভাবল সবাই। রণি এগিয়ে গিয়ে দরজায় কান পাতল।

ও গালাগাল শোনার জন্য তৈরিই ছিল, কিন্তু কোথায় কি। ঘরে কোন আওয়াজই নেই। তাজ্জব ব্যাপার সন্দেহ ছিল না। আটটা অ্যালার্ম ঘড়ির সঙ্গে পাল্লা দেবার ক্ষমতা রাখে জেরি তাতে কারোই সন্দেহ রইল না।

সঙ্গে সঙ্গে জরুরী সভা বসল।

'ছেলেটা অমানুষিক,' জিমি মন্তব্য ছুঁড়ল।

'ও বোধ হয় ভেবেছে দূরে কোথাও টেলিফোন বাজছিল,' হেলেন না স্যান্ডি কে যেন বলে উঠল।

'অদ্ভুত ব্যাপার,' রিউপার্ট বেটম্যান বলল,' ওর ডাক্তার দেখানো উচিত।'

'আমার মনে হচ্ছে, ওর ঠিক ঘুম ভেঙেছে, আমাদের ও বোঝাতে চায় কোন শব্দই শোনেনি,' শকস বলে উঠল।

'কানের কোন রোগ বোধহয়'. বিল বলল।

ততক্ষণে বারোটা বেজে মিনিটের কাঁটা বেশ খানিকটা এগিয়েছিল। সবাই শকসের মতটাই প্রায় নিতে চলেছিল। শুধু রণি আপত্তি জানালো।

'তোমরা ভুলে যাচ্ছ প্রথমে অ্যালার্ম বাজার সময় আমি দরজার কাছেই ছিলাম। জেরির ঘুম ভেঙে থাকলে ও কিছু একটা নিশ্চয়ই করেছে। ঘড়ি-গুলো কোথায় রেখেছিল পঙ্গো?'

'ওর কানের কাছে একটা ছোট টেবিলের উপর।'

'বুদ্ধির কাজ করেছ, পঙ্গো,' রণি বলল। 'আমি হলেও তাই করতাম। কিন্তু কথা হল একজন সাধারণ কেউ এ অবস্থায় কি করত? অতএব বোঝা যাচ্ছে ওর কানে সত্যিই গোলমাল আছে।'

'আমার মনে ব্যাপারটা কেমন যেন লাগছে। প্রায় সাড়ে বারোটা বাজে

কুটদের উপর বড় অত্যাচার হচ্ছে,' জিমি বলল।

'তুমি কি বলতে চাইছ?' বিল অবাক হয়ে তাকালো।

'মানে', বিল উত্তর দিল। 'কাজটা যেন জেরির মত হয়নি।'

ও ঠিক কি বোঝাতে চায় পরিষ্কার করে জানাতে পারছিল না। আচমকা তখনই ট্রেডওয়েল এসে পড়ল।

'মিঃ বেটম্যান এখানে আছেন ভেবেছিলাম,' মাপ চাইবার ভঙ্গীতে বলল ট্রেডওয়েল।

'এই তুমিনিট হল বেরিয়ে গেছেন,' রণি উত্তর দিল।' 'আমি কিছু করতে পারি?'

ট্রেডওয়েলের দৃষ্টি জিমি আর রণির উপর পর্যায়ক্রমে ঘুরে গেল। ওরা তুজনেই উঠে ট্রেডওয়েলের সঙ্গে বাইরে চলে এল।

'কি ব্যাপার, ট্রেডওয়েল?' রণি প্রশ্ন করল। 'কিছু ঘটেছে?'

'মিঃ ওয়েড এখনও নিচে নামেননি দেখে উইলিয়ামসকে উপরে পাঠিয়েছিলাম।'

'তারপর?'

'উইলিয়াম দারুণ উত্তেজিত হয়ে ছুটে এসে ভয়ানক একটা খবর দিল, স্যর,' ট্রেডওয়েল কপালের ঘাম মুছল। 'মিঃ ওয়েড খুব সম্ভব ঘুমের মধ্যে মারা গেছেন।'

'কি বাজে বকছ?' রণি জিমিকে একটু দেখে নিয়ে বলল। 'অসম্ভব—আমি এখনই ছুটে গিয়ে দেখে আসছি। উইলিয়াম একটা মহামূর্খ, নিশ্চয়ই ভুল করেছে ও।'

ট্রেডওয়েল সঙ্গে সঙ্গে বাধা দিল হাত বাড়িয়ে। জিমি বুঝল ট্রেডওয়েলই সব ব্যাপার নিয়ন্ত্রণে দক্ষ।

ট্রেডওয়েল বলল, 'না, স্যর' উইলিয়াম ভুল করেনি। আমি ডঃ কার্টরাইটকে ডেকেছি, দরজাও বন্ধ করে রেখেছি। এখন স্যর অসওয়াল্ডকে খবরটা জানাবার আগে মিঃ বেটম্যানকে খুঁজছি।'

ট্রেডওয়েল চলে যেতে রণি আপন মনে বলে উঠল,' জেরি—।

জিমি ওর হাত ধরে একটা চেয়ারে বসিয়ে বলল, 'একটু শান্ত হও, রণি।'

রণি অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকাল। জিমির ধারণাই ছিলনা রণির সঙ্গে জেরির বন্ধুত্ব কত গভীর ছিল।

'বেচারি জেরি,' জিমি বলে উঠল।' ওর এমন চমৎকার স্বাস্থ্য --।'

রণি মাথা দোলাল।

'ঘড়ির ব্যাপারটা বিশ্রি লাগছে' জিমি আবার বলল। 'এটাই ভাবতে অবাক লাগছে নিছক একটা মজার মধ্যে এমন বিষাদ এসে পড়ল কেন?'

রণি তখনও যেন নিজেকে সামলে উঠতে পারেনি।

'কখন যে ডাক্তার আসবে কে জানে?' রণি বলে উঠল।

'আর জেনে কি লাভ?'

'কি করে মারা গেল জেরি সেটাই জানতে চাই।'

শুষ্ক ঠোঁটে জিভ বুলিয়ে নিল জিমি, তারপর বলল, 'হয়ত হার্টের ব্যাপার—'

ও কথাটা শেষ করার আগেই হেসে উঠল রণি। তিক্ততা মেশানো হাসি।

'রণি, হার্টের ব্যাপার না হলে ওকে কেউ মাথায় বাড়ি মেরেছে?'

ঠিক ওই মুহূর্তেই এসে দাঁড়াল ট্রেডওয়েল।

'আপনাদের দুজনের সঙ্গে ডাক্তারবাবু একটু কথা বলতে চান, স্যর।'

রণি লাফিয়ে উঠে দাঁড়াতে জিমিও ওকে অনুসরণ করল।

ডঃ কার্টরাইট কৃশ চেহারার অল্পবয়সী একজন মানুষ। মুখে বুদ্ধির ছাপ। পঙ্গোই পরিচয় করিয়ে দিল ওদের।

'শুনেছি আপনি মিঃ ওয়েডের খুবই ঘনিষ্ঠ বন্ধু,' ডাক্তার রণিকে বলল।

'ওর সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু।'

'হুঁ, খুবই দুঃখের ঘটনা। ব্যাপারটা খুবই সরল। আপনি কি জানেন আপনার বন্ধু ঘুমোনোর জন্য প্রায়ই ওষুধ খেতেন কি না?'

'ঘুমোনোর ওষুধ?' রণি হাঁ করে তাকাল। 'জেরি মোষের মত ঘুমোত।'

'নিদ্রাহীনতা নিয়ে কোনদিন উনি কিছু বলেন নি?'

'জীবনেও না।'

'কোন সন্দেহ নেই বেশি মাত্রায় ক্লোরাল পান করার ফলেই উনি মারা গেছেন। ওর পাশেই ওষুধের বোতল আর গ্লাস ছিল।'

জিমির প্রায় ঠোঁটের ডগায় যে কথাটা এসে পড়েছিল রণি তাই বলে ফেলল। 'এতে কারও হাত ছিল মনে হয় না?'

ডাক্তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন।

'এ কথা বলছেন কেন? সন্দেহের কিছু আছে?'

জিমি ভেবেছিল রণি সম্ভবতঃ কিছু বলতে চাইছে কিন্তু ও যা বলল তাতে ও আশ্চর্য হল।

'না, কোন কারণ নেই,' রণি বলল।
'আত্মহত্যা?'
'কক্ষণও না।'
ডাক্তার যেন সন্তুষ্ট না হয়েই বললেন, 'আর কোন ব্যাপার, যেমন টাকা-কড়ি বা কোন স্ত্রীলোক ঘটিত কিছু?'
রণি আবার মাথা ঝাঁকাল।
'ওর কোন নিকট আত্মীয় আছেন, তাদের খবর দিতে হবে।'
'ওর এক বোন আছে—সম্ভবতঃ সৎবোন। ডীন প্রিয়রিতে থাকে। এখান থেকে কুড়ি মাইল হবে। শহরে না এলে জেরি ওখানেই থাকত।'
'হুঁ,' ডাক্তার বললেন, 'তাকে জানাতে হবে।'
'আমি যাব,' রণি বলল। 'দুঃসংবাদ দেওয়া বড় বাজে কাজ, কিন্তু উপায় নেই।' ও জিমির দিকে তাকাল, 'ওকে চেন, জিমি?'
'সামান্য। একবার ওর সঙ্গে নেচেছিলাম।'
'তাহলে তোমার গাড়িতেই চল আমার সঙ্গে। একা যেতে ইচ্ছে হচ্ছে না।'
'ঠিক আছে, আমিই কথাটা বলব ভাবছিলাম।'
রণির ব্যবহারে একটু আশ্চর্য হল জিমি। ও কি কিছু সন্দেহ করছে? করলে কথাটা বলল না কেন ডাক্তারকে?
একটু পরেই দুই বন্ধুকে গাড়িতে দ্রুত এগিয়ে চলতে দেখা গেল।
এক সময় রণি বলে উঠল, 'জিমি, তুমিই আমার এখন সবচেয়ে বড় বন্ধু।'
'নিশ্চয়ই, রণি। কিন্তু কিছু বলতে চাও?'
'হ্যাঁ, তোমাকে একটা ব্যাপার বলব। তোমার জেনে রাখা দরকার।'
'জেরি ওয়েড সম্পর্কে?'
'হ্যাঁ, জেরির বিষয়েই।'
'কিন্তু বলা উচিত কিনা জানিনা, আমি শপথ করেছিলাম।'
'ওহ, তাহলে না বলাই ভাল।'
একটু থেমে রণি বলল,' তবু বলতে চাই, কেন জানো? তোমার বুদ্ধি আমার চেয়ে বেশি।'
'তা বলতে পারো,' জিমি নীরস স্বরে উত্তর দিল।
রণি এবার হঠাৎই বলল, 'না, আমি পারব না।'
'ঠিক আছে, ইচ্ছে না থাকলে বোলনা,' জিমি বলল।

'জেন্নির বোন কি রকম মেয়ে ?'

একটু চুপ করে থেকে জিমি বলল,' ভালই। তবে একটু প্যাঁচালো।

'জেরি ওর খুব অনুরক্ত ছিল। ওর খুবই আঘাত লাগবে।'

'হ্যাঁ, বড্ড বাজে ব্যাপার ঘটে গেল।'

ডিন প্রিয়রী পৌঁছন পর্যন্ত ওরা আর কথা বলল না। ওরা খবর পেল মিস লোরেন বাগানে আছেন। ওরা মিস কোকারের সঙ্গে দেখা করতে পারে। জিমি জানাল ওরা তা চায়না। ভদ্রমহিলা মিস লোরেনের সঙ্গেই থাকেন।'

একটু পরেই ওরা একটু এগোতে দুটো কালো স্প্যানিয়েলের সঙ্গে ফর্সা ছোটোখাটো চেহারার একটু পুরনো টুইডের স্কার্ট পরা মেয়েকে দেখল। সে ওদের দেখে এগিয়ে এল। বড় বড় চোখের তারা যেন সামান্য বিস্ফারিত হল। সেটা কি ভয়ে? জিমি দ্রুত কথা বলে উঠল।

'এ হল রণি ডেভেরো, মিস ওয়েড। জেরি নিশ্চয়ই ওর কথা বলেছে ?'

'ও হ্যাঁ', লোরেন উত্তর দিল। 'আপনারা তো চিমনিতে আছেন, তাই না ?' কিন্তু জেরিকে আনলেন না কেন ?'

'মিস ওয়েড', জিমি বলে উঠল। 'মানে – বলছিলাম বড় দুঃসংবাদ আছে।

সতর্কতার ভঙ্গী জাগল লোরেনের মধ্যে। ও বলল, 'জেরির কিছু ঘটেছে ?'

'হ্যাঁ – মানে – জেরি– .'

শিগ্‌গির বলুন কি হয়েছে', ও রণির দিকে তাকালো। 'আপনি বলুন।'

জিমির মনে যেন একটু ঈর্ষার ছোঁয়া লাগল।

রণি বলে উঠল', হ্যাঁ, বলছি, মিস ওয়েড। জেরি মারা গেছে।'

অস্ফুট শব্দ করে পিছিয়ে গেল লোরেন। ওর চোখ সপ্রশ্ন ব্যথাতুর।

রণি ঘটনাটা বলতেই মিস ওয়েড বলল', ঘুমের ওষুধ ? জেরি খেয়েছে ?' ওর কণ্ঠস্বরে অবিশ্বাস চাপা ছিল না।

জিমি আর রণি ওকে চিমনিতে নিয়ে যেতে চাইলে লোরেন বলল, 'আমি একটু শুধু একা থাকতে চাই। আমায় মাপ করবেন।'

এরপর আর থাকা চলে না বলেই ওরা দুজন চিমনিতে ফিরে এল।

লেডি কুট বারবার চোখ মুছে বলছিলেন, 'বেচারি ছেলেটা—।'

জিমি একটু সান্ত্বনা জানাতে চাইলো তারপর উপরে এসেই জেরি ওয়েডের ঘর থেকে রণিকে বেরোতে দেখে একটু অবাক হয়ে গেল।

'ওকে একবার দেখে এলাম', রণি বলল। 'তুমি যাচ্ছ না?'

'মনে হয় না,' জিমি উত্তর দিল। 'মৃত্যুর মুখোমুখি হতে ওর ভাল লাগে না।

'আমার মনে হয় ওর সব বন্ধুকেই একবার ডাকা উচিত। এটা শেষ সম্মান দেওয়া।'

'ও হ্যাঁ, ঠিক আছে চল,' জিমি বাধ্য হয়েই বলল।

শয্যায় শ্বেত শুভ্র ফুল ছড়ানো নিশ্চল মূর্তিটা দেখেই কেঁপে উঠল জিমি। এই সেই জেরি ওয়েড?

ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসার মুখে ওর নজর পড়ল অ্যালার্ম ঘড়িগুলোর দিকে। সবগুলো সারি দিয়ে সাজানো।

রণিকে দেখেই ও বলল, 'রণি ঘড়িগুলো ওভাবে কে সাজিয়ে রেখেছে?'

'আমি বলব কি করে? বোধ হয় চাকর বাকরেরা।'

'মজার কথাটা হল সাতটা ঘড়ি রয়েছে। একটা কম, আটটা নেই। একটা হারিয়ে গেছে দেখেছো?'

রণির গলা দিয়ে অস্ফুট শব্দ বেরিয়ে এল।

'আটটার বদলে সাতটা, আশ্চর্য ব্যাপার', জিমি বলে উঠল।

॥ চার ॥

একখানা চিঠি

'একেবারে অবুঝ', লর্ড কেটারহ্যাম বলে উঠলেন। কণ্ঠস্বর বেশ শান্ত, মনে হল কথাটায় বিশেষণ প্রয়োগ তার মনোমতই হয়েছে।

ওতেই না থেমে তিনি বলে চললেন, 'সত্যিকার অবুঝ। প্রায়ই দেখেছি এই ধরণের নিজের ক্ষমতায় যারা বড় হয় তারাই এমন হয়। এই জন্য প্রচুর টাকা করতে পারে তারা।'

লর্ড কেটারহ্যাম তার ফিরে পাওয়া পিতৃ পুরুষের সম্পত্তির দিকে তাকালেন। তাঁর মেয়ে লেডি এইলিন ব্রেণ্ট, বন্ধুদের কাছে যার নাম 'বাণ্ডল' হেসে উঠল বাবার কথায়।

'তুমি বিরাট টাকা করতে পারবে না', ও বলে উঠল। 'অবশ্য বুড়ো কুটের কাছ থেকে খারাপ আদায় করোনি জায়গাটা ভাড়া দিয়ে। লোকটা

কি রকম ? চলনসই ?'

'বিরাট চেহারা', লর্ড কেটারহ্যাম বললেন একটু কেঁপে উঠে। 'লাল চৌকো মুখ, পাকা চুল। বেশ শক্তি রাখে দেহে। যাকে বলে ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন। একটা ষ্টিম রোলারকে মানুষ বানিয়ে তুললে যেরকম হয়।'

'খুব বিরক্তি জাগানো বোধ হয় ?' বাণ্ডল প্রশ্ন করল।

দারুণ বিরক্তিকর মানুষ। এই সব রাজনীতিকের চেয়ে বেশ হাসিখুশি সাধারণ মানুষই ভাললাগে আমার।'

'হাসিখুশি সাধারণ মানুষ কিন্তু তোমার এই ঝরঝরে প্রাসাদের জন্য এত টাকা দিতে পারত না', বাণ্ডল মনে করিয়ে দিল।

'আহ্ ওভাবে বলিস না, বাণ্ডল। খালি আগের সেই ঘটনাটা মনে হয়।'

'অত স্পর্শকাতর কেন হও বুঝি না, বাবা। কেউ না কেউ তো কোথাও মরবেই।'

'মরুক, তা আমার বাড়িটায় কেন ?'

'কত লোকই রোজ মরছে, কত ঠাকুরদা, ঠাকুরমা—।'

'তাদের কথা আলাদা', লর্ড কেটারহ্যাম বললেন। 'আমার কথা হল অচেনা লোক আমার বাড়িটাই মরার জন্য বেছে নেবে কেন? এই হল দ্বিতীয়বার। চার বছর আগের কথাটা ভেবে দ্যাখ। এজন্য দায়ী হল জর্জ লোম্যাক্স।'

'আর এবার দায়ী হলেন ষ্টিম রোলার কুট, কবে তিনিও মুষরে পড়েছেন।'

'কি রকম অবুঝের মত কাজ ভেবে নে একবার', লর্ড কেটারহ্যাম বললেন। 'এ রকম যারা করতে চায় তাদের থাকতে চাওয়া উচিত নয়। যাই বলিস বাণ্ডল, এই সব তদন্ত টদন্ত আমার ভাল লাগে না।'

'এটাতো আগের মত খুন নয়', বাণ্ডল উত্তর দিল।

'হতেও পারতো, ওই মুটকো ইনসপেক্টর যেমন ভাব করছিল। চার বছর আগের ব্যাপারটা ও ভুলতে পারেনি। ওর ধারণা এখানে যত মানুষ মরছে সবগুলোই খুন। তুই দেখিস নি, আমি ট্রেডওয়েলের কাছ থেকে সব শুনেছি। লোকটা আঙুলের ছাপটাপ তুলছিল। অবশ্য সবছাপই যে মারা গেছে তার। ব্যাপারটা আত্মহত্যা না দুর্ঘটনা সে কথা আলাদা।'

'জেরি ওয়েডকে আমি একবারই দেখেছি,' বাণ্ডল বলল। 'ভারি সাধারণ হাসিখুশি ছেলে। ও বিল-এর বন্ধু। তোমার খুব ভাল লাগত, বাবা।'

'যে মরতে আমার বাড়ি বেছে নেয় তাকে আমার ভাল লাগেনা,' লর্ড কেটারহ্যাম তবুও একগুঁয়ের মত বললেন।' এ আমাকে জ্বালাতন করা।'

'কিন্তু বাবা,' বাণ্ডল বলল,' কেউ ওকে খুন করবে ভাবতেই পারি না। ধারণাটাই অবাস্তব।'

'তাই তো,' লর্ড কেটারহ্যাম বললেন।' কিন্তু ওই গাধা ইনসপেক্টর র‍্যাগল্যানকে কে বোঝাবে? বোনটার কথাও ভাবা উচিত ছিল।'

'ওর আবার বোন ছিল নাকি?'

'সৎ বোন শুনেছি। বুড়ো ওয়েড ওর মাকে নিয়ে পালায়।'

'যাক, তোমার যে বাজে অভ্যেস নেই বাঁচলাম,' বাণ্ডল বলল।

'আমি ভগবান মেনে চলি,' লর্ড কেটারহ্যাম বললেন। 'আমি কাউকে আঘাত দিই না, জানিস।'

'যাই, ম্যাকডোনাল্ডের সঙ্গে কথা বলতে হবে,' বাণ্ডল উঠে পড়ল।

বাণ্ডল বাগানে যেতেই যেন সম্রাটের মত হাজির হল ম্যাকডোনাল্ড।

'ম্যাকডোনাল্ড,' বাণ্ডল বলে উঠল। 'বাগানে বড্ড বেশী ঘাস দেখছি। কাউকে কাজে লাগাও।'

'তার মানে উইলিয়ামকে এখানে আনতে হবে, মাই লেডি,' ম্যাকডোনাল্ড গম্ভীর হয়ে বলল।

'হলে হবে, আজই করা চাই। হ্যাঁ, আর শোন, আমার একথোকা আঙুর চাই। আধপাকা হলেও চাই।'

'তাই হবে, মাই লেডি।'

বাণ্ডল আবার ঘরে ঢুকল।

'বাবা, ফোন করছ নাকি?'

'হ্যাঁ, করছি। কোথায় গিয়েছিলি?'

'ম্যাকডোনাল্ডকে একটু কড়কে দিলাম। ও নিজেকে একেবারে ভগবান মনে করে, তাই। বেচারি কুটরা খুব ঝামেলায় পড়েছিল ওকে নিয়ে।'

'আচ্ছা, বাবা, লেডি কুট কেমন মানুষ?'

'লেডি কুট?' লর্ড কেটারহ্যাম বললেন। 'অনেকটা মিসেস সিডনস্-এর মত। ওই ঘড়ির ব্যাপারটায় বড় ভাবনায় পড়েছেন।'

'ঘড়ির ব্যাপার মানে?'

'ট্রেডওয়েল বলছিল খুব সম্ভব অতিথিরা একটু মজা করতে গিয়েছিল। ওরা কটা অ্যালার্ম ঘড়ি কিনে জেরি ওয়েডের ঘরে বসিয়েছিল। তারপর

বেচারি তো মারাই গেল। সব ব্যাপারটা তাই কেমন জান্তব হয়ে যায়। ট্রেডওয়েল আরও বলল ঘড়ির ব্যাপারে কি যেন একটা হয়।'

'ঘড়িগুলো পরপর নাকি সাজানো ছিল।'

'তাতে হল কি?' বাণ্ডল বলল।

'সেটাই তো কথা। কেউ স্বীকার করেনি ঘড়িগুলো ওইভাবে সাজিয়েছে। কেউ নাকি ওগুলো ছোঁয়নি। সবই কেমন রহস্যজনক। করোনার-ও তদন্তের সময় জানতে চেয়েছিলেন।'

'জঘন্য কাজ,' বাণ্ডল বলল।

'ওহ একটা কথা, বাণ্ডল,' লর্ড কেটারহ্যাম বললেন। ছেলেটা 'তোর ঘরটায় মারা যায়।'

বাণ্ডলের মুখটা কুঁচকে গেল। ও বলল, 'লোকে আমার ঘরে কেন মরে জানিনা।'

'বললাম না, সবাই বড় অবুঝ।'

'বড় ঠাকমা লুইসা তো তোমার খাটে মারা গিয়েছেন তাতে তোমার কিছু হয়েছে?'

মাঝে মাঝে বিচ্ছিরি স্বপ্ন দেখি. চিংড়ি মাছ খেলে খুব বেশী হয়।'

'যাক বাবা, আমার কোন কুসংস্কার নেই,' বাণ্ডল বলল।

তা সত্বেও সন্ধেবেলা বাণ্ডল যখন শোবার ঘরে আগুনের সামনে বসে ভাবছিল ওর মনটা বারবার চঞ্চল হয়ে উঠছিল। জেরি ওয়েডের কথা বারবার মনে পড়ল ওর। এমন প্রাণচঞ্চল কেউ যে এভাবে মারা যেতে পারে ভাবাই যায় না।

তাকের দিকে নজর পড়তেই ও ঘড়ির কথাটা ভাবল। ওর পরিচারিকা কিছু নতুন কথা শুনিয়েছে। ঘড়িগুলোর সংখ্যা ছিল সাত। ওর মনে হল বাড়ির কোন ঝি হয়তো ঘড়িগুলো পরপর সাজিয়ে রেখেছিল, তারপর ব্যাপার গুরুতর দেখে কথাটা অস্বীকার করছে। তাছাড়া একটা ঘড়ি পাওয়া গেছে বাগানের ঝোপে। কোন ঝিই এটা করবে না। তবে কি জেরি ওয়েডই প্রথমটার অ্যালার্ম বেজে উঠতে ছুঁড়ে ফেলে দেয়? এটা ওর অবাস্তব মনে হল যেহেতু সে সময় সে প্রায় আচ্ছন্ন ছিল।

ঘড়ির রহস্যটা ভাবিয়ে তুলল ওকে। একবার বিল এভার্সলের সঙ্গে দেখা করতে হবে। ও সেখানে ছিল।

বাণ্ডলের কাছে কিছু ভাবা মানেই কাজ। ও তাই লেখার টেবিলের

কাছে গিয়ে বসে একটুকরো কাগজে ও লিখতে শুরু করল।

'প্রিয় বিল—।'

একটু থেমে ও ডেস্কের তলার দিকটা টানলো। কোথায় কিছুতে আটকে গেল ওটা। প্রায়ই এমন হয় বলে ও একটা পাতলা ছুরি দিয়ে চাপ দিতে একটু ফাঁক হল। ওর চোখে পড়ল একখণ্ড সাদা কাগজের অংশ। কাগজটা ধরে টেনে বের করল বাণ্ডল। একটা চিঠি।

'চিঠির তারিখটাতে চোখ আটকে গেল বাণ্ডলের। ২১শে সেপ্টেম্বর।

'একুশে সেপ্টেম্বর!' আপন মনেই বলল বাণ্ডল। 'আরে ওই দিনই তো—।'

বাণ্ডলের পরিস্কার মনে পড়ল ২২ তারিখে জেরি ওয়েডকে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। তাহলে এই চিঠিটি সে মারা যাওয়ার দিন সন্ধ্যায় কাউকে লিখছিল।

চিঠিটা টান করে পড়তে শুরু করল বাণ্ডল। অর্ধসমাপ্ত চিঠিটা।

'আমার প্রিয় লোরেন,

আমি আগামী বুধবার যাচ্ছি। চমৎকার আছি। তোমার সঙ্গে দেখা হলে দারুণ আনন্দ হবে। হ্যাঁ, একটা কথা, সেই সেভন ডায়ালের যে কথা বলেছিলাম সেটা ভুলে যেও। প্রথমে ভেবেছিলাম ব্যাপারটা কোন ঠাট্টাই হবে, পরে দেখলাম তা নয়। এ বিষয়ে কিছু বলেছিলাম ভেবে দুঃখিত। এ ধরণের ব্যাপারে তোমার মত কচিকাচার থাকা উচিত নয়। অতএব ভুলে যেও, কেমন?

আরও কিছু বলার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু ভয়ানক ঘুম পাচ্ছে চোখ খুলে রাখতে পারছি না।

'ওই, লার্চারের ব্যাপারে আমার মনে হয়—।'

চিঠি এখানেই শেষ।

বাণ্ডল ভ্রু কুঁচকে ভাবতে লাগল। সেভেন ডায়ালস। এটা কোথায়? লণ্ডনের কোন নোঙরা জেলা বোধহয়। সেভেন ডায়ালস কথাটা ওর মনে একটু অনুরণন তুললেও ও ঠিক মনে করতে পারল না। তার বদলে ওর মনে দাগ কেটে গেল 'আমি চমৎকার আছি,...আর 'ভয়ানক ঘুম পাচ্ছে, চোখ খুলে রাখতে পারছি না...' কথাটা।

কথাগুলো যেন মিলছে না। কারণ ওই রাত্তিরেই জেরি ওয়েড বেশী মাত্রায় ক্লোরাল খাওয়ায় ওর ঘুম আর ভাঙেনি। চিঠির কথা যদি সত্যি হয় তাহলে ও ওটা খেল কেন?

মাথা নাড়ল বাণ্ডল। ঘরের চারপাশে তাকিয়ে একটু কেঁপে উঠল। এই ঘরেই জেরি ওয়েড মারা যায়। বাণ্ডলের মনে হল সে যেন ওকে তাকিয়ে দেখছে।

ঘরে কোন শব্দ নেই শুধু ঘড়ির টিকটিক ছাড়া। বাণ্ডলের মনের পরদায় সেদিনের ছবি ফুটে উঠল। বিছানায় মৃত্যু পথযাত্রী একজন আর সাতখানা অ্যালার্ম ঘড়ি ক্রমান্বয়ে বেজে চলেছে—ক্রিং-ক্রিং-ক্রিং…।

॥ পাঁচ ॥
পথের সেই লোকটি

'বাবা', বাণ্ডল লর্ড কেটারহ্যামকে বলল, 'আমি এখানে মন বসাতে পারছি না, একটু হিসপানোতে চড়ে ঘুরে আসছি।'

'আমরা তো সবে গতকালই এলাম,' অনুযোগ করলেন লর্ড কেটারহ্যাম।

'জানি। তবু যেন একশ বছর মনে হচ্ছে।'

'তোর সঙ্গে আমার মত মিলবে না, বাণ্ডল। কত শান্তি এখানে—ইচ্ছে হলে একটা মেলা বসাতে পারিস। কত আরাম গ্রামের দিকে।'

'আরাম হলেই আমার চলে না। আমি চাই উত্তেজনা।'

কেঁপে উঠলেন লর্ড কেটারহ্যাম। 'চার বছর আগে উত্তেজনা কাকে বলে টের পেয়েছি।'

'আরও উত্তেজনা আমার চাই,' বাণ্ডল বলল। 'বসে বসে হাই তুলতে আমার ভাল লাগেনা।'

'হুঁম, যারা ঝামেলা খোঁজে তাদের সামনেই তা এসে পড়ে। তবে শহরে যেতে আমারও যে একটু ইচ্ছে করছে না তা নয়।'

'যাবে? তাহলে তৈরী হয়ে নাও বাবা।' 'বড্ড তাড়া আছে।'

'কি বললি? তোর তাড়া আছে?' উঠতে গিয়েও বসে পড়লেন লর্ড কেটারহ্যাম।

'তবে তো মিটে গেল।' লর্ড কেটারহ্যাম বললেন। 'তোর তাড়া আছে'

অতএব তোর সঙ্গে হিস্পানো চড়ে আমি যাচ্ছি না।'

'তোমার ইচ্ছে না হলে যেও না,' বাগুল বলল।

'স্যার ভাইকার আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাইছিলেন, তা আমি বললাম আপনি পরে কথা বলবেন। ঠিক করিনি, স্যার ?'

'আঃ বাঁচলাম, ট্রেডওয়েল। চমৎকার কাজই করেছ।'

ওদিকে বাগুল তাড়াহুড়ো করে গ্যারেজ থেকে গাড়িখানা বের করতে ব্যস্ত। এই তাড়ার ব্যাপারটা ওর মজ্জাগত, মাঝে মাঝে তাতে বিপদও যে ঘটে না তা নয়। যদিও বাগুল গাড়ি ভালই চালায়।

অক্টোবর মাস। আবহাওয়া তাই চমৎকার। সুনীল আকাশে রোদ্দুর ঝলমল করছে। বাগুল যেন সজীবতায় চনমনে।

সকালেই ও লোরেনের কাছে জেরি ওয়েডের অর্ধসমাপ্ত চিঠিখানা দু এক লাইন চিঠির সঙ্গে পাঠিয়ে দিয়েছে। দিনের আলোয় রহস্যটাও যেন কিছু ফিকে, তবুও এর একটা সদর্থক উত্তর চাইছিল বাগুল। বিল এভারসলের সঙ্গে একবার দেখা করে সেদিনের পার্টির সব কথা ও জেনে নেবে ভাবল বাগুল। বিষাদে যে ঘটনার সমাপ্তি।

বাগুল হিসপানোটা নিয়ে যেন স্বপ্নের মধ্য দিয়ে চলেছিল।

মাইলের পর মাইল প্রায়, উড়ে চলল হিস্পানো। রাস্তায় গাড়ি প্রায় ছিল না।

প্রায় তখনই কোন আগাম ইঙ্গিত ছাড়াই একটা লোক একটা ঝোপের মধ্য থেকে রাস্তায় এসে পড়ল টলতে টলতে। এ সময় গাড়িতে ব্রেক কষার কোন প্রশ্নই ছিল না। তবুও প্রাণপণ চেষ্টায় ব্রেক কষতে চেয়ে বাগুল স্টিয়ারিংটাও ঘোরাল। গাড়িটা প্রায় একটা নয়নজুলির মধ্যে গিয়ে পড়েছিল। কাজটা বিপদজনক হলেও বেঁচে গেল বাগুল দুর্ঘটনা এড়িয়ে। ও নিশ্চিত হল লোকটাকে বাঁচাতে পেরেছে ও।

বাগুল পিছনে তাকিয়ে প্রায় ঠাণ্ডা হয়ে গেল। গাড়িটা লোকটাকে চাপা না দিলেও নিশ্চয়ই ধাক্কা মেরেছে কারণ সে রাস্তার উপর উপুর আর স্থির হয়ে পড়েছিল।

গাড়ি থেকে নেমে পিছনে ছুটল বাগুল। এখন অবধি এক আধটা মুরগী ছাড়া কাউকে চাপা দেয় নি বাগুল। এক্ষেত্রে দোষটা যে ওর একদম নয় সেটা ওর মনে পড়ল না। লোকটাকে মাতাল মনে হয়েছিল বাগুলের, কিন্তু মাতাল হোক চাই না হোক ও লোকটাকে মেরে ফেলেছে। এ

ব্যাপারে নিশ্চিত বাগুল। ওর হৃৎপিণ্ডটা বেশ জোরে ধুক ধুক শব্দে বেজে চলেছে টের পেল ও।

লোকটাকে ধরে চিৎ করে দিল বাগুল। কোন শব্দ নেই মুখে। বেশ সুন্দর চেহারার যুবক। ভাল পোষাক, ঠোঁটের উপর টুথ ব্রাশের মত ছোট গোঁফ।

যুবকের শরীরে আঘাতের কোন চিহ্ন নেই। তবে বাগুল নিশ্চিত ও মৃত্যু পথযাত্রী বা মারা গেছে। ঠিক তখনই চোখের পাতা খুলে গেল যুবকের। বাগুল বুঝল সে আপ্রাণ চেষ্টা করছে কিছু বলতে। বাগুল ঝুঁকে পড়ল।

'বলুন, কি বলতে চান?'

অস্ফুট স্বরে যুবক কিছু বলে উঠল।

'সেভেন ডায়ালস্...ওকে বলবেন...।'

বাগুল ওর কান আরও এগিয়ে আনল।

'বলুন, কাকে বলবো?'

আপ্রাণ চেষ্টা করল যুবকটি। অস্ফুট স্বরে সে বলল, 'জিমি থেসিজারকে .. বলবেন...।' তারপরেই তার মাথা এক পাশে হেলে পড়ে শরীর স্থির হয়ে গেল।

বাগুল জুতোয় ভর রেখে বসে থর থর করে কেঁপে চলল। ওর জীবনে এমন ভয়ঙ্কর ব্যাপার ঘটবে ও ভাবতেই পারেনি। ও একজনকে সত্যিই চাপা দিয়ে মেরে ফেলেছে।

প্রাণপণে একটু স্থির হতে চেষ্টা করল বাগুল। কি করা উচিত ওর? ওর প্রথমেই একজন ডাক্তারের কথা মনে হল। হয়তো লোকটা মারা যায়নি, শুধু জ্ঞান হারিয়েছে। যদিও ওর মন বলল তা হতে পারে না। যা হয় কিছু করার জন্য, অন্ততঃ কাছাকাছি কোন ডাক্তারের কাছে লোকটিকে নিয়ে যাবে বলে দুহাতে তাকে টেনে তুলতে লাগল বাগুল। গায়ে শক্তি কম নেই বাগুলের, তবুও এরকম কাজ ওর জীবনে এই প্রথম। কোন রকমে হিসপানোর মধ্যে দেহটা ঢুকিয়ে দিল বাগুল।

গাড়ি নিয়ে দু এক মাইল গিয়ে একটা ছোট শহরে একজন ডাক্তারের সন্ধান পেল ও।

ডঃ ক্যাসেল মধ্যবয়স্ক সদাশয় মানুষ। সার্জারিতে ঢুকে তিনি বাগুলকে প্রায় ভেঙে পড়ার মত অবস্থায় দেখে একটু বিচলিত হলেন।

বাগুলই কথা বলে উঠল 'আমার ..আমার মনে হচ্ছে একজন লোককে গাড়ি চাপা দিয়ে মেরে ফেলেছি। তাকে গাড়িতে নিয়ে এসেছি। বড্ড জোরে চালাচ্ছিলাম মনে হয়।'

ডাক্তার তাঁর পেশাদারী দৃষ্টিতে দেখেই ব্যাপারটা বুঝে ফেলে তাক থেকে কিছু একটা গ্লাসে ঢেলে বাগুলের দিকে এগিয়ে ধরলেন।

'এটা খেয়ে নিন, ভাল লাগবে। শক পেয়েছেন মনে হচ্ছে।'

বাগুল বাধ্য মেয়ের মতই খেয়ে নিতে ওর ফ্যাকাশে ভাবটা কেটে গেল।

ডাক্তার আবার বললেন, 'এখানে বসে থাকুন আমি ব্যাপারটা দেখে আসছি। দেখি কি করা যায়।'

কিছুক্ষণ পরে ফিরে এলেন ডাক্তার। হয়তো মিনিট পাঁচেক হবে কিন্তু বাগুলেব কাছে মনে হচ্ছিল অনন্তকাল।

ডঃ ক্যাসেল যখন ঢুকলেন তিনি অনেক বেশি সতর্ক। তার ভঙ্গীতে এমন কিছু ছিল বাগুল বুঝতে পারল না।

'এবার বলুন তো,' ডাঃ ক্যাসেল বললেন, 'আপনি চাপা দিয়েছেন বললেন, কিন্তু ঠিক কি ঘটেছে?'

বাগুল যথাসম্ভব গুছিয়ে ঘটনা বর্ণনা করে গেল।

'বুঝেছি, কিন্তু গাড়িটা ওর দেহের উপর দিয়ে যায় নি?'

'না, বরং আমি ভেবেছিলাম ওর গায়েই লাগেনি।'

'লোকটা টলছিল?'

'হ্যাঁ. আমি ভেবেছিলাম মাতাল।'

'একটা ঝোপের মধ্য থেকে আসে লোকটা?'

'মনে হল কাছের একটা গেট পার হয়ে।

'হুম্, বুঝতে পারছি আপনি বড় বাজে গাড়ি চালান,' ডাক্তার বললেন। কোনদিন দুর্ঘটনাও ঘটতে পারে—তবে এক্ষেত্রে আপনি তাকে চাপা দেন নি।'

'কিন্তু—।'

'গাড়ি ওকে স্পর্শও করেনি—লোকটাকে গুলি করা হয়'।

॥ ছয় ॥

আবার সেভেন ডায়ালস

বাগুল প্রায় হাঁ করে তাকালো। ওর এতক্ষণের আতঙ্ক ধীরে ধীরে কেটে গিয়ে দৃঢ়চেতা, ঠাণ্ডা মস্তিকের বাগুল আত্মপ্রকাশ করল।

'কি করে ওকে কেউ গুলি করল?' ও প্রশ্ন করল।

'সেটা আমি জানিনা' ডঃ ক্যাসেল বললেন, 'তবে ওর শরীরে রাইফেলের বুলেট বিঁধেছে। সম্ভবতঃ ভিতরে রক্তপাত ঘটেছে, এই জন্যই আপনি বুঝতে পারেন নি।'

বাগুল মাথা নোয়ালো।

'এখন প্রশ্ন হল কে ওকে গুলি করেছে। এটা দুর্ঘটনা হলে যে গুলি করেছে সে নিশ্চয়ই ছুটে আসত।'

'কাছাকাছি কাউকেই দেখিনি,' বাগুল বলল।

'আমার ধারণা বেচারা ছুটে আসছিল, তখনই গুলি লাগে আর সে টলতে টলতে রাস্তায় এসে পড়ে। আপনি কোন গুলির শব্দ শোনেন নি?'

'না। গাড়ির শব্দে না শোনাই সম্ভব।'

'সেটাই হবে। ও মারা যাওয়ার আগে কিছু বলেনি?'

'অস্ফুট কয়েকটা কথা বলেছিল।'

'এই ঘটনার সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই?'

'না। ও কাউকে কিছু বলতে বলেছিল। একটা কথা বলে সে 'সেভেন ডায়ালস।'

'হুম্,' ডাক্তার বললেন। 'এ ধরনের মানুষের উপযুক্ত জায়গা ওটা নয়। হয়তো ওর খুনীই সেখান থেকে এসেছিল। থাক সে কথা। সব আমার হাতেই ছেড়ে দিন। আমিই পুলিশে খবর দিচ্ছি। আপনার নাম আর ঠিকানা রেখে যান। না, বরং আমার সঙ্গে থানায় চলুন, ওরা হয়তো বলবে আপনাকে আটকে রাখিনি কেন।'

বাগুলের গাড়িতে দুজনে গেল। পুলিশ ইনসপেক্টর ভদ্রলোক একটু শ্লথ। বাগুলের পরিচয় পেয়ে বেশ সতর্ক হয়ে উঠলেন তিনি।

'এসব আজকালকার ছেলে ছোকরার কাণ্ড। বন্দুক নিয়ে ওরা পাখি শিকার করতে গিয়ে দুর্ঘটনা ঘটায়।

ডাক্তার বুঝলেন এ সমাধান আদৌ ঠিক নয়। অবশ্য কিছুদিনের মধ্যেই মামলাটা যোগ্য হাতেই পড়বে।

'মৃতের পরিচয় জানেন?' সার্জেন্ট বললেন।

'সঙ্গে নামের কার্ড ছিল। রণি ডেভেরো। ঠিকানা আলবাক্ষ।' ভ্রুঁকুচকে কিছু ভাবল বাগুল। নামটা চেনা মনে হচ্ছে ওর। নামটা আগে শুনেছে বলে দৃঢ় বিশ্বাস হল ওর।

চিমনির কাছাকাছি আসার পরেই ওর সব মনে পড়ে গেল। রণি ডেভেরো, বিলের বন্ধু পররাষ্ট্র দপ্তরে কাজ করত। ও বিল আর জেরাল্ড ওয়েড বন্ধু ছিল।

সব ব্যাপার স্বচ্ছ হয়ে গেল ওর সামনে। জেরাল্ড ওয়েডের মৃত্যু ভুলের ফলে হতে পারে কিন্তু রোনাল্ড ডেভেরোর ব্যাপার আলাদা। এর মধ্যে ফুটে উঠছে একটা কুটীল ষরযন্ত্রের আভাস।

এরপর সেভেন ডায়ালস। বাণ্ডলের মনে পড়ল জেরি ওয়েডও চিঠিতে নামটা লিখেছিল ওর বোনকে। এই লোকটিও সেই নাম বলেছে। দুটোর মধ্যে কোন যোগসূত্র নিশ্চয়ই আছে।

বাড়িতে ঢুকেই বাবার খোঁজ করল বাণ্ডল। লর্ড কেটারহ্যাম তখন বইয়ের নতুন একখানা ক্যাটালগ দেখায় ব্যস্ত ছিলেন। বাণ্ডলকে দেখে দারুণ অবাক হলেন তিনি।

'তোর পক্ষেও লণ্ডনে গিয়ে এত তাড়াতাড়ি ফেরা সম্ভব না,' তিনি বললেন।

'আমি, ল ণ্ডনে যাইনি,' বাণ্ডল বলল। 'একটা লোককে চাপা দিয়েছি।'

'কি?'

'অবশ্য তা দিই নি। কেউ তাকে গুলি করে।'

'কি ভাবে?'

'তা বলতে পারব না।'

'তাকে গুলি করলি কেন?'

'আমি গুলি করিনি।'

'কাউকে গুলি করা উচিত নয়,' লর্ড কেটারহ্যাম বললেন। 'অবশ্য এমন কাউকে কাউকে গুলি করা দরকারও, কিন্তু করলে ঝামেলা হয়।'

'আমি গুলি করিনি বাবা।'

'তাহলে কে করল?' 'হয়তো গুলি না টায়ার ফাটার শব্দ—ডিটেকটিভ গল্পে এরকম ঘটে,' লর্ড কেটারহ্যাম বললেন।

'না, বাবা, তোমাকে নিয়ে পারি না। তোমার মাথায় খরগোশের চেয়েও কম বুদ্ধি।'

'মোটেই না। তুই হাঁফাতে হাঁফাতে এসে চাপা দেয়া আর কাউকে গুলি করার গল্প শোনালি। আমি তো ম্যাজিক জানিনা যে কোনটা সত্যি ধরে ফেলব।'

'আচ্ছা সবটা বলছি, শোন।'

বাগুল সব ঘটনা বিস্তারিত ভাবে বলে গেল।

ও এবার বলল, 'এখন কথাটা বুঝলে তো?'

'হ্যাঁ, বুঝলাম। আমি আগেই বলেছিলাম যারা ঝামেলা খোঁজে তাদের তা জুটেও যায়।' লর্ড কেটারহ্যাম বললেন।

'বাবা, সেভেন ডায়ালস কোথায় জানো?'

'মনে হয় ইষ্ট এণ্ডের কাছে। ওখানে বাস যায় দেখেছি। নাকি সেভেন সিষ্টারস? কোনদিনই ও জায়গায় যাইনি।'

'বাবা, জিমি থেসিজার নামে কাউকে চেনো?'

লর্ড কেটারহ্যাম আবার ক্যাটালগ দেখায় মন দিয়েছিলেন। তিনি বুদ্ধিমানের মত সেভেন ডায়ালস নিয়ে উত্তর দিয়েছেন। এবার সে চেষ্টা না করে বললেন, 'থেসিজার? ইয়র্কসায়ারের থেসিজার?'

'সেটাই তো জিজ্ঞেস করছি, বাবা, ভাল করে শোন, খুব জরুরী।'

লর্ড কেটারহ্যাম আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে বললেন, 'অনেক থেসিজার আছে। তোর কাকে দরকার? কেউ ডেভনশয়ারে আছে. তোর ঠাকুমার বাবা এক থেসিজারকে বিয়ে করেছিলেন।'

'তাতে আমার কি এসে গেল?' বাগুল অস্থির হয়ে বলল।

'অবশ্য তারও কিছুএসে যায় নি,' লর্ড কেট্যরহ্যাম বললেন।

'সত্যি তোমাকে নিয়ে পারা অসম্ভব.' বাগুল বলে উঠল। আমায় বিলকে ধরতে হবে।'

'সেটাই ভাল,' লর্ড কেটারহ্যাম বলে আবার, ক্যাটালগে মন দিলেন।

বাগুল প্রায় চলে যাচ্ছিল তখনই লর্ড কেটারহ্যাম ওকে ডাকলেন।

'দাঁড়া, এইমাত্র মনে পড়ল সেভেন ডায়ালস-এর কথাটা।'

'সেভেন ডায়ালস?'

'হ্যাঁ জর্জ লোমাক্স এসেছিল। ট্রেডওয়েল এই প্রথম আটকাতে পারেনি। প্যারিতে কি এক রাজনৈতিক সভা আছে সামনের সপ্তাহে। ও একটা ভয় দেখানো চিঠি পেয়েছে।'

'কি রকম ভয় দেখানো চিঠি?'

'তা জানিনা। অত কথা ও বলেনি। বোধ হয় 'সাবধান' এই রকম কিছু লেখা হবে। তবে আসল কথাটা হল সেটা এসেছে সেভেন ডায়ালসের কাছ থেকে। আমার পরিষ্কার মনে আছে ও তাই বলল। ও স্কটল্যাণ্ড

ইয়ার্ডে পরামর্শ করতে যাবে। জর্জকে চিনিস তো?'

সায় দিল বাগুল। বাগুল জর্জ লোম্যাক্সকে ভালই চেনে। পররাষ্ট্র দপ্তরের আণ্ডার সেক্রেটারি আর ক্যাবিনেট মন্ত্রী। বিরাট চেহারা, চোখ দুটো যেন ঠেলে বেরিয়ে থাকে। বিল এভারসলে আর কোডার্স তাকে চেনে।

বাগুল প্রশ্ন করল, 'বাবা, বলতে পারো কোডার্স জেরাল্ড ওয়েডের মৃত্যুর ব্যাপারে চিন্তা করে কিনা?'

'তা বলতে পারি না, হতেও পারে।'

বাগুল অন্যমনস্ক হয়ে ভাবতে লাগল জেরি ওর বোনকে যে চিঠি লিখেছিল সেটার কথা। কি ধরণের মেয়ে ওর বোন যার প্রতি জেরাল্ড ওয়েড এত অনুরক্ত ছিল? ও যতই ভাবল ততই ওর মনে হল যে এমন চিঠি কোন বোনকে লেখা সত্যিই অবাস্তব।

'বাবা, তুমি বলেছিলে জেরাল্ড ওয়েডের বোন লোরেন ওয়েড,' বাগুল প্রশ্ন করল।

'মানে, সত্যি করে বলতে গেলে ওর বোন নয়।'

'কিন্তু পদবী ওয়েড কেন?'

'আসলে ওয়েড নয়। ও বুড়ো ওয়েডের মেয়ে নয়। ওয়েড ওর দ্বিতীয় বউকে নিয়ে পালায়, মহিলার আগে বিয়ে হয় এক বদমাইশের সঙ্গে। লোকটা মেয়েকে দেখেনি তাই ওয়েডই লালন পালন করে আর ওর পদবীই দেয় মেয়েটাকে।'

'বুঝলাম,' বাগুল বলল। 'এবার সব পরিষ্কার হল।

'কি পরিষ্কার হল?'

'যে ব্যাপারে ধাঁধা লাগছিল।'

বাগুল এবার ওপরে গেল। ওর অনেক কাজ করার আছে, প্রথমতঃ জিমি থেসিজারকে ধরতে হবে। এ কাজে বিল সাহায্য করতে পারবে। রণি ডেভেরো বিলের বন্ধু ছিল। তারপর লোরেন ওয়েড। এও সম্ভব সে সেভেন ডায়ালসের ব্যাপারে সাহায্য করতে পারে, জেরি ওয়েড ওকে এ নিয়ে বলেছিল। লোরেনকে জেরি কথাটা যে ভুলে যেতে বলে এর মধ্যে ভয়াল একটা কিছু রয়েছে।

॥ সাত ॥

দেখা করল বাগুল

বিলকে যোগাযোগ করা তেমন শক্ত হলনা। বাগুল এবারে আর কোন দুর্ঘটনায় না জড়িয়ে মোটর নিয়ে পরদিন সকালেই পৌঁছল শহরে। ও তারপর ফোন করল। বিল ফোন পেয়েই আনন্দে সিনেমায় বা রেঁস্তোরায় যাওয়ার আমন্ত্রণ জানালো। বাগুল সবই বাতিল করে দিল।

'দু একদিন পরে যা বলবে করব,' ও বলল। 'এখন দারুণ জরুরী কাজ আছে। কাজের কথা শোন। জিমি থেসিজার বলে কাউকে চেন?'

'অবশ্যই চিনি। তুমিও চেনো।'

'না, আমি চিনি না।'

'নিশ্চয়ই চেনো। লালচে মুখ, দেখলে গাধা বলে মনে হয়, অবশ্য আমার চেয়ে বেশি বুদ্ধি আছে ওর।'

'জিমি থেসিজার কি করে?' বাগুল প্রশ্ন করল।

'কি করে মানে?'

'পররাষ্ট্র দপ্তরে থেকে তোমার কি বুদ্ধি লোপ পেয়েছে?'

'হুঁ, বুঝেছি কাজ কর্ম করে কিনা? কিছুই করেনা জিমি। খালি ঘোরে। করার দরকারই বা কি?'

'তার মানে বুদ্ধির চেয়ে টাকাই বেশি?'

'তা বলিনি, তবে বুদ্ধি কম নেই।'

খানিকক্ষণ চুপচাপ রইল বাগুল। ও ক্রমশঃ সন্দিহান হয়ে উঠল। জিমি কি সত্যিই সাহায্য করার মত হবে, অথচ ওর নামই মৃতব্যক্তি করেছিল।

বিলের গলা শোনা গেল, 'রণি প্রায়ই ওর বুদ্ধির কথা বলতো। রণি ডেভেরো। সে ছিল জিমি থেসিজারের প্রিয় বন্ধু।

'রণি—', বলতে গিয়েও থেমে গেল বাগুল। ও বুঝল বিল তার মারা যাওয়ার খবর শোনেনি। হয়তো কোন কারণে খবরটা পুলিশ প্রকাশ করতে দেয়নি।

বিলের গলা আবার ভেসে এল, 'রণিকে অনেকদিন দেখিনি—সেই তোমাদের বাড়িতে সপ্তাহ খানেক আগে দেখি। তখনই বেচারি জেরি মারা

গেল। খুবই সন্দেহজনক ব্যাপারটা—। নিশ্চয়ই শুনেছ। বাগুল, আছোতো?'

'অবশ্যই আছি।'

'কিছু বলছ না যে?'

'আমি একটা কথা ভাবছি।' বাগুল চিন্তা করল রণির ব্যাপারটা টেলিফোনে না বলাই ভাল। তবে বিলের সঙ্গে দেখা করতেই হবে। ও তাই আবার বলল, 'বিল।'

'বলো।'

'আগামীকাল রাত্তিরে তোমার সঙ্গে ডিনার খেতে পারি।'

'চমৎকার, তারপর আমরা নাচতে পারব।'

'একটা কথা, তুমি জিমি থেসিজারের ঠিকানা জানো?'

'জিমি থেসিজার?'

'তাই বলেছি।'

'জারমিন স্ট্রিট—না অন্য কোথাও?'

'মাথা খেলাও।'

'হুঁ, জারমিন ষ্ট্রীট। দাঁড়াও নম্বরটা দিচ্ছি।'

কিছুক্ষণ চুপচাপ।

আবার বিল বলল,' বাগুল, এখনও আছো?'

'সব সময়েই আছি।'

'নম্বর হল ১০৩। কিন্তু কথা হল, ওর নম্বর চাইছ কেন। তুমি যে বললে ওকে চেনো না?'

'চিনি না, তবে আধঘণ্টার মধ্যেই চিনবো।'

'ওর বাড়িতে যাচ্ছ?'

'নিশ্চয়ই। শার্লক।'

'কিন্তু ও কি এখন উঠবে?

'উঠবে না?'

'সন্দেহ আছে। এই আমার কথা দেখনা ঠিক সময়ে হাজিরা না দিলে কডার্স যা বলে তাতে—।'

বাধা দিল বাগুল, 'বলে রাত্তিরে শুনব। বিদায়।'

এবার ঘড়ি দেখল বাগুল। বারোটা বাজতে পঁচিশ মিনিট বাকি। বিলের কথা সত্ত্বেও ও ভাবল এতক্ষণে জিমি নিশ্চয়ই উঠেছে। ও তাই একটা ট্যাক্সি নিয়ে ১০৩ জারমিন স্ট্রিটে চলল।

যে দরজা খুলল তাকে একজন অবসরপ্রাপ্ত ভদ্রলোক বলে ধরা যায়। ভাবলেশহীন এরকম মুখ জারমিন স্ট্রিটে অগুনতি চোখে পড়ে।

লোকটি বাণ্ডলকে দোতলায় আরামপ্রদ একখানা বসবার ঘরে নিয়ে গেল। বেশ বড় ঘর। চামড়ার বেশ কয়েকটা সোফা ঘরটায়। তারই একটায় ছোটখাটো চেহারার কালো পোশাকের একটি ফর্সা মেয়ে উপবিষ্ট।

'কি নাম বলব, মাদাম?' লোকটি প্রশ্ন করল।

'আমার নাম বলব না,' বাণ্ডল বলল। 'আমি অত্যন্ত জরুরী দরকারে মিঃ থেসিজারের সঙ্গে দেখা করতে চাই।'

লোকটি মাথা নুইয়ে ভিতরে চলে গেল।

'আজ সকালটা খুব সুন্দর।' ফর্সা মেয়েটি মন্তব্য করল।

'আমি মোটরে গ্রামের দিক থেকে এলাম' বাণ্ডল বলল। ভেবেছিলাম খুব কুয়াশা হবে, অবশ্য তা হয়নি।'

'তা ঠিক,' মেয়েটি বলল। 'আমিও গ্রামের দিক থেকে এসেছি।'

বাণ্ডল মেয়েটিকে খুঁটিয়ে দেখে নিল। ওকে এখানে দেখে একটু বিরক্ত হয়েছিল বাণ্ডল। ও কাজ করে ভেবেচিন্তে। তাই ঠিক করল নিজের কাজ করার আগে মেয়েটাকে বিদায় করতে হবে, কোন অপরিচিতার সামনে কথা বলা যাবে না।

হঠাৎ বাণ্ডল ভাবল কিছু। এটা কি হতে পারে এই মেয়েটিই সে? দেহে শোকের পোশাক। বাণ্ডল মনস্থির করে ফেলল। ও বলল, 'শুনুন, আচ্ছা আপনি কি মিস লোরেন ওয়েড?'

লোরেনের চোখ বড় বড় হয়ে গেল।

'হ্যাঁ। কিন্তু আপনি আমাকে চিনলেন কি করে? আমাদের কি আগে দেখা হয়েছে?'

'গতকালই আপনাকে চিঠি দিয়েছি। আমি বাণ্ডল ব্রেণ্ট।'

'জেরির চিঠি পাঠিয়েছেন বলে ধন্যবাদ', লোরেন বলল। 'আমিও উত্তর দিয়েছি। আপনাকে এখানে দেখব ভাবিনি।'

'কেন এখানে এসেছি বলছি', বাণ্ডল বলল। 'আপনি রণি ডেভেরোকে চিনতেন?

'হ্যাঁ। যেদিন জেরি—যাক, ও সেদিন এসেছিল। ও জেরির সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু।'

'জানি। সে কিন্তু মারা গেছে।'

'মারা গেছে?' হাঁ করে তাকাল লোরেন। এত সুন্দর স্বাস্থ্য।'

বাণ্ডল গতকালের ঘটনার বিবরণ দিতে লোরেনের চোখে ভয়ের ছায়া ফুটে উঠল।

ও বলল,' তাহলে যা ভেবেছি তাই সত্যি? সব সত্যি?'

'কি সত্যি?'

'গত এক সপ্তাহ ধরেই যেটা ভাবছিলাম সেই কথা। জেরির তবে সাধারণ মৃত্যু হয়নি। ওকে কেউ খুন করেছে।'

'আপনারও এ রকম মনে হয়েছে?'

হঁ্যা। ঘুমের জন্য জেরিকে কখনই ওষুধ খেতে হতনা। ও এমনিতেই ঘুম কাতুরে ছিল। ও নিজে তা জানত। তাছাড়া রণিও জানত।'

'রণি?'

'রণি। তারপরেই ব্যাপারটা ঘটল। ওকেও খুন করা হল,' লোরেন বলতে লাগল। 'এই জন্যই আমি আজ এসেছি। আপনার পাঠানো চিঠিটা রণিকে দেখাতে চেয়েছিলাম, ওর দেখা পাইনি। তাই ভাবলাম ওর বন্ধু জিমিকেই দেখাব। ওই হয়ত বলতে পারবে আমার কি করা উচিত।'

'তার মানে ওই সেভেন ডায়ালসের ব্যাপারটা?'

'হঁ্যা, মানে—'

ওর কথা শেষ হবার আগেই ঘরে ঢুকল জিমি থেসিজার।

॥ আট ॥

॥ জিমির অতিথি ॥

এখানে আমাদের কুড়ি মিনিট আগে ফিরে যেতে হবে যখন জিমি ঘুমজড়ানো চোখে শুনতে পাচ্ছিল পরিচিত কণ্ঠস্বরের কিছু অপরিচিত কথা।

হাই তুলে পাশ ফিরতে চাইছিল জিমি তখনই ও কথাগুলো শুনলো।

'একজন তরুণী আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাইছেন, স্যার।'

ঘুম জড়ানো গলায় জিমি বলে উঠল, 'কি বললে, স্টিভেনস্? আর একবার বল।'

'একজন অল্প বয়স্কা তরুণী, স্যার। আপনার সাঙ্গ দেখা করতে চান।'

'ওহ!' জিমি বলে উঠল।'কেন?'

'তা জানিনা, স্যার। আর এক কাপ চা আনছি স্যার এটা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে।'

'তুমি বলছ উঠে দেখা করা দরকার, স্টিভেনস্?'

স্টিভেনস কোন জবাব দিল না তবে জিমি ওর ভঙ্গীর অর্থ বুঝল।

'ঠিক আছে দেখাই করি। কোন নাম বলেছেন উনি?'

'না, স্যার।'

'হুম্ তাহলে পিসী জেমিনা হবেন। আমি দেখা করছি না, স্টিভেনস।'

'উনি কারও পিসীমা হতে পারেন না, স্যার। বয়স খুবই অল্প।'

'অল্প বয়সী হুম। সুন্দরী বলছ?'

'মেয়েটি, স্যার, ফরাসীতে বলা যায়, যথার্থ সুন্দরী।'

'চমৎকার বলেছ, স্টিভেনস। তোমার ফরাসী ভাষায় দক্ষতা অসাধারণ।'

'শুনে গর্বিত লোক, স্যার। আমি ডাকের মাধ্যমে ফরাসী শিখছি স্যার।'

'তাই নাকি? তুমি তো দারুণ হে, স্টিভেনস।'

স্টিভেনস মিষ্টি হেসে বিদায় নিয়ে আবার একটু পরেই গরম এক কাপ চা সহ ফিরেও এল।

'মেয়েটিকে খবরের কাগজ দিয়েছ, স্টিভেনস?'

'হ্যাঁ, স্যার। মর্নিং পোষ্ট আর পাঞ্চ, 'স্টিভেনস উত্তর দিল। দরজায় ঘণ্টা বাজতে বিদায় নিল স্টিভেনস।

একটু পরেই সে ফিরে এসে বলল: স্যার, আর একজন মহিলা এসেছেন।'

'কি?' দুহাতে মাথা চেপে ধরে বলে উঠল জিমি।

'নাম বললেন না। শুধু জরুরী দরকার আছে জানালেন।'

'আশ্চর্য ব্যাপার' জিমি বলে উঠল। 'স্টিভেনস, গতরাত্তিরে ক'টায় ফিরেছি?'

'পাঁচটায়, স্যার।'

'আমার অবস্থা কি রকম দেখেছিলে?'

'বেশ খুশি, স্যার। আপনি 'রুল ব্রিটানিয়া' গাইছিলেন।'

'অদ্ভুত ব্যাপার, জিমি বলে উঠল। 'রুল ব্রিটানিয়া? বল কি? আমি এই গান গাইছিলাম। হুঁ, দেশপ্রেমের একটা ভাবই বোধহয় কয়েক গ্লাস

টানায় জেগে উঠেছিল। একটা কথা ভাবছিলাম, স্টিভেনস— ।'

বলুন, স্যার।'

'মানে, ভাবছিলাম দেশপ্রেমের জোয়ারে ভেসে গিয়ে কাগজে কি কোন গভর্নেসের জন্য বিজ্ঞাপন দিয়েছি কিনা। না হলে দু দুজন তরুণীর আবির্ভাব কেন ?'

স্টিভেনস জবাব না দিয়ে খুক খুক করে কেশে উঠল।

কথা বলার ফাঁকে পোশাক পরে তৈরি হয়ে নিচ্ছিল জিমি। তারপরেই সে তরুণী দুজনের সঙ্গে দেখা করার জন্য বসবার ঘরে ঢুকল। ঢুকেই ওর প্রথম নজর পড়ল অজানা অতিথিদের মধ্যে গাঢ় রোগাটে চেহারার একজনের উপর। সে টেবিলের সামনে দাঁড়িয়েছিল। অন্যজন বসেছিল একটা আরাম কেদারায়। সে লোরেন।

লোরেনই উঠে দাঁড়িয়ে বলে উঠল, 'আমাকে দেখে নিশ্চয়ই অবাক হচ্ছো। বাধ্য হয়েই আমাকে আসতে হল। সব বলব। ইনি লেডি এইলিন ব্রেন্ট।'

'আমি সবার কাছে বাণ্ডল নামেই পরিচিত। আমার নাম হয়তো বিল এভারসলের কাছে শুনে থাকবেন।'

'ও, হ্যাঁ শুনেছি' জিমি বলল। 'বসুন, বসুন, কিছু পান করা যাক।'

দুজনেই মাথা নাড়ল।

'মানে, সবেমাত্র ঘুম থেকে উঠলাম,' জিমি বলল।

'বিলের কাছে সে রকমই শুনেছি।'

'বেশ, এবার বলুন ব্যাপার কি ?'

'আগে জেরি,' লোরেন বলল, 'তারপর এবার রণি।'

'এবার রণি।' মানে কি বলছেন ?'

'তাকে গতকাল গুলি করেছে কেউ।'

'কি ?' জিমি চিৎকার করে উঠল।

বাণ্ডল সমস্ত ঘটনা আবার বললে জিমি যেন স্বপ্নের মধ্য দিয়ে শুনে গেল।

'বেচারা রণি।' জিমি এবার বলে উঠল। 'এ সমস্ত কি ঘটছে ?'

অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইল জিমি।

এবার ও, 'বলল, একটা ব্যাপার আপনাদের বলা দরকার।'

'বলো,' লোরেন বলে উঠল।

'জেরি যেদিন মারা যায় সেদিনেরই ঘটনা। তোমার বাড়িতে খবরটা দিতে যাওয়ার সময় গাড়িতে রণি আমাকে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু বলতে গিয়েও ও বলেনি। শুধু বলেছিল ও অঙ্গীকারবদ্ধ তাই বলতে পারবে না।'

'অঙ্গীকারবদ্ধ?' লোরেন বলে উঠল।

'ও তাই বলে, তাই আমিও চাপ দিইনি। ওর ভাবভঙ্গী দেখে আমার কেমন সন্দেহ হচ্ছিল ও বোধ হয় ব্যাপারটায় কারও হাত আছে মনে ভাবছিল। ও বোধ হয় ডাক্তারকেও তাই বলেছিল। কিন্তু সন্দেহ করার কারণ পাইনি। পরে ব্যাপারটা নিছক দুর্ঘটনা জানা যাওয়ায় এ নিয়ে আর ভাবিনি।'

'কিন্তু আপনি তবু মনে করেন রণির সন্দেহ ছিল?' বাণ্ডল প্রশ্ন করল।

'হ্যাঁ এখনও তাই ভাবছি। আমার মনে হয় রণি একাই রহস্য ভেদ করার চেষ্টা করছিল আর সম্ভবতঃ ও জানতেও পেরেছিল ব্যাপারটা খুন। আর এই জন্যই হত্যাকারী ওকে গুলি করেছে। তারপরেই ও আমাকে খবর দিতে চেয়েছিল আর মাত্র ওই দুটো কথাই শুধু বলতে পারে।'

'সেভেন ডায়ালস্!' বলে কেঁপে উঠল বাণ্ডল।

'সেভেন ডায়ালস এর উপর নির্ভর করেই আমাদের এগোতে হবে', জিমি উত্তরে বলল।

বাণ্ডল লোরেনের দিকে তাকালো। 'আপনি আমায় বলতে যাচ্ছিলেন—?'

"ওহ্, হ্যাঁ প্রথমতঃ সেই চিঠি" লোরেন জিমির দিকে তাকালো। 'জেরি একটা চিঠি লিখেছিল। লেডি এইলিন—।'

'বাণ্ডল।'

'ও হ্যাঁ, বাণ্ডল চিঠিটা পায়,' লোরেন ঘটনাটা বলে গেল।

জিমি গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনে গেল। ও এই প্রথম চিঠিটার বিষয়ে শুনল। লোরেন ব্যাগ থেকে নিয়ে চিঠিটা জিমিকে দিতে সে পড়ে তাকালো।

'এ ব্যাপারে আপনিই সাহায্য করতে পারেন। জেরি আপনাকে কি ভুলে যেতে লিখেছিল?'

একটু বিহ্বল ভাবে তাকাল লোরেন। 'এখন ঠিক মনে পড়ছে না,' ও বলল। 'আমি ভুল করে এক দিন জেরির একটা চিঠি খুলে ফেলি। সস্তা দরের কাগজে সেটা লেখা, হাতের লেখা অশিক্ষিতের মত।'

চিঠির মাথায় সেভেন ডায়ালসের ঠিকানা লেখা। চিঠিটা আমার না বুঝতে পেরে আর পড়িনি, খামে ভরে রাখি।'

'ঠিক তাই তো?' জিমি বলল।

হাসল লোরেন। ও বলল, 'বুঝেছি, ভাবছো মেয়েদের অনুসন্ধিৎসা বেশি। কিন্তু চিঠিটায় শুধু ছিল কিছু নাম আর তারিখ।'

'নাম আর তারিখ?' চিন্তিত ভাবে বলল জিমি।

'জেরি কিছু মনে করেনি, ও হেসেছিল। ও জানতে চেয়েছিল মাফিয়ার কথা আমি শুনেছি কিনা। তারপর বলেছিল ইংল্যাণ্ডে একটা মাফিয়া দল খোলা গেলে কেমন হয়। তারপর বলেছিল আমাদের দেশের অপরাধীদের কল্পনাশক্তি নেই।'

শিস দিয়ে উঠল এবার জিমি। ও বলল, 'হুঁ এবার বুঝেছি। সেভেন ডায়ালস হল এই রকম কোন দলের সদর দপ্তর। ও ভেবেছিল ব্যাপারটা মজার কোন ব্যাপার, পরে অবশ্য ওর ভুল ভেঙে যায়। ও তাই তোমাকে ব্যাপারটা ভুলে যেতে বলে। এর একটাই কারণ থাকা সম্ভব—ওই দলটা যদি জানতে পারত তুমি ওদের কথা জানো তাহলে তোমার বিপদের সম্ভবনা, 'একটু থামল জিমি, তারপর আবার বলল, 'আমরাও যদি এটা নিয়ে এগোই আমাদের সকলেরই বিপদের ভয় থাববে।'

'যদি?' বাণ্ডল বিষন্ন মুখে বলল।

'আমি আপনাদের কথাই বলছি। আমার কথা আলাদা, আমি রণির বন্ধু।' ও বাণ্ডলের দিকে তাকালো। 'আপনারা যা করার করেছেন। চিঠির কথা বলেছেন। এবার আপনি আর লোরেন ঘরে থাকুন।'

বাণ্ডল লোরেনের দিকে তাকালো: ও নিজে মনস্থির করে নিয়েছিল। তবে ও লোরেন ওয়েডকে বিপদের মুখে ঠেলে দিতে চাইছিল না।

কিন্তু লোরেন ব্যাপারটা বুঝতেই ওর মুখে বিতৃষ্ণার ভাব ফুটে উঠল।

'আর একবার বলুন দেখি।' লোরেন বলে উঠল। 'আপনারা কি ভাবছেন ওরা আমার প্রিয় জেরিকে খুন করেছে আর আমি সরে দাঁড়াব? আমার এরকম আপনার একমাত্র ভাই?'

জিমির মনে হল বড় চমৎকার মেয়ে লোরেন।

ও বলে উঠল, 'না, না, ও কথা বোলো না। পৃথিবীতে তুমি একা নও। অনেক বন্ধু আছে তোমার। তারা তোমার যে কোন কাজেই লাগতে পারে। কি বলছি বুঝেছো নিশ্চয়ই?'

লোরেন বুঝেই একটু লাল হয়ে উঠল। ও নাটকীয়ভঙ্গীতে বলল, 'তাহলে এটাই ঠিক হয়ে গেল। আমিও সাহায্য করব। পৃথিবীর কেউই আমাকে বাধা দিতে পারবে না।'

'এবং আমাকেও,' বাগুল বলে উঠল।

দুজনেই জিমির দিকে তাকাতে সে বলে উঠল, 'এখন প্রশ্ন হল কিভাবে আমরা শুরু করব।'

॥ ছয় ॥

পরিকল্পনা

জিমির কথার সঙ্গে সঙ্গেই কিছু বাস্তব ঘেঁসা আলোচনার সূত্রপাত ঘটল।

'সব ভেবে দেখলে আমাদের এগোনোর মত তেমন সূত্র নেই,' ও বলে চলল। 'একমাত্র সূত্র সেভেন ডায়ালস কথাটা। জায়গাটা কোথায় আমার নিজেরই ধারণা নেই। সারা দেশের আনাচে কানাচে চষে বেড়ানো সম্ভব নয়।'

'হ্যাঁ সম্ভব,' বাগুল বলল।

'আচ্ছা সেটা না হয় ধরে নিলাম। তবে তেমন সূত্র হবে না।' কথা বলতেই জিমির শকাসের-এর কথা মনে হলে ও হেসে ফেলল। ও আবার বলল, 'গোড়াতে রণিকে যেখানে গুলি করা হয় সে জায়গাটা পরীক্ষা করতে পারি। অবশ্য পুলিশ নিশ্চয়ই সেটা ভাল করেই করেছে, এটা তারাই ভাল পারে।'

'আপনার সম্বন্ধে যে ব্যাপারটা ভাল লাগে,' বাগুল শ্লেষের সঙ্গে বলল, 'তা হল আপনার আশাব্যঞ্জক কথাবার্তা।'

'এ কথায় কান দিও না, জিমি, বলে যাও,' লোরেন বলল।

'অত অধৈর্য হবেন না,' জিমি বাগুলকে বলল। 'সেরা গোয়েন্দারা এই ভাবেই এগোয়, তারা অপ্রয়োজনীয় সূত্রগুলো বাতিলও করে দেয়। এবার আমি তিন নম্বর প্রশ্নে আসছি—জেরির মৃত্যু। আর এটা যে খুন আপনাদের দুজনেরই তাই বিশ্বাস। ঠিক কি না?'

'হ্যাঁ,' লোরেন বলল।

'আমারও তাই ধারনা,' বাগুল উত্তর দিল।

'বেশ। আমারও তাই বিশ্বাস। এখানেই আমাদের সামান্যতম একটা সুযোগ থাকা সম্ভব। জেরি যদি নিজে ক্লোরাল না খেয়ে থাকে তাহলে কেউ তাকে সেটা দিয়েছে। এটা দেয়া সম্ভব ওর গ্লাসের জলে মিশিয়ে দিয়ে

যাতে ঘুম ভেঙে গেলেও খেয়ে নেয়। তারপর হত্যাকারী শিশি আর বাক্সটা পাশে রেখে দেয়। এ পর্যন্ত ঠিক আছে?'

'হ্যাঁ—,' বাণ্ডল বলল। 'কিন্তু—।'

'দাঁড়ান। আর সেই লোকটা তাহলে নিঃসন্দেহে ওই বাড়িতেই সে সময় ছিল। বাইরের কারও পক্ষে এটা সম্ভব নয়।'

'না', বাণ্ডল এবার সঙ্গে সঙ্গে সায় দিল।

'বেশ। তাহলে গণ্ডী ছোট হয়ে আসছে। একটা কথা হল বাড়ির লোকজন সবাই তো আপনাদের বেশ পুরনো, তাই না?'

'হ্যাঁ', বাণ্ডল বলল। 'ভাড়া দেবার সময় সবাই ছিল। প্রধান যারা তারা সবাই আছে, শুধু নতুন দু' একজন ছাড়া।'

'ঠিক, এটাই আমি বলতে চাইছি,' জিমি বাণ্ডলকে বলল। 'আপনাকেই কাজটা করতে হবে। কতজন চাকর বাকর আছে, কে গেছে, নতুন কে কে এসেছে তার একটা হিসাব দরকার।'

'একজন নতুন ফাই ফরমাস খাটার লোক এসেছে, নাম জন।'

'জন আর বাকি নতুনদের সম্বন্ধে খোঁজ নেবেন।'

'কিন্তু চাকরদের মধ্যে কেউ না অতিথিদের কেউ?'

'সেটা কিভাবে সম্ভব বুঝতে পারছি না।'

'ওখানে কারা ছিল?'

'তিনজন মেয়ে ছিল—ন্যান্সী, হেলেন আর শকস -।'

'শকস ডেভেনট্রি? ওকে চিনি।'

'হতে পারে। কথায় কথায় ও সূক্ষ্ম বলে।'

'হ্যাঁ সেই। ওর ওটা মুদ্রাদোষ।'

'এ ছাড়া ছিল, জেরি ওয়েড, আমি, বিল এভারসলে আর রণি। এছাড়া স্যর অসওয়াল্ড আর লেডি কুট তো ছিলেনই। ওহ্, তাছাড়া পঙ্গো ছিল।'

'পঙ্গো কে?'

'আসল নাম বেটম্যান—স্যর কুটের সেক্রেটারী। ঠাণ্ডা ছেলে, তবে বেশ ধীর স্থির। ওর সঙ্গে স্কুলে পড়তাম।'

'এদের মধ্যে সন্দেহ করার মত কাউকেই দেখি না,' লোরেন বলল।

'তাই মনে হচ্ছে,' বাণ্ডল বলল। 'পরিচারকদেরই বাজিয়ে দেখতে হবে। আচ্ছা যে ঘড়িটা জানালা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলা হয় তার এর সঙ্গে কোন সম্পর্ক

থাকতে পারে, মনে হয়?'

'জানালা দিয়ে ঘড়ি ছুঁড়ে ফেলা হয়?' জিমি ব্যাপারটা বোধ হয় প্রথম শুনল।

'এই সঙ্গে ঘটনার কোন সম্পর্ক থাকতে পারে মনে হয় না,' বাণ্ডল বলল। 'কোন অর্থ হয় না।'

'মনে পড়ছে আমার,' জিমি বলে উঠল। 'সাতটা ঘড়ি পরপর সাজানো ছিল আটটা নয়।' ও একটু কেঁপে উঠল। তারপর আবার বলল, 'ক্ষমা করবেন, ঘড়ির কথাটা ভাবলেই কেমন লাগে। অন্ধকার কোন ঘরে ওই রকম ঘড়ি সাজানো থাকলে সে ঘরে ঢুকছি না।'

'অন্ধকারে তো দেখতে পাবেন না? বাণ্ডল বলল। 'যদি না রেডিয়াম বসানো ডায়াল থাকে, তারপরেই ও আচমকা কেঁপে উঠলো, 'ওহ্। দেখতে পাচ্ছেন না—সেভেন ডায়ালস্।'

অন্য দুজন তেমন কথাটা গায়ে মাখল না।

বাণ্ডল মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, 'আমি নিশ্চিত, এটাই হবে। এ কোন কাকতালীয় ব্যাপার নয়।'

জিমি থেসিজার কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল,' ব্যাপারটা অদ্ভুত লাগছে। আপনার কথা ঠিক হতেও পারে।'

বাণ্ডল এবার প্রশ্ন করল, 'ঘড়িগুলো কে কিনেছিল?'

'আমরা সবাই মিলে।'

'কার মাথা থেকে মতলবটা বেরোয়?'

'এখানেও আমরা সবাই ভেবেছিলাম?'

'বাজে কথা, কেউ নিশ্চয়ই এ ব্যাপারটা আগে ভেবেছিল।'

'ব্যাপারটা ওভাবে হয়নি। আমরা আলোচনা করছিলাম কিভাবে জেরি ওয়েডকে ঘুম ভাঙিয়ে তোলা যায়। পঙ্গোই অ্যালার্ম ঘড়ির কথাটা বলে। কেউ কেউ বলে এসব কিনে কোনই লাভ হবে না, আবার একজন, বোধ হয় বিল এভারসলে, বলে এক ডজন কিনলে কেমন হয়। আমরা প্রত্যেকে একটা করে কিনি, বাকি দুটো বাড়তি কেনা হয়েছিল একটা পঙ্গোর জন্য আর অন্যটা লেডি কুটের জন্য। আমরা সবাই রাজী হওয়াতেই মতলবটা কাজে লাগানো হয়েছিল। এ ব্যাপারটা একেবারেই ভেবেচিন্তে করা হয়নি—নিছক ঘটে গেছিল।'

বাণ্ডল চুপ করলেও ব্যাপারটা মেনে নিতে পারল না।

জিমি সমস্ত ঘটনা বেশ গুছিয়ে বলতে চেষ্টা করল।

ও বলে চলল, 'একটা কথা বলা চলে, সেটা হল কতকগুলো ঘটনায় কোন সন্দেহের ব্যাপার জড়িয়ে নেই। এটাতে কোন রকম সন্দেহ নেই একটা অতি গোপন মাফিয়া গোষ্ঠির অস্তিত্ব টের পাওয়া যাচ্ছে। জেরি ওয়েড এদের অস্তিত্ব টের পেয়ে যায়। প্রথমে ও এটা কোন তামাশার ব্যাপার মনে করেছিল। ওর কাছে এটা অসম্ভব কিছু বলেই বোধ হয় মনে হয়েছিল। ও ভাবতেই পারেনি এর সঙ্গে বিপজ্জনক কিছু আছে। পরে এমন কিছু ঘটেছিল যাতে ওর আগের ধারণা বদলে যায় ও মতটাও পালটাতে বাধ্য হয়। আমার মনে হয় ও এই বিষয়ে রনি ডেভেরোকে কিছু বলেছিল। তারপর ওকে তখন পথ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। রণি তখন যতটা জানতে পেরেছিল তাই নিয়েই সে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা চালাতে আরম্ভ করে। দুর্ভাগ্যের বিষয় হল আমাদের এগোতে হবে বাইরের অন্ধকার থেকে। অন্য দুজন যা জানতে পেরেছিল আমরা তা জানিনা।'

'হয়তো এটা আমাদের পক্ষে সুবিধাজনকই হবে', লোরেন ঠাণ্ডা স্বরে বলে উঠল। 'ওরা আমাদের সন্দেহ করতে পারবে না আর তার ফলে আমাদের পথ থেকে সরাতেও চাইবে না।'

'সেটা সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হতে পারলে ভাল লাগত,' জিমি একটু চিন্তিত ভাবে উত্তর দিল। 'তুমি নিশ্চয়ই জানো লোরেন, বেচারি জেরি তোমাকে এ সবেরই বাইরেই রাখতে চেয়েছিল। তুমি কি তাই—।'

'না, আমি তা করতে পারব না,' লোরেন দৃঢ়স্বরে জবাব দিল। 'এ নিয়ে আর আলোচনা করে কোন লাভ নেই। আমার মত পাল্টাবে না। শুধু সময়ের অপব্যয় হবে।'

সময় কথাটা লোরেন উচ্চারণ করতেই জিমির চোখ ঘুরে গেল দেওয়াল ঘড়ির দিকে, সঙ্গে সঙ্গেই ওর মুখ থেকে অস্ফুট বিস্ময়ের শব্দ বেরিয়ে এল। ও উঠে গিয়ে দরজা খুলে ধরল।

'স্টিভেনস।'

'বলুন স্যার।

'ছোট্ট মধ্যাহ্ন ভোজের একটু ব্যবস্থা করা যাবে? মহিলারা আছেন।'

'এর দরকার হবে ভেবেছিলাম, স্যার। মিসেস স্টিভেনস সামন্য একটু ব্যবস্থা করে ফেলেছেন, স্যার।'

'এক চমৎকার মানুষ স্টিভেনস্' জিমি বলে উঠল হাঁফ ছেড়ে। 'একেই

বলে মাথা। ও আবার ডাক যোগে ফরাসী ভাষা শিখছে। মাঝে মাঝে ভাবি এসব করে আমার কোন কাজ বোধ হয় হবে না।'

'বোকামি কোরোনা,' লোরেন বলে উঠল।

ষ্টিভেনস দরজা খুলে চমৎকার মধ্যাহ্ন ভোজের ট্রে হাতে ঢুকল।

প্রথমে ওমলেট আর পাখির মাংস আর খুব হালকা স্যুপ এর পর।

'পুরুষরা যখন একা হয় তখন কি ভাবে এমন সুখী থাকে এবার বোঝা গেল,' লোরেন বিষাদ ভরা গলায় বলল। 'আমরা তাদের যে রকম দেখাশোনা করি তার চেয়ে ওদের আরও ভাল ভাবে দেখার লোক আছে দেখা যাচ্ছে?'

'ওহ্। কথাটা একদম বাজে, জিমি উত্তর দিল।' মোটেও না। কি ভাবেই বা তা হওয়া সম্ভব? মাঝে মাঝে আমার মনে হয়—।'

ওর একটু তোতলামি দেখা দিতে লোরেন লাল হয়ে উঠল।

আচমকা এরই মধ্যে বাণ্ডল 'ধ্যুৎ' বলে চিৎকার করে উঠতে ওরা ছুজনেই চমকে গেল।

'গবেট,' বাণ্ডল বলে উঠল। 'গর্দভ। আমাকেই বলছি। ঠিক ভাবছিলাম, কিছু একটা ভুলে যাচ্ছিলাম।'

'কি?'

'আপনি কডার্সকে তো চেনেন—যার নাম জর্জ লোম্যাক্স?'

'হ্যাঁ, নামটা জানি বটে,' জিমি উত্তর দিল। 'বিল আর রণি, ছুজনের কাছেই শুনেছি '

'যাই হোক। কডার্স সামনের সপ্তাহে তার বাড়িতে একটা ছোট পার্টি দিচ্ছেন—আর এর মধ্যে তিনি সেভেন ডায়ালসের কাছ থেকে একখানা সতর্কবাণী সুদ্ধ চিঠি পেয়েছেন।'

'সেকি?' জিমি সামনে ঝুঁকে পড়ল। 'একথা সত্যি?'

'হ্যাঁ', বিলকুল সত্যি,' বাণ্ডল উত্তরে জানালো। 'তিনি বাবাকে কথাটা বলেছিলেন। এটা কোন ব্যাপার নির্দেশ করছে বুঝেছেন?

জিমি চেয়ারে গা ঢেলে দিল। ও খুব দ্রুত আর সতর্কভাবে চিন্তা করে চলল। শেষ পর্যন্ত কথা বলল ও, একেবারে তীক্ষ্ণ, নির্দিষ্ট সে কথাগুলো।

'ওই পার্টিতে কিছু একটা হতে চলেছে,' ও বলল।

'হ্যাঁ আমিও সেটাই ভাবছি' বাণ্ডল বলল।

'হ্যাঁ, সব যেন খাপে খাপে বসে মিলে যাচ্ছে,' স্বপ্নালু কণ্ঠে বলল জিমি।

ও এবার লোরেনের দিকে ফিরল।

'যখন বিশ্ব যুদ্ধ লাগে তোমার তখন কত বছর বয়স?' ও আচমকা প্রশ্ন করল।

'ন' বছর—না, না আট বছর।'

'জেরির বয়স ছিল কুড়ি প্রায়। ওর বয়সের সবাই যুদ্ধে লড়াই করেছিল, ও কিন্তু করেনি।'

'না,' লোরেন বলল দু এক মিনিট চিন্তা করে। 'না, জেরি সৈনিক হয়নি। কেন তা আমার জানা নেই।'

'কেন আমি বলতে পারি,' জিমি বলল। 'অন্ততঃ বেশ ভাল রকম অনুমান করতে পারি। জেরি ১৯১৪ থেকে ১৯১৮ সাল পর্যন্ত ইংল্যাণ্ডের বাইরে ছিল। কষ্ট করে ব্যাপারটা যাচাই করে দেখেছি। মজার কথা। কেউই প্রায় জানে না সে ওই সময় কোথায় ছিল। আমার মনে হয় জেরি জার্মানীতে ছিল।'

লোরেনের গালদুটো রাঙা হয়ে উঠল কথাটায়। ও জিমির দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালো।

'তুমি বেশ, চালাক দেখছি।'

'ও জার্মান ভাষা বেশ ভালই বলত, তাই না?'

'ও হ্যাঁ। একেবারে জার্মানের মত।'

'আমার মনে হচ্ছে আমি ঠিকই বলেছি। জেরি ওয়েড পররাষ্ট্র দপ্তরে ছিল। ও সেই একই ধরণের হাসিখুশি বোকা বোকা ধরণের ছেলে ছিল—কথাটার জন্য মাপ কোরো। ও এ ব্যাপারে বিল এভারসলে আর রনি ডেভেরোরই মত ছিল। সবটাই ওর বাইরের খোলস। কিন্তু আসলে ভিতরে ছিল একদম অন্য রকম। আমার মতে জেরি ওয়েড ছিল একদম নিখাদ খাঁটি মানুষ। আমাদের গোয়েন্দা দপ্তর বিশ্বের মধ্যে সব সেরা। আমার আরও ধারণা জেরি ওয়েড পররাষ্ট্র দপ্তরে বেশ উঁচু পদেই ছিল। ওর মধ্য দিয়েই সমস্ত কিছুর ব্যাখ্যা মিলে যাচ্ছে। আমার মনে পড়ছে গত সপ্তাহে চিমনিতে থাকার সময় একবার বলেছিলাম জেরি ওয়েডকে যে রকম বোকা বোকা গাধার মত দেখাত ও আসলে মোটেও তা নয়।'

'আপনার কথা যদি সত্যিও হয়, তাহলে কি হবে?' বাণ্ডল কথা বলে উঠল।

'তাহলে বুঝতে হবে আমরা যা ভাবছি ব্যাপারটা তার চেয়ে ঢের বেশী

গুরুতর কিছু। এই সেভেন ডায়লস ব্যাপারটা নিছক কোন অপরাধ সংক্রান্ত কিছু নয়—এটা আন্তর্জাতিক কাণ্ডকারখানা। একটা ব্যাপারে আমি নিশ্চিত, লোম্যাক্সের বাড়ির ওই পার্টিতে নামকরা কেউ একজন নিশ্চিতভাবেই থাকছে।'

বাণ্ডল এক মুখ কোঁচকালো।

ও বলল,' আমি জর্জকে জানি—কিন্তু সে আমাকে পছন্দ করে না। সে কোন গুরু গম্ভীর অনুষ্ঠানে আমাকে কিছুতেই আমন্ত্রণ করবে না। তাহলেও আমি কোন ভাবে যদি একবার—।'

বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে রইল বাণ্ডল।

জিমি এবার বলল, 'আচ্ছা এ ব্যাপারে বিলের সঙ্গে মিলে কিছু করতে পারব আমি? বিল নিশ্চয়ই সেখানে কডার্সের একদম ডান হাত হয়ে হাজির থাকবেই। ও কোনভাবে কায়দা করে আমাকে ওখানে নিয়ে যেতে পারে।'

'না নেবার তো কারণ দেখতে পাচ্ছি না আমি,' বাণ্ডল বলল। 'আপনকে বিলকে এ ব্যাপারে তালিম দিতে হবে কিভাবে কোন কথা বলতে হবে। ও এসব ব্যাপারে একদম আনাড়ী।'

'আপনার ইচ্ছেটা কি করা উচিত?' জিমি সরলভাবেই প্রশ্ন করল।

'ওঃ. খুবই সহজ ব্যাপার। বিল আপনার পরিচয় দেবে একজন তরুণ ধনী যুবক বলে। আপনি রাজনীতি ভালবাসেন আর পার্লামেণ্ট নির্বাচনে দাঁড়াতে চান। জর্জ সঙ্গে সঙ্গেই ফাঁদে পা দেবে। এই সব রাজনৈতিক পার্টিতে কি হয় নিশ্চয়ই জানেন। তারা সব সময় ধনী যুবকদের কব্জা করার ধান্দায় থাকে'। বিল আপনাকে যেমন বড় ধনী বলে পরিচয় করিয়ে দেবে ততই ওদের কব্জা করা সহজ হবে।'

'হুম, ব্যাপারটা অনেকটা অভিনয় করে যাওয়া,' জিমি বলল।

'তাহলে এ ব্যাপারটা এই রকম হবে ঠিক হয়ে গেল। আমি আগামী কাল রাত্রিরে বিলের সঙ্গে ডিনারে যাচ্ছি। ওর কাছ থেকে পার্টিতে কারা কারা অতিথি হিসেবে থাকবেন সেই নামগুলো জোগাড় করব। এটা খুবই কাজে লাগবে।'

'অসুবিধার কথাটা হল,' জিমি বলল, 'আপনি তো আর ওই পার্টিতে থাকছেন না। তবে সবই ভালভাবে কাটবে মনে আশা রাখা যায়।'

'সেখানে আমি যে থাকব না সে ব্যাপারে নিশ্চিত নই,' বাণ্ডল জবাব

দিল। কডার্স আমাকে বিষের মত মারাত্মক মনে করে ঘেন্না করে। তবে পথ অনেক রকম আছে এটাও ঠিক।

বাণ্ডল চিন্তা করতে শুরু করল।

'আর আমার ব্যাপারটা কি রকম?' ভীরু গলায় জানতে চাইল লোরেন।

'এ ব্যাপারে তোমার কোন অংশ নেই,' জিমি বলল। 'বুঝছ না একাজে বাইরের সাহায্য নেয়ার ব্যাপারটা—।'

'কি কাজে?' লোরেন বলল।

জিমি আর কথা না চালিয়ে বাণ্ডলকে দায়িত্ব দেবার জন্য ওর দিকে তাকালো।

ও বলল, 'দেখুন, লোরেনকে এ ব্যাপারের বাইরে রাখতে হবে। কি বলেন আপনি?'

'আমারও মত হল ওর বাইরে থাকা উচিত।'

'পরের বার তুমি থাকবে,' জিমি শান্ত স্বরে বলল।

'যদি পরের বার বলে কিছু না থাকে?' লোরেন বলল।

'সে রকম থাকবে। নিশ্চিতভাবেই বলছি থাকবে।'

'বুঝলাম। তাহলে আমার বাড়ি ফিরে গিয়ে শান্তভাবে অপেক্ষায় থাকতে হবে।'

'ঠিক তাই,' জিমি যেন হাঁফ ছেড়ে বলল। 'জানতাম তুমি ঠিক বুঝবে।

'আসলে তিনজন সেখানে কোন কৌশলে হাজির হলে ওদের সন্দেহ জাগতে পারে,' বাণ্ডল বলল। 'তাছাড়া আপনাকে নিয়ে যাওয়াই হবে কঠিন, বুঝতে পারছেন তো?'

'ও হ্যাঁ', লোরেন উত্তর দিল।

'তাহলে এই কথাই রইল জিমি বলল। 'তুমি কিছু করছ না।'

'আমি কিছুই করছি না,' ভীরু কণ্ঠে জবাব দিল লোরেন।

বাণ্ডল সন্দেহের দৃষ্টিতে লোরেনকে স্বভাবতই লক্ষ্য করল। যে ভাবে ভীরুর মত লোরেন উত্তর দিল তাতে ব্যাপারটা একদম স্বাভাবিক লাগল না ওর। লোরেনও বাণ্ডলের চোখে চোখ রাখল। নীলাভ দ্যুতিভরা দুটো চোখ। সে চোখের দৃষ্টি একেবারেই কাঁপল না, পাতাও পড়ল না। বাণ্ডল পুরোপুরি সন্তুষ্ট হতে পারল না। লোরেনের ব্যবহার ওর কাছে একেবারেই স্বাভাবিক মনে হল না।

॥ দশ ॥

স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে গেল বাণ্ডল

এটা স্পষ্টতঃই বলা চলতে পারে তিনজনের মধ্যে যে কথাবার্তা হয়েছিল তাতে তিনজনের প্রত্যেকেই নিঃসন্দেহে কিছু চেপে রেখেছে। সবাই যে সব কথা বলে না এতো একেবারে প্রবাদবাক্য।

যেমন ধরা যাক লোরেন ওয়েডের কথা। সে যে জিমি থেসিজারের কাছে নিজের উদ্দেশ্যের বিষয় পরিষ্কার করে বলেনি যখন জিমির কাছে ও এসেছিল তা জানা কথা।

ঠিক সেই রকমই জিমি থেসিজার আগামী সেই জর্জ লোম্যাক্সের পার্টির ব্যাপারে যে সমস্ত মতলব তৈরি রেখেছিল তার সবকথা অবশ্যই পরিষ্ফুট করেনি। এমন কি বাণ্ডলের কাছেও না।

আবার সেইরকম বাণ্ডলও এ ব্যাপারে দারুণ একটা গোপন পরিকল্পনা ছকে রেখেছিল যার কণামাত্রও সে প্রকাশ করেনি ওদের কাছে।

জিমি থেসিজারের বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে বাণ্ডল সোজা চলে গেল স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের সদর দপ্তরে। সেখানে পৌঁছে ও সুপারিণ্টেডেণ্ট ব্যাটল-এর সঙ্গে দেখা করতে চাইল।

সুপারিণ্টেডেণ্ট ব্যাটল বেশ ভারিক্কি বিরাট চেহারার পুরুষ। তাঁর কাজ ছিল প্রধানতঃ গোপন রাজনৈতিক কাজকর্ম সম্পর্কে। এই রকমই একটা তদন্তের কাজে বছর চার আগে তিনি একবার চিমনিতে এসেছিলেন। এই মুহূর্তে বাণ্ডল সেই পুরণো ঘটনার জের টেনেই দেখা করতে এসেছিল।

কিছুক্ষণ অপেক্ষার পর তাকে বেশ কয়েকটা বারান্দা পার হয়ে নিয়ে যাওয়া হল সুপারিনটেনডেণ্ট ব্যাটলের ঘরে। বাটল একটু অবিচলিত ভঙ্গীর, কঠিন মুখাবয়ব সম্পন্ন মানুষ। দেখলে তাকে খুবই গোবেচারা সাদাসিধে একজন নাট্যশালার দ্বারোয়ান বলেই মনে হতে পারে, নামী গোয়েন্দাতো কিছুতেই না।

ব্যাটল একটা জানালার সামনে ভাবলেশহীন মুখে কিছু চড়াইপাখির দুষ্টুমি লক্ষ্য করার ফাঁকেই ঘরে ঢুকল বাণ্ডল।

'শুভ সন্ধ্যা, লেডি এইলিন,' তিনি বলে উঠলেন। 'বসবেন না?'

'ধন্যবাদ', বাণ্ডল উত্তর দিল। 'ভয় হচ্ছিল আপনি আমাকে মনে রেখেছেন কি না?'

'আমাকে সব সময়েই সকলকে মনে রাখতে হয়,' ব্যাটল উত্তরে বললেন। 'আমার কাজে এ না করলে চলে না।'

'ওহ!' বাণ্ডল হতাশ হয়ে বলে উঠল।

'এবার বলুন, আপনার জন্য কি করতে পারি।' ব্যাটল বললেন।

বাণ্ডল সরাসরি কাজের কথায় চলে এল।

'আমি শুনেছি আপনাদের স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে লণ্ডন বা তার আশে পাশে যত গোপন সমিতি আছে তাদের তালিকা থাকে।'

'আমরা আপ-টু-ডেট হয়ে থাকার চেষ্টা করি বটে,' সতর্ক ভঙ্গীতে উত্তর দিলেন সুপারিনটেনডেন্ট ব্যাটল।

'আচ্ছা, তাদের মধ্যে অনেকগুলো বিপজ্জনক বলে মনে হয়না, এটা ঠিকতো?' বাণ্ডল প্রশ্ন করল।

'এ ব্যাপারে আমাদের একটা চমৎকার নিয়ম বা পদ্ধতি আছে,' ব্যাটল বললেন। 'যারা যত বেশী কথা বলে তারা তত কম মারাত্মক হয়ে থাকে। পদ্ধতিটা কত চমৎকার ভাবলে অবাক হবেন।'

'আমি শুনেছি আপনারা তাই তাদের কাজেও বাধা সৃষ্টি করেন না।'

মাথা নোয়ালেন ব্যাটল।

'কথাটা ঠিকই। কেউ নিজেদের 'মুক্তির দূত' বলবে আর সপ্তাহে দুবার কোথাও গোপনে বসে রক্তের নদী নিয়ে কথাবার্তা বলবে তাতে আর বাধা কোথায়—এতে তাদের বা আমাদের কারোই কোন ক্ষতি হয় না। তাছাড়া কোথাও কোন রকম গণ্ডগোল দেখা দিলে আমরাও জানি কোথায় তাদের পাওয়া সম্ভব।'

'কিন্তু কখনও কখনও এমনও তো হতে পারে', বাণ্ডল জানতে চাইল, 'যে কোন সমিতি যা তারা চায় তার চেয়েও বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে?'

'খুবই সম্ভব', ব্যাটল বললেন।

'কিন্তু এরকম তো হয়?' বাণ্ডল তবু বলল।

'হ্যাঁ তা হতে পারে বৈকি,' স্বীকার করলেন সুপারিণ্টেডেন্ট ব্যাটল।

দু এক মিনিটের নীরবতা জেগে ওঠার পর বাণ্ডল আবার কথা বলল।

'সুপারিণ্টেডেন্ট ব্যাটল,' বাণ্ডল বলল। 'আপনি এমন একটা তালিকা দিতে পারেন আমাকে সেভেন ডায়ালস্-এ যাদের সদর দপ্তর আছে?'

সুপারিণ্টেডেন্ট ব্যাটল গর্ববোধ করতেন তিনি কখনও আবেগে বশীভূত হতে চান না। বাণ্ডল শপথ নিয়ে বলতে পারে কথাটা শুনেই ব্যাটলের

চোখের পাতা বেশ কয়েকবার ওঠানামা করেছে। তাছাড়া তিনি বেশ চমকিতও হয়েছেন। অবশ্য চকিতের জন্য।

তিনি যখন উত্তর দিলেন তখন আবার সেই আগেকার শুষ্ক কাঠের মত দেখাল তাঁকে।

'সত্যি করে বলতে গেলে, লেডি এইলিন, বর্তমানে সেভেন ডায়ালস্ বলে কোন জায়গা নেই।'

'নেই?'

'না। জায়গাটার বেশির ভাগই ভেঙে ফেলে নতুন করেই তৈরি করা হয়েছে। আগে বেশ খারাপ জায়গাই এটা ছিল, বর্তমানে বেশ পরিচ্ছন্ন আর সম্ভ্রান্ত জায়গা। তবে জায়গাটা একেবারে রোমান্টিক জায়গা বলা যাবে না। আর রহস্যময় কোন সমিতির পীঠস্থান তো কখনই নয়।'

'ওহ।' বাণ্ডল কি বলবে বুঝতে না পেরে বলে ফেললো।

'কিন্তু একটা কথা, লেডি এইলিন, আমার জানার ইচ্ছে এই বিশেষ জায়গাটির কথা আপনার মাথায় ঢুকলো কেন?' ব্যাটল প্রশ্ন করলেন।

বলতেই হবে?

'বললে ঝামেলা কম হবে। তাই না? এতে আমাদের অবস্থানটা বেশ পরিষ্কার হয়ে যাবে।'

বাণ্ডল দুএক মিনিট ইতস্ততঃ করল।

এবার ও বলল,' গতকাল একজন লোককে কেউ গুলি করেছিল। আমার ভয় হচ্ছিল আমি তাকে বুঝি গাড়ি চাপা দিয়েছি।'

'মিঃ রোনাল্ড ডেভেরো কি?'

'আপনি ব্যাপারটা জানেন নিশ্চয়ই। কিন্তু কাগজে কোন কথাই ছাপা হয়নি।

'আপনি কি সত্যিই কথাটা জানতে চান, লেডি এইলিন?'

'খুবই ইচ্ছে আছে,' বাণ্ডল উত্তর দিল।

'বেশ, তাহলে বলছি শুনুন,' ব্যাটল বললেন। 'আমরা চেয়েছিলাম ঘটনাটার কথা চব্বিশ ঘণ্টা চাপা থাকুক। আগামীকালের সব কাগজেই ব্যাপারটা ছাপা হবে।'

'ওঃ।' বাণ্ডল একটু ধাঁধায় পড়ে তাকালো।

ওই কঠিন মুখখানার আড়ালে কি লুকিয়ে রয়েছে? উনি কি রোনাল্ড ডেভেরোর গুলিবিদ্ধ হওয়াটা কোন সাধারণ দৈনন্দিন ঘটনারই অঙ্গ বলে

মনে করেন না কোন অসাধারণ কিছু ?

'তিনি মারা যাওয়ার মুখে সেভেন ডায়ালসের কথাটা উচ্চারণ করেছিলেন.' বাণ্ডল ধীরে ধীরে বলল।

'ধন্যবাদ', ব্যাটল বললেন। 'কথাটা মনে রাখব।'

তিনি তাঁর সামনে রাখা ব্লটিং কাগজে কিছু লিখে নিলেন।

বাণ্ডল এবার অন্য পথ ধরল।

'মিঃ লোম্যাক্স, যতদূর শুনেছি গতকাল আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন একটা ভয়-দেখানো চিঠি নিয়ে কথা বলতে।'

'হ্যাঁ, এসেছিলেন বটে।'

'আর সে চিঠি লিখেছে সেভেন ডায়ালস।'

'চিঠির মাথায় সেভেন ডায়ালস কথাটা লেখা ছিল শুনেছি,' ব্যাটল বললেন।

বাণ্ডলের মনে হল সে বৃথাই একটা শক্ত কাঠের দরজায় মাথা খুঁড়ে মরছে।

'আপনাকে কিছু উপদেশ দিতে চাইছিলাম, লেডি এইলিন,'—ব্যাটল এবার বললেন।

'আপনি কি বলতে চান বোধ হয় জানি আমি', বাণ্ডল বলল 'বাড়ি গিয়ে চুপচাপ থেকে এ ব্যাপারটা ভুলে যেতে হবে। আর সব ব্যাপারটা আপনার হাতেই ছেড়ে দেব এর সঙ্গে।'

'মানে, সুপারিণ্টেডেণ্ট ব্যাটল বললেন, 'আসলে আমরা হলাম পেশাদার।'

'আর আমি হচ্ছি অপেশাদার', বাণ্ডল বলল। 'কথাটা অবশ্য ঠিকই, তবে একটা কথা ভুলে যাচ্ছেন—সেটা হল আমার হয়তো আপনাদের মত জ্ঞান আর দক্ষতা নেই, তবে আপনাদের উপরে একটা ব্যাপারে আমার টেক্কা দেবার পথ আছে। সেটা কি জানেন? আমি আড়ালে থেকে কাজ করতে পারি।'

বাণ্ডলের মনে হল ওর কথাগুলো বোধ হয় সুপারিণ্টেডেণ্ট ব্যাটলের একেবারে মর্মে গেঁথে গেছে। ওর সেই রকমই মনে হল।

'অবশ্য—', বাণ্ডল আবার বলল ; আপনি যদি গোপন রহস্যময় সমিতি-গুলোর ঠিকানা আমাকে না দেন।'

'ওহ।' ব্যাটল বলে উঠলেন। 'আপনি এ তালিকা নিশ্চয়ই পাবেন।'

ব্যাটল উঠে গিয়ে দরজায় মুখ বাড়িয়ে কাউকে কিছু বলে আবার এসে চেয়ারে বসলেন। বাণ্ডল বিনা কারণেই একটু বিহ্বল হয়ে গেল। সুপারিন্টেডেন্ট যে রকম তৎপরতার সঙ্গে ওর অনুরোধ রক্ষা করতে চাইলেন তাতেই বাণ্ডলের মনে সন্দেহ জেগে উঠল। ব্যাটল অবশ্য ওর দিকে প্রশান্ত দৃষ্টিতেই তাকালেন।

'আপনার কি জেরাল্ড ওয়েডের মৃত্যুর ব্যাপারটা মনে পড়ছে?' বাণ্ডল জানতে চাইল আচমকা।

'আপনাদের বাড়িতেই তো, তাই না? ভদ্রলোক বেশি করে ঘুমের ঔষধ খেয়ে ফেলেছিলেন।'

'ওর বোন বলেছে ঘুমোবার জন্য সে কখনই ওষুধ খেত না।'

'আহ।' ব্যাটল বললেন। আপনি হয়তো জানেন না বোনেরা ভাইদের অনেক কিছুই জানে না।'

বাণ্ডল আবার ধাঁধায় পড়ে গেল। ওই ভাবেই ও বসে থাকার ফাঁকে একজন লোক একটা টাইপ করা কাগজ সুপারিন্টেণ্ডেন্টের হাতে দিয়ে গেল।

'এই নিন', ব্যাটল লোকটা চলে যেতে বাণ্ডলকে সেটা দিয়ে বললেন। 'নামগুলো শুনুন, 'ব্লাড ব্রাদার্স অব সেবাস্তিয়ান', দি উলফ হাউণ্ডস, দি কমরেডস অব পীস, দি কমরেডস ক্লাব, দি ফ্রেণ্ডস অব অপ্রেশন, দি চিলড্রেন অব মস্কো, দি রেড স্কটল্যাণ্ড বেয়ারার্স, দি হেরিংস, দি কমরেডস অফদি ফলস্—এমনই আরও অনেক।'

বাণ্ডলকে কাগজটা দেবার সময় ব্যাটলের দুচোখে রহস্য চিকচিক করছিল সেটা বেশ স্পষ্ট।

এবার বুদ্ধিমতীর মতই বাণ্ডল বলল, 'আপনি এটা আমায়, দিচ্ছেন যেহেতু এতে আমার কোন কাজই হবে না। আপনি কি চান সব ব্যাপারটা আপনার হাতেই ছেড়ে দিই?'

'আমি সেটাই চাই', ব্যাটল বললেন।' মানে 'আপনি যদি ওই সব জায়গায় ঢুঁ মারতে শুরু করেন তাহলে আমাদের কাজের খুবই অসুবিধা হবে।'

'অর্থাৎ আমার উপর নজর রাখতে গিয়ে?'

'আপনার উপর নজর রাখতে গিয়ে, লেডি এইলিন।'

উঠে দাঁড়িয়েছিল বাণ্ডল। ও মন স্থির করতে পারছিল না। এতক্ষণ

পর্যন্ত সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ব্যাটলই জিতে এসেছেন। হঠাৎ ওর একটা এমন কথা মনে পড়ল সেটাকেই ও ওর তুরুপের তাস করে নিতে চাইলো।

'সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ব্যাটল', ও বলল, 'আমি একটু আগেই বলেছি অনেক অ-পেশাদার পেশাদারের চেয়ে কোন কোন ক্ষেত্রে সুবিধাজনক অবস্থায় থাকতে পারে। আপনি আমার কথাটায় বাধা দেননি, মেনেই নিয়েছিলেন। এটা করার কারণ আপনি একজন সৎ লোক। আপনি জানতেন আমার কথাটা ঠিক।'

'বলে যান,' ব্যাটল বললেন।

'চিমনিতে সেবার আপনি আমাকে সাহায্য করতে দিয়েছিলেন। এখন সে সাহায্য করতে দেবেন না?'

মনে হল ব্যাটল কথাটা মনে মনে পর্যালোচনা করছেন। তার ভাব দেখে বাণ্ডল আর একটু সাহস পেয়ে গেল।

ও বলে চলল, 'আপনি ভালই জানেন আমি কেমন মেয়ে, সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ব্যাটল। আমি সব ব্যাপারে নাক গলাই। আমি নাকগলানে মেয়ে। আমি আপনার কাজের পথে বাধা হতে চাই না, অথচ অনেক কাজই তা সত্ত্বেও করতে পারি। তাই যদি কোন অ-পেশাদারের পক্ষে কিছু করার থাকে আমায় কাজটা দিন।'

আবার খানিকটা নীরবতা, তারপর শান্তভাবে কথা বললেন সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ব্যাটল।

'এর চেয়ে স্পষ্ট করে আর বলতে পারতেন না, লেডি এইলিন। আমি শুধু আপনাকে একটা কথা বলতে চাই। আপনি যা বলছেন সেটা বিপজ্জনক। বিপজ্জনক যখন বলছি তখন জেনে রাখবেন এটা সত্যিকার তাই।'

'সেটা বুঝতে পেরেছি', বাণ্ডল জবাব দিল। 'আমি মূর্খ নই।'

'না, তা নন, 'সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ব্যাটল বললেন।' 'আপনার মত বুদ্ধিমতী মেয়ে আগে দেখিনি। আমি আপনার জন্য যা করব তা হল এই, লেডি এইলিন। আমি আপনাকে একটা ছোট্ট ইঙ্গিত দেব। আমি নিজে কোনদিনই 'সেফটি ফার্স্ট' কথাটাকে আমলে আনিনি। আমার ধারণা যারা জীবন ধরে যে সব মানুষ বাসে চাপা পড়ার ভয়ে সিঁটিয়ে থাকে, তাদের বাস চাপা পড়ে নিরাপত্তার ব্যাপারটার-ইতি ঘোষণা করাই ভাল। এরা কোনই কাজের নয়।'

সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ব্যাটলের মুখ থেকে, তার মত নীতিনিষ্ঠ একজন পুলিশ অফিসারের কাছ থেকে এ ধরণের মন্তব্য শুনে বাগুল বেশ হতবাক হয়ে গেল।

'আপনি আমাকে যে ইঙ্গিত দিতে চাইছিলেন সেটা কি?' বাণ্ডল প্রশ্ন করল?

'আপনি তো মিঃ এভারসলেকে চেনেন? তাই না?'

"বিলকে চিনি কি না? ও হ্যাঁ, নিশ্চয়ই চিনি। কিন্তু কি ব্যাপারে—?'

"আমার মনে হয় বিল এভারস্‌লে আপনি যে সেভেন ডায়ালস্ সম্বন্ধে জানতে চাইছিলেন সে সম্পর্কে সে আপনাকে অনেক কথা বলতে পারবে।'

"বিল জানে? বিল—।'

'আমি সে কথা বলিনি। একেবারেই না। কিন্তু আমি মনে করি আপনার মত এ রকম বুদ্ধিমতী মহিলা যা জানতে চান ওর কাছ থেকেই জেনে নিতে পারবেন। কিন্তু আর নয়, ব্যাটল বললেন, এ নিয়ে আমি আর কোন কিছুই বলব না।'

॥ এগারো ॥

বিলের সঙ্গে ডিনার

পরদিন সন্ধ্যায় বাণ্ডল ওর দেয়া কথা মত বিলের সঙ্গে ডিনার খেতে যাওয়ার কথা রাখার জন্য রওনা হল।

ওকে দেখে বিল আনন্দে ডগমগ হয়ে উঠল।

'বিল সত্যিই বেশ ভাল ছেলে,' মনে মনে ভাবল বাণ্ডল। 'মালিককে দেখে মত্ত যে কুকুর আনন্দে যেভাবে ল্যাজ নাড়তে চেয়ে মনের খুশি প্রকাশ করে অনেকটা তাই।

মত্ত সেই কুকুর এবার নানা রকম ভঙ্গী প্রকাশ করে মনের খুশি প্রকাশ করতে শুরু করল।

'তোমায় দারুণ তাজা দেখাচ্ছে, বাণ্ডল। তোমাকে বলে বোঝাতে পারছি না তোমাকে দেখে কি খুশি হয়েছি। ঝিনুকের তরকারীর হুকুম দিয়েছি—ঝিনুক ভালবাসোতো? তারপর খবর কি? এতদিন বিদেশে কি করছিলে? খুবই আনন্দ করেছ নিশ্চয়ই?'

'না, বিচ্ছিরি,' বাণ্ডল উত্তর দিল। 'যাচ্ছেতাই। যত বুড়ো কর্ণেল

রোদ্দুরে ঘোরাঘুরি করছিলো। অসহ্য রকম ব্যাপার বলতে পারো।'

'ইংল্যাণ্ডকে বাদ দিলে আমার পছন্দ হল সুইজারল্যাণ্ড,' বিল উত্তর দিল। 'এবার বড়দিনের সময় সেখানেই যাব ভাবছি। আসবে নাকি তুমিও?'

'সে ভাবা যাবে এখন,' বাগুল উত্তর দিল। 'কিছুদিন ধরে কি কাজ করছিলে, বিল?'

যেন খুব অসতর্কভাবে করা একটা প্রশ্ন। খুব নরম করেই বাগুল কথার মধ্যেই প্রশ্নটা করেছে এরকমই বোঝাতে চেষ্টা করল। বিল বোধ হয় কথা বলার এমন একটা সযোগই খুঁজছিল।

'আরে সেই কথাটাই তোমায় বলার চেষ্টা করছিলাম,' বিল বলে উঠল। 'তোমার বেশ বুদ্ধি আছে, বাগুল। আমি তাই তোমার পরামর্শ চাই। তুমি সেই গীতিনাট্যর কথাটা তো জানো সেই 'কালো চোখের তারা?'

'হ্যাঁ।'

'ওই গীতিনাট্য নিয়েই একটা যাচ্ছেতাই ব্যাপারের কথাই বলতে চাইছি। হা ভগবান। নাটকের দর্শকদের কথাই ধরো। এর উপর জুটেছে এক ইয়াঙ্কি মেয়ে—অদ্ভুত —।'

বাগুল একটু দমে গেল। বিলের বান্ধবীদের বায়নার ব্যাপারটা নানা রকম। তাদের সংখ্যাও অফুরন্ত।

'মেয়েটার নাম জানো, সেণ্ট মাউর—।'

'কি ভাবে এরকম নামটা পেল তাই ভাবছি,' বাগুল শ্লেষের সঙ্গে বলে উঠল।

বিল অবশ্য সরল উত্তর দিল।

ও বলল, 'ও সেটা হচ্ছে হু চরিতাভিধান থেকে পেয়েছে। বইটার একটা পাতা খুলে সেখানে চোখ বুঁজে ও হাত রেখেছে সেই নামই বেছে নিয়েছিল। অদ্ভুত তাই না? ওর আসল নাম হল গোল্ডস্মিথ বা আব্রোমিয়ার—অবাস্তব ব্যাপার।'

'তা ঠিকই তো,' বাগুল স্বীকার করল।

'তবে বেক সেণ্ট মাউর কিন্তু বেশ চালু মেয়ে,' বিল গদগদ স্বরে বলল। 'বেশ মাংসপেশীও আছে শরীরে। আট জন মেয়ের মধ্যে—,

এবার বাধা দিল বাগুল। 'বিল, আমি গতকাল জিমি থেসিজারের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম।'

'বুড়ো জিমি বড় ভাল,' বিল বলল। 'হ্যাঁ, তারপর শোন যা বলছিলাম। বেব বেশ চালু। আজকাল না হয়ে উপায়ও নেই। নাট্যকে লোকদের কব্জা করতে গেলে এটা চাই-ই। বেবের মতই ওই রকম, বেঁচে থাকতে গেলে এটা দরকার। যা বলছিলাম, কি রকম চমৎকার মেয়ে শোন। তাছাড়া কি দারুণ অভিনয় করে। তবে কালো চোখের তারায় ওর পার্ট বেশ ছোটই ছিল। কতবার ওকে বলেছি বড় কোন মঞ্চে অভিনয় করতে তা বেব হাসে এ কথা শুনে।'

'জিমির সঙ্গে তোমার দেখা হয়? বাগুল প্রশ্ন করল।

'আজই সকালে দেখা হয়েছে। দাঁড়াও, কি বলছিলাম যেন। ও হ্যাঁ, মনে পড়েছে। বেবকে যেমন সুন্দরী দেখতে, তেমনই গুণী ও। অন্য মেয়েরা তাই ঈর্ষায় জ্বলে পুড়ে মরে। একজন তো ওর পিছনে - ।'

বাগুল হতাশ ভাবে বিলের কথাস্রোতে কান পাততে বাধ্য হয়ে বেব সেন্ট মাউরের 'কালো চোখের তারা, নাটকের অভিনয় থেকে সরে দাঁড়ানোর কাহিনী শুনতে বাধ্য হল। বেশ সময়ই এতে লাগল।

বিলের কাহিনী শেষ হতে বাগুল বলল, 'ঠিকই বলেছ, বিল এই হিংসের ব্যাপারটা সব জায়গায় আছে।'

'যা বলেছ। থিয়েটারের দুনিয়ায় এটা আবার বড্ড বেশি।'

'নিশ্চয়ই তাই। আচ্ছা বিল, জিমি কি আগামী সপ্তাহে অ্যাবীতে আমার কথা কিছু বলেছিল?

বিল এই প্রথম বাগুলের কথায় কান দিল।

'ও, কডার্সকে যা বলতে হবে সে রকম এক গাদা কি সব বলে গেল। রক্ষণশীলদের পক্ষে দাঁড়ানোর ব্যাপারে কথা। কিন্তু, বাগুল, ব্যাপারটা খুবই ঝুঁকির।'

'হুঁ,' বাগুল বলল।

'ব্যাপারটা বড় গুরুতর হবে জিমির পক্ষে। ভেবে দেখ, কডার্স কি রকম কাজ পাগল মানুষ। সেক্ষেত্রে জিমি তো একেবারে হাবুডুবু খেয়ে ডুববে শেষ পর্যন্ত —।'

'এটুকু ঝুঁকি নিতেই হবে,' বাগুল বলল। 'জিমি নিজের দায়িত্ব ঠিক নিতে পারার ক্ষমতা রাখে।'

'কডার্সকে তুমি চেনো না,' বিল তবু বলল।

'পার্টিতে কে কে আসছে, বিল। বিশেষ কিছু আছে নাকি?'

'সাধারণ সব মানুষ। তবে মিসেস মাকার্টা থাকছেন।'

'উনি পার্লামেন্টের সদস্য?'

'হ্যাঁ, তিনিই। সব সময় নানা কাজের কিলিবিল্লি, জনকল্যাণ, শিশু রক্ষা সমিতি। বেচারি জিমিকে নেহাত ঝামেলায় পড়তে হবে।'

জিমির কথা থাক। অন্যদের কথা বল,' বাণ্ডল বলল।

'আর থাকছেন সেই হাঙ্গারীয়, তরুণ হাঙ্গারীয়। উচ্চারণ করা যায় না সেই কোন একজন কাউন্টেস। ভাল বলে শুনেছি।'

বিল একটু ইতস্তত: করতেই বাণ্ডল মনে মনে হাসল মেয়েদের ব্যাপারে বিল বেশ আশ্চর্য রকম সংবেদনশীল।

বাণ্ডল বলল, 'বেশ সুন্দরী মহিলাটি?'

'ওহ্, তা বলতে পারো।'

'জর্জ যে সুন্দরী মহিলাদের নিয়ে মাথা ঘামায় তা জানা ছিল না।'

'না না তা করেন না তিনি,' জিম বলে উঠল। 'মহিলা বুদাপেস্তে শিশুদের সম্বন্ধে কি সব করেন শুনেছি। মিসেস মাকার্টা আর তিনি ওটা এক সঙ্গে চালান বলেই শুনলাম।'

'আর কে আসছে?'

'স্যর স্ট্যানলী ডিগবি -।'

'মানে বিমান পরিবহণ মন্ত্রী?'

'হ্যাঁ, তিনি আর তাঁর সেক্রেটারী টেরেন্স ও'রুরকে। খুব অল্প বয়স লোকটার। খুব ভাল পাইলট বলে শোনা যায়। এ ছাড়া আছেন একজন বিরক্ত জার্মাণ, হের এবারহার্ড। ভদ্রলোককে আমার জানা নেই তবে তাকে নিয়ে নানা রকম গুজগুজ ফুসফুস জেগেছে। ভদ্রলোককে বার দুয়েক লাঞ্চে নিয়ে যাওয়ার হুকুম পেয়েছিলাম আমি। ব্যাপারটা একেবারেই তামাশার হয় নি, বাণ্ডল, লোকটা দূতাবাসের লোকেদের মত একেবারেই নয়। ভদ্রতার লেশ মাত্র নেই লোকটার। মজার কথা শোন, সে ঝোল চেটে খায় আর কড়াই শুঁটি খায় ছুড়ি দিয়ে কেটে। শুধু কি তাই, লোকটা সারাক্ষণ নিজের হাতের আঙুলের নখ কামড়ায়।'

'কুৎসিত,' বাণ্ডল বলল।

'ঠিক বলেছি না? লোকটার মাথায় নানা রকম মতলবও গজায়। ও হ্যাঁ, এর সঙ্গে আবার থাকবেন স্যর অসওয়াল্ড কুট।

'লেডি কুট আসবেন না?'

'হ্যাঁ, খুব সম্ভব তিনিও আসছেন।'

বাগুল যা শুনল সে সম্পর্কে বেশ কিছুক্ষণ চিন্তায় ডুবে রইল। অতিথিরা বেশ চিত্তাকর্ষক সন্দেহ নেই। কিন্তু ওর এখন ভাবার মত সময় ছিল না। ও তাই আবার বিলকে নিয়ে পড়ল।

'বিল,' ও বলল, 'ওই সেভেন ডায়ালসের ব্যাপারটা কি?'

বিল বেশ অপ্রতিভ হয়ে পড়ল হঠাৎ। ও বাগুলের চোখের দৃষ্টি এড়িয়ে যেতে চাইল।

'কি বলছ বুঝতে পারছি না,' বিল বলল।

'বাজে কথা রাখো,' বাগুল বলল। 'আমি শুনেছি এ ব্যাপারে তুমি সব জানো।'

'কি সম্পর্কে?'

বিল যে এড়িয়ে চলতে চায় বুঝল বাগুল। সবটাই ওর ভান।

বাগুল তাই বলল, 'এত গোপনীয়তার কি আছে এতে বুঝতে পারছি না।'

'কই, গোপনীয়তার কিছু তো নেই,' বিল উত্তর দিল। 'আজকাল কেউই ওখানে যায় না। মাঝখানে হুজুগ উঠেছিল একটু।'

মনে হচ্ছে ব্যাপারটা গোলমেলে।

'লোকে দূরে থাকলে এই রকমই বোধ হয় ভাবে.' বিষাদভরা গলায় বলল বাগুল।

'না, না, তুমি খুব বেশি কিছু যে হারিয়েছ বলব না,' বিল সান্ত্বনা জানিয়ে বলল। 'ও জায়গাটা এমন কিছু নয়। এক, খাবার হিসেবে পাওয়া যেত ভাজা মাছ। বেশিদিন ভালও লাগত না।'

'জায়গাটা কি?' বাগুল জানতে চাইল।

একটু ধাঁধায় পড়ে বিল বলল, 'তুমি সেভেন ডায়ালসের সম্বন্ধে জানতে চাইছিলে না? তার কথাই তো বললাম।'

'ওর যে এই নাম জানতাম না।' বাগুল বলল।

'টটেনহ্যাম কোর্ট রোডের দিকে একটা নোংরা এলাকা। বর্তমানে পুরনো সব কিছু ভেঙে নতুন করে বানানো হয়েছে। তবে সেভেন ডায়ালস ক্লাবটা কিন্তু সেই পুরনো ঐতিহ্য বজায় রেখে চলেছে। ভাজা মাছ আর আলু ভাজা। অতি সাধারণ। ইষ্ট এণ্ডের কায়দা বলা যায়। তবে কোন অনুষ্ঠান দেখে আসার পর বেশ কাজ দেয়।'

'এটা একটা নাইট ক্লাব, বোধ হয়?' বাগুল বলল। 'নাচতে পারা যায়?'

'ঠিক বলেছ। নানা ধরণের মানুষ আসে এখানে। বড়লোকি কোন কিছুর চিহ্ন নেই। কিছু শিল্পী আসে। আর আমাদের মত নানারকম মানুষ। কতরকম মজার আলোচনাও চলে। তবে আসলে ফাঁকতালে কিছু সস্তায় সময় কাটিয়ে যাওয়ার ধান্দা।'

'চমৎকার,' বাগুল বলল। 'আমরা আজ রাত্তিরে ওখানেই যাব।'

'ওঃ! না না, সেটা করা ঠিক হবে না,' বিল বলে উঠল। ওর অসহায়ভাবটা আবার ফিরে এল। 'বললাম না ওখানে কেউই আজকাল যায় না; সেদিন আর নেই।'

'তবুও আমরা আজ যাচ্ছি।'

'তোমার এ রকম জায়গাটা ভাল লাগবে না বাগুল। সত্যি বলছি'

'লাগুক না লাগুক আজ রাত্তিরে আমাকে ওই সেভেন ডায়ালসে তুমি নিয়েযাচ্ছ, কথাটা মনে রেখ' বিল। আমি এটাও জানতে চাই ওখানে যেতে তোমারই এত আপত্তি কেন?'

'আমি? আমার আপত্তি?'

'সেটাইতো পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি। তা গোপন রহস্যটা কি একটু জানতে পারি?'

'গোপনীয় রহস্য?'

'এক কথা বারবার বোলনা। এড়িয়ে যাওয়ার জন্যই বোধহয় এভাবে কথা বলছ,' বাগুল বলল।

'এড়িয়ে যাওয়ার কিছু নেই। এটা শুধু—।'

'বলে যাও।'

'সে অনেক কথা—মানে, আমি একবার রাত্তিরে বেব সেণ্ট মাউরকে ওখানে নিয়ে গিয়েছিলাম—।'

'আবার সেই বেব সেণ্ট মাউর?' হতাশভাবে বলে ফেলল বাগুল।

'নয় কেন?'

'ওর কথা বুঝতে পারিনি,' হাই তুলল বাগুল।

'শোন যা বলছিলাম,' বিল শুরু করল। 'ওকে তো নিয়ে গেলাম সেখানে। বেব গলদা চিংড়ি খাওয়ার বায়না ধরল। গোপনে একটা গলদা চিংড়ি নিয়ে গিয়েছিলাম। টানাটানিতে সেটা বেরিয়ে পড়ল।'

গল্প বলতেই থাকল বিল। একজনের সঙ্গে ধাক্কাধাক্কিতেই সেটা বেরিয়ে পড়েছিল, ইত্যাদি।

বাগুল অনেকক্ষণ পরে বলে উঠল, 'বুঝলাম। একটু ঝগড়া হয়।'

'হবেই তো, আমার নগদ পয়সায় মাছটা কেনা। আমার অধিকার ছিল—।'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে, ও কথা যাক', বাগুল বলল। 'ওসব কথাতো পুরণো হয়ে গেছে আর 'গলদা চিংড়িতে আমারও লোভ নেই। অতএব ওখানেই চল।'

'পুলিশ হানা দিতে পারে,' বিল বলে উঠল। 'উপরের একটা কামরাতে আবার ব্যাকারাট খেলার ব্যবস্থা আছে শুনেছি।'

'তাহলে বাবা এসে আমাদের জামিন দিয়ে ছাড়িয়ে নেবে। অতএব ঘাবড়াবার কিছু নেই, বিল।'

বিল তবুও আপত্তি জানাতে থাকল, কিন্তু বাগুলের একগুঁয়েমিতে বাধ্য হল মত দিতে। একটু পরেই দুজনকে দেখা গেল ট্যাক্সিতে নির্দিষ্ট জায়গার দিকে রওয়ানা হতে।

ওরা যখন সেখানে পৌঁছল, বাগুল জায়গাটা যে রকম হবে মনে ভেবে রেখেছিল অবিকল তাই। উঁচু একখানা বাড়িতে, ১৪নং হান্সষ্ট্যানটন ষ্ট্রীটে জায়গাটা। নম্বরটা লিখে রাখল বাগুল।

খুব আশ্চর্য লাগল বাগুলের যখন অস্পষ্ট পরিচিত একজন লোক দরজা খুলল। বাগুলের মনে হল ওকে দেখে লোকটা একটু চমকে গেল, কিন্তু বিলকে লক্ষ্য করে ওর মধ্যে বেশ সম্মান দেখানো শ্রদ্ধার চিহ্ন ফুটল। বেশ লম্বা চেহারা লোকটার, ফর্সা রঙ, একটু ছটফটে দৃষ্টি। বাগুল একটু ধাঁধায় পড়ে ভাবল কোথায় দেখেছে যেন লোকটাকে।

বিল ততক্ষণে ওর আগেকার আমুদে ভাবটা ফিরে পেয়েছিল, তাই বেশ চনমনে হয়েও উঠল সে।

ওরা ঘরের মধ্যে নাচতে লাগল, ঘরখানা ধোঁয়ায় ভর্তি। এমন ধোঁয়া যে সব কিছুই নীলচে দেখাচ্ছিল। মাছভাজার গন্ধটাও একেবারে অসহ্য।

দেয়ালগুলোয় কাঠকয়লায় আঁকা নানা ছবি। তারিফ করতে হয় ওগুলোর কিছু কিছুকে। নানা রকম মানুষ চারপাশে ছড়িয়ে রয়েছে। বেশ ফিটফাট কিছু বিদেশী, ইহুদী। বেশ সপ্রতিভ মহিলারও অভাব ছিল না। তাদের কেউ কেউ যে পৃথিবীর সবচেয়ে প্রাচীন জীবিকার বাগুলের বুঝে নিতে দেরী হল না।

বিল একটু পরেই বাগুলকে দোতলায় নিয়ে গেল। সেখানে সেই তীব্র

দৃষ্টির লোকটাই ঘর পাহারা দিচ্ছিল। ঘরটায় যারা জুয়া খেলার জন্য ঢুকছিল যেত্তাদের একে একে দেখেই ছাড়ছিল। আচমকাই বাগুলের স্মৃতি পথে লোকটার পরিচয় ভেসে উঠল।

'আরে এতো অ্যালফ্রেড,' ও বলে উঠল। 'কি বোকা আমি, চিনতেই পারিনি, এ তো চিমনিতে ফুটম্যানের কাজ করেছিল কিছুদিন। কেমন আছো, অ্যালফ্রেড।'

'খুব ভাল, মাদামোয়াজেল।'

'তুমি চিমনির চাকরি কবে ছাড়লে? আমরা ফিরে আসার আগে?'

'প্রায় একমাস আগে, মাই লেডি। একটা ভাল চাকরি পেয়ে ছাড়া ঠিক হবে না ভেবেই নিয়ে নিলাম।'

'এখানে তাহলে ভালই মাইনে পাও?' বাগুল প্রশ্ন করল।

'খুবই ভাল', মাই লেডি।'

বাগুল এবার ঘরটাতে ঢুকল। এ ঘরে ঢুকলেই ক্লাবটার আসল জীবনের সঙ্গে পরিচিত হতে দেরী হয়না। জুয়ায় বাজী ধরার ব্যাপারটা বেশ মোটা রকমের লক্ষ্য করল বাগুল। টেবিলের চারপাশে যারা জমায়েত হয়েছিল তাদেব সত্যিকার জাত চিনে নিতেও অসুবিধা হয় না। বাজপাখির মত দৃষ্টি ঝুলে পড়া মুখ। সারা দেহে জুয়ার রক্ত বইছে।

ও আর বিল প্রায় আধঘণ্টা ঘরটায় রইল। একটু পরেই বিল অধৈর্য হয়ে পড়ল।

ও বলে উঠল 'চল, এ জায়গা থেকে গিয়ে একটু নাচা যাক।' বাগুলও রাজী হল' এখানে আর দেখার কিছু ছিল না। ওরা আবার নিচে নেমে এল। ওরা আরও কিছুক্ষণ নাচল। খাওয়াও হল সেই ভাজা মাছ, আলু ভাজা। তারপর বাগুল বাড়ি ফেরার কথা বলল।

'কিন্তু রাত তো বেশি হয়নি?' অবাক হয়ে বলল বিল।

'তা না হোক, আমার কাল অনেক কাজ আছে,' বাগুল বলল।

'এবার কি করবে?'

'সেটা অনেক কিছুর উপরই নির্ভরশীল', রহস্যময়ীর ভঙ্গীতে বলল বাগুল। 'তবে তোমায় একটা কথা বলতে পারি বিল, আমার পায়ের নিচে কিন্তু ঘাস গজাতে দিচ্ছি না।'

'তা কোনদিনই গজায় নি,' বিল এভারসলে উত্তরে বলল।

॥ বারো ॥

চিমনিতে খোঁজ খবর

বাণ্ডল ওর মেজাজ আর চরিত্র ওর বাবার কাছ থেকে যে পায়নি সেটা ঠিক। ভদ্রলোকের চরিত্র ওর একেবারে উল্টো। তিনি ঠাণ্ডা মেজাজের একটু আলসে ধরণের মানুষ। বিল যে মন্তব্য করেছিল সেটা সম্পূর্ণ ঠিক। বাণ্ডলের পায়ের নিচে ঘাস গজায় না। বিলের সঙ্গে ডিনার খেয়ে আসার পরদিন বাণ্ডল বেশ তরতাজা হয়ে জেগে উঠল। তিনটে কাজের মতলব ছিল ওর। সবই এইদিন করার কথা ওর। বাণ্ডল শুধু সময় নিয়ে ভাবতে লাগল। সময় সত্যিই বড় কম হাতে।

সৌভাগ্যের কথাটা হল, জেরি ওয়েড, রণি ডেভেরো আর জিম থেসিজারের মত দোষ ওর নেই. ও বেশ ভোরেই ঘুম থেকে উঠতে অভ্যস্ত। স্যর অসওয়াল্ড কুটও সকালে ওঠার ব্যাপারে ওর উপব কোন রাগ করতে পারতেন না তা ঠিক। সাড়ে আটটায় প্রাতরাশ শেষ করে বাণ্ডল হিসপানোয়ে চড়ে চিমনির দিকে রওয়ানা হল।

ওর বাবা ওকে দেখে বেশ খুশি তা বলাই বাহুল্য।

'কখন যে হাজির হবি বুঝতেই পারি না,' তিনি বললেন। 'অন্ততঃ এসে যখন পড়িস আমাকে আর টেলিফোনের কাজটা করতে হয় না যা ঘেন্না করি। কর্ণেল মেলরোজ ইনকোয়েস্টের জন্য গতকাল এসেছিলেন।'

'রণি ডেভেরোর ইনকোয়েস্টের কথা বলছ? কবে হবে সেটা?'

'আগামীকাল বেলা বারোটায়। মেলরোজ তোকে নিতে আসবে। মৃতদেহ আবিষ্কার করেছিস বলে তোকে সনাক্ত করতে হবে। মেলরোজ বলেছে ভয় পাবার কিছু নেই।'

'ভয় পাব কেন?'

'মানে', লর্ড কেটারহ্যাম বললেন, 'মেলরোজ আসলে একটু সেকেলে ধরণের তাই।'

'বারোটা', বাণ্ডল বলে উঠল, 'ঠিক আছে তখন তৈরি থাকবো। যদি না বেঁচে থাকি।'

'বেঁচে না থাকার মত কিছু আশঙ্কা করছিস নাকি?'

'কেউ কি বলতে পারে?' বাণ্ডল বলল। 'আজকালকার জীবন যন্ত্রণা

বড় ভবণী। কাগজ টাগজে এই রকমই তো লেখে।'

'একটা কথা মনে পড়ল। জর্জ লোম্যাক্স আমাকে আগামী সপ্তাহে প্যারীতে যাওয়ার কথা বলছিল। আমি যাব না বলে দিলাম।'

'ভালই করেছ,' বাণ্ডল বলল।' 'কোন উদ্ভট ব্যাপারে তোমার জড়িয়ে না পড়াই ভাল।'

'কেন ওখানে কোন উদ্ভট ব্যাপার ঘটার সম্ভাবনা আছে নাকি?' লর্ড কেটারহ্যামের আগ্রহ আচমকা জেগে উঠল।

'ওই যে ভয় দেখানো চিঠি এসেছে বলছিলে,' বাণ্ডল বলল।

'খুব সম্ভব জর্জ বোধ হয় খুন হতে যাচ্ছে,' লর্ক কেটারহ্যাম বেশ আশা ভরা গলায় বলে উঠলেন।' 'তাহলে কি বলিস, বাণ্ডল, আমার যাওয়া উচিত?'

'তোমার ওই রক্ত দেখার নেশা ছেড়ে বাড়িতে আরাম করো,' বুঝলে, বাণ্ডল বলল। 'আমি মিসেস হাওয়েলের সঙ্গে কথা বলব।' মিসেস হাওয়েলই হলেন চিমনির আসল গৃহকর্ত্রী। লেডি কুটের মনে তিনি ভয় লাগিয়ে দিয়েছিলেন তিনি যখন এ বাড়িতে কিছুকাল আগে ছিলেন। বাণ্ডল অবশ্য তাকে ভয় করে না। আসলে বাণ্ডল যখন ফ্রক পরে বাড়িতে ছুটোছুটি করত তিনি তখন থেকেই চিমনিতে আছেন। লর্ড উপাধি তখনও পাননি কেটারহ্যাম।

বাণ্ডল তাকে দেখেই বলল, 'হাউলি, এক কাপ টাটকা কোকো খেয়ে বাড়ির সব কথা শুনব।'

মিসেস হাওয়েলের কাছ থেকে বাণ্ডল যা যা জানতে চাইছিল বেশ অল্প আয়াসেই তা জানতে পারল।

ও মিসেস হাওয়েলের কাছ থেকে বাড়ির চাকরবাকর, ইত্যাদির বেশ চিত্তাকর্ষক কাহিনী শুনে গেল। দুজন নতুন রান্নাঘরের কাজ জানা মেয়ে— দুজনেই গ্রামের মেয়ে, অতএব ভাবনার বিশেষ সুযোগ নেই। তৃতীয় একজন হল প্রধানা পরিচারিকার ভাইঝি। এতেও সন্দেহের কিছু নেই।

লেডি কুটকে যে বেশ বেগ দিয়েছেন মিসেস হাওয়েল বাণ্ডল ভাল করেই বুঝল যখন মিসেস হাওয়েল বললেন, 'চিমনিতে এমন সব অপরিচিত মানুষ এসে কর্তৃত্ব ফলাবে ভাবতেই পারিনি, মিস বাণ্ডল।'

'সময় বদলাচ্ছে, হাউলি,' বাণ্ডল উত্তর দিল। 'বাড়িটা যদি ভেঙে আধুনিক সব ফ্ল্যাট বানিয়ে ফেলা হয় সেটা কেমন লাগবে একবার ভাবো তো?'

মিসেস হাওয়েল দৃশ্যটা মনে মনে কল্পনা করতেই যেন কেঁপে উঠলেন।
'আমি স্যর অসওয়াল্ড কুটকে কখনও দেখিনি,' বাণ্ডল এবার বলে উঠল।
'স্যর অসওয়াল্ড বেশ চালাক ভদ্রলোক,' মিসেস হাওয়েল উত্তর দিলেন।
বাণ্ডল বুঝল স্যার অসওয়াল্ডকে বাড়ির কাজের লোকেরা একেবারেই পছন্দ করেনি।
মিসেস হাওয়েল বলে গেলেন, 'অবশ্য কাজকর্ম দেখা শোনা করতেন মিঃ বেটম্যান। খুবই কাজের লোক তিনি। কোন কাজ কি রকম ভাবে করা উচিত খুব ভাল জানেন।'
বাণ্ডল এবার কৌশলে জেরাল্ড ওয়েডের মৃত্যুর ব্যাপার টেনে আনল। মিসেস হাওয়েল এ বিষয়ে কথা বলার জন্য হাঁকপাঁক করছিলেন। বেচারি জেরির জন্য তিনি নানারকম সহানুভূতি সূচক অব্যয় উচ্চারণ করে চলেছিলেন। বাণ্ডল অবশ্য নতুন কিছু আবিষ্কার করতে পারল না। ও এরপর মিসেস হাওয়েলকে বিদায় দিয়ে নিচে নেমে এসে ট্রেডওয়েলকে ডেকে পাঠাল।
'ট্রেডওয়েল, আর্থার কখন চলে গিয়েছিল মনে আছে?' বাণ্ডল বলল।
'প্রায় একমাস আগে, মাই লেডি।'
,ও চলে গেল কেন?'
'ও নিজের ইচ্ছেতেই চলে যায়। আমার ধারণা ও লণ্ডনে গেছে। কাজ ও খারাপ করত না, মাই লেডি, অবশ্য নতুন যে এসেছে, জন সেও ভাল কাজ করছে। ও বেশ মনদিয়েই নিজের কাজকর্ম করে।'
'ও কোথা থেকে এসেছে?'
'ও চমৎকার প্রশংসাপত্র এনেছিল, মাই লেডি। ও ঠিক এর আগে লর্ড মাউন্ট ভারননের কাছে কাজ করত।'
'তাই নাকি?' আনমনে উত্তর দিল বাণ্ডল।
ওর মনে পড়ল লর্ড মাউন্ট ভারনন বেশ কিছুকাল দক্ষিণ আফ্রিকায় শিকার করতে গেছেন।
'লোকটার পদবী কি?' বাণ্ডল প্রশ্ন করল।
'বাওয়ার, মাই লেডি।'
বাণ্ডল আপন মনে চিন্তা করতে আরম্ভ করতে ট্রেডওয়েল আস্তে আস্তে ঘর ছেড়ে চলে গেল।
ইতিমধ্যে জন ঘরে ঢুকল। বাণ্ডল চিন্তা করতে করতেই জনকে লক্ষ্য

করল। বাইরে থেকে জনকে একজন পাকা চাকর বলেই ধরে নেয়া যায়, কায়দাকানুনে রপ্ত একটু সৈনিকের মত ভাব। শুধু ওর মাথার পিছন দিকটা কেমন যেন অদ্ভুত।

বাওল ভেবেই চলল। আশ্চর্য হওয়ার মত অবশ্য তেমন কিছু এক্ষেত্রে ছিলনা। একখণ্ড ব্লটিং কাগজে বাওল বারবার বাওয়ার নামের বানান লিখে চলেছিল।

আচমকা কিছু একটা মনে হতেই ওর দৃষ্টিটা ব্লটিংএ আটকে গেল। সঙ্গে সঙ্গে ও আবার ট্রেডওয়েলকে ডেকে পাঠালো।

ট্রেডওয়েল আসতেই ও বলল 'ট্রেডওয়েল, বাওয়ার বানানটা কি রকম?'

'বি-এ-ইউ-ই-আর, মাই লেডি।'

'এটা তো ইংরাজী নাম নয়।'

'খুব সম্ভব সুইশ, মাই লেডি।'

'ও, ঠিক আছে, তুমি যেতে পারো।'

সুইশ না ছাই? এটা জার্মান নাম । ওইরকম মাথার চেহারা। আর জেরি ওয়েড মারা যাওয়ার পনেরো দিন আগে সে চিমনিতে এসেছিল।

উঠে দাঁড়াল বাওল। এখানে যা করণীয় সবই ও করেছে। এবার কাজে নামতে হবে। ও বাবার খোঁজে চলল।

'বাবা, আমি আবার একবার বাইরে যাচ্ছি,' বাওল বলে উঠল। 'মার্সিয়া কাকিমার কাছে যাব।

'মার্সিয়ার কাছে? লর্ড কেটারহ্যামের গলায় বিস্ময়। 'এরকম মতলব তোর মাথায় এলো কেন?'

'শুধু একবার,' বাওল বলল, আমার ইচ্ছে মত কাজ করতে দাও।'

লর্ড কেটারহ্যাম আশ্চর্য হয়ে তাকালেন। কেউ যে তাঁর সন্দেহজনক ওই ভ্রাতৃবধূর সঙ্গে মুখোমুখি হতে চাইতে পারে এটাই তার মাথায় ঢুকছে না। মার্সিয়া, অর্থাৎ কেটারহ্যামের মার্সিওনেস, তার ভাই হেনরির বিধবা স্ত্রী, এককালের বেশ নামকরা মহিলা। লর্ড কেটারহ্যাম স্বীকার করেন যে তাঁর ভাই হেনরি যে একদিন পররাষ্ট্র দপ্তরের সেক্রেটারির পদটি পেয়েছিল তা নিশ্চিতভাবেই তার ওই দারুণ স্ত্রীর জন্যেই সম্ভব হয়েছিল। অন্যদিকে অবশ্য লর্ড কেটারহ্যাম তার ভাইয়ের অকাল মৃত্যুতে সে যে শান্তি পেয়েছে অমন স্ত্রীর হাত থেকে রেহাই পেয়ে সেটাও ভাবেন।

তাঁর ধারণা হল বাওল বোকার মতই একটা সিংহের গুহায় মাথা

গলাতে চাইছে।

তিনি তাই বলে উঠলেন, 'ওহ্ না, আমি হলে এ রকম করতাম না। এর ফলে কি হবে তোর জানা নেই বোধ হয়।'

'কি হতে পারে আমি জানি, বাবা', বাগুল বলে উঠল। 'এ নিয়ে বেশি ভেবোনা তুমি।'

লর্ড কেটারহ্যাম অসহায় ভঙ্গীতে হাই তুলে চেয়ারে বসে পড়লেন। কাগজে চোখ রাখলেন এবার। দু মিনিট পরেই আবার ঘরে ঢুকল বাগুল।

'বাবা, আবার বিরক্ত করছি,' ও বলল। 'জানতে চাইছিলাম স্যার অসওয়াল্ড কি রকম মানুষ?'

'আগেই তো বলেছি—একটা ষ্টীম রোলার।'

'না, না, ওর চেহারার বর্ণনা চাই না, তোমার ব্যক্তিগত ধারণাও জানতে চাইছি না। আমি জানতে চাই তিনি টাকাপয়সা করলেন কি ভাবে। বোতাম বিক্রি করে?'

'ওঃ বুঝলাম। তিনি হলেন ইস্পাত। ইস্পাত আর লোহা। ইংল্যাণ্ডে যে ইস্পাতের কারখানা আছে সেটা তারই। অবশ্য এখন আর নিজে সেটা চালান না' লিমিটেড কোম্পানী হয়ে গেছে। আমি আবার একটার ডিরেক্টর' তিনিই করে দিয়েছেন। আমার কাজকর্ম কিছুই থাকেনা, শুধু বছরে বারদুয়েক ক্যানণ স্ট্রিট বা লিভারপুল স্ট্রিটে বড় হোটেলে খানা-পিনা করা ছাড়া। তারপর ওই কুট বা জনি এ ধরণের কেউ বেশ লম্বা একখানা বক্তৃতা দেয়, নানারকম টাকা পয়সার হিসেব দেয়—ওসবে অবশ্য কান দিতে হয়না।. তারপরেই চমৎকার মধ্যাহ্নভোজ।'

লর্ড কেটারহ্যামের মধ্যাহ্নভোজ নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় ছিল না বাগুলের। বাবার কথা শেষ হওয়ার আগেই ও লণ্ডন রওয়ানা হয়েছিল। সব ব্যাপারটা যেতে যেতে ভাবছিল ও।

প্রথমতর শিশু পরিচর্যার সঙ্গে ইস্পাতকে মেলানো যায় না। সম্ভবতঃ প্রথমজন ঠিক বলেন নি। মিসেস মাকাটা আর হাঙ্গারিয় কাউন্টেসকে বোধ হয় বাদ দেয়া যায়। এরা ক্যামোফ্লেজ। না, আসল নজর পড়ছে সেই হের এবারহার্ডের উপরেই। তিনি এমন মানুষ নন জর্জ লোম্যাক্স সহসা যাকে আমন্ত্রণ জানাবেন। এ ছাড়া আছেন সেই ইস্পাত সম্রাট স্যর অসওয়াল্ড কুট।

এ ধরণের চিন্তায় কাজ হবেনা বুঝেই বাগুল লেডি কেটারহ্যামের সঙ্গে

সাক্ষাতের ব্যাপারটা নিয়েই ভাবতে চাইল।

ভদ্রমহিলা থাকেন লণ্ডনের উচ্চবিত্তদের এলাকায় একটা মস্ত গোমড়া-মুখো বাড়িতে। বাড়িটায় ঢুকতে নাকে এল মোমবাতি, পাখির দানা আর শুকনো ফুলের গন্ধ। লেডি কেটারহ্যামের চেহারা দশাসই।

সত্যিকার দশাসই যাকে বলে আর রাজকীয় মাপের। নাকখানা ঈগল পাখির ঠোঁটের মত বাঁকানো, নাকে সোনার পাঁশনে; উপরের ঠোঁটে হালকা গোঁফের রেখা।

ভাসুরঝিকে দেখে বেশ একটু অবাক হলেন তিনি। মস্ত ভারি গাল এগিয়ে দিলেন তিনি, বাণ্ডল একটা চুম্বনও করল।

'এতো দারুণ আনন্দের ব্যাপার, এইলিন, তুমি হঠাৎ এলে,' ঠাণ্ডাস্বরে বললেন লেডি কেটারহ্যাম।

'আমরা সবে ফিরেছি, কাকীমা।'

'জানি। তোমার বাবা কেমন আছেন? আগের মতই?'

বাণ্ডলের উত্তরটায় তেমন গা করলেন না লেডি কেটারহ্যাম। লড কেটারহ্যাম সম্পর্কে খুব একটা উঁচু ধারণা কোনদিনই তাঁর ছিল না।

বাণ্ডল উত্তরে বলে, 'বাবা ভালই আছেন। এখন চিমনিতে রয়েছেন।'

'তাই বুঝি? কিন্তু বাণ্ডল, চিমনি ভাড়া দেয়া আমার কোনকারণেই পছন্দ নয়। বাড়িটায় অনেক ঐতিহাসিক চিহ্ন আছে,– একে সস্তা করে ফেলা উচিত নয়।'

'হেনরি কাকার সময়, খুব ভাল ছিল, তাই না?'

'হেনরি ওর দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন ছিল,' হেনরির বিধবা উত্তর দিলেন।

'বাবার রাজনীতি ভাল লাগে না, বাণ্ডল বলল। 'কিন্তু রাজনীতির মধ্যে কত ভাল ভাল ব্যাপার আছে। ভিতর থেকে জানতে পারলে কত সুন্দর হয়।'

বাণ্ডল বেশ কায়দা করে মিথ্যে—করেই বলল গদগদ স্বরে। ওর কাকীমা একটু অবাক হয়ে তাকালেন।

'তুমি এরকম ভাবছ দেখে বড় ভাল লাগল,' তিনি বললেন। 'আমার আগে মনে হত তুমি কেবল আজকালকার হাল্কা ব্যাপারেই গা ভাসাতে চাও।'

'তাই করতাম, কাকীমা', বাণ্ডল বলল।

'তোমার বয়সটা তো কম', লেডি কেটারহ্যাম বললেন, 'তাই আমার

মনে হয় ভাল ঘরে বিয়ে হলে তুমি এককালে রাজনীতিতে বেশ চমৎকার জায়গা করে নিতে পারো।'

বেশ একটু ভয় যে পেল না বাগুল তা নয়। ওর ভয় হল কাকীমা আবার ভাল একজন বর হাজির না করেন।

'কিন্তু আমার তো বড্ড বোকা বোকা মনে হয় নিজেকে,' বাগুল বলে উঠল। মানে, আমি এত কম জানি।'

'সেটা কোন সমস্যাই নয়,' লেডি কেটারহ্যাম বললেন। 'আমার কাছে বেশ কিছু বই আছে; পড়লেই পারবে।'

'ধন্যবাদ, মাসিমা কাকীমা,' বাগুল ওর রাস্তা বদলালো। 'ভাবছিলাম তুমি মিসেস মাকাটাকে চেনো কিনা?'

'নিশ্চয়ই চিনি। দারুণ মহিলা, খুবই বুদ্ধিমতী। তবে আমি সাধারণ ভাবে মহিলারা পার্লামেন্টে দাঁড়াক তা চাই না। মেয়েদের প্রভাব বেশ মেয়েলি ধরণের হয়।' একটু থামলেন তিনি। তারপর আবার বললেন, 'অবশ্য সময় বদলেছে। মিসেস মাকাটা যে কাজ করছেন তার খুবই দাম। বিশেষ করে মেয়েদের কাছে। ভদ্র মহিলার সঙ্গে তোমার পরিচয় হওয়া দরকার।' তিনি একবারও অবশ্য বললেন না অনিচ্ছুক স্বামীটিকে তিনি কিভাবে রাজনীতিতে টেনে আনেন।

বাগুল দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

'উনি জর্জ ল্যোম্যাক্সের বাড়ির এক পার্টিতে আগামী সপ্তাহে যাচ্ছেন। বাবা নিমন্ত্রণ সত্ত্বেও যাচ্ছেন না। আমাকে অবশ্য নেমতন্ন করেননি তিনি। তাঁর ধারণা আমি একটা গবেট বোধ হয়।'

লেডি কেটারহ্যাম তাঁর ভাসুরঝির উন্নতি দেখে বেজায় খুশি হলেন তা বলাই বাহুল্য। ব্যাপারটা তিনি বুঝলেন না। কোন ব্যর্থ প্রেমের জন্যই রাজনীতির দিকে ঝোঁক? ব্যাপারটা অল্পবয়সী মেয়েদের পক্ষে শাপে বর হয়ে দাঁড়ায়। এর ফলে ওরা রাজনীতির দিকে ঝুঁকতে চায়।

তিনি তাই বললেন, 'আসলে জর্জ লোম্যাক্স ভাবতেই পারছে না, এইলিন, তোমার বয়স বেড়েছে। যাক, ভেবোনা আমি ওর সঙ্গে কথা বলব।

'উনি আমাকে পছন্দ করেন না,' বাগুল উত্তর দিল।' আমাকে উনি ডাকবেন না।'

'বাজে কথা,' লেডি কেটারহ্যাম বললেন। 'জর্জ লোম্যাক্সকে দিয়ে একাজ আমি করাবই, দেখো। জর্জ যখন এত বড় ছিল,' তিনি হাত দিয়ে কত বড়

দেখালেন। 'উনি আমার কথা রাখতে পারলে বর্তে থাকেন। আজকের কালে অল্পবয়সী মেয়েদের রাজনীতিতে আসা কত দরকার ও ঠিক বুঝবে। দেশের কাজেই এটা দরকার।'

বাগুল প্রায় মুখ ফসকে বলতে যাচ্ছিল,' দারুণ, দারুণ 'কিন্তু ঠিক সময়মত সামলে নিল ও।

'তোমাকে কিছু বইপত্র দেবো এবার,' লেডি কেটারহ্যাম বলে উঠে দাঁড়ালেন। তিনি বেশ তীব্রস্বরে এবার কাউকে ডাকলেন, 'মিস কোনর।'

বেশ সপ্রতিভ এক সেক্রেটারি ভীত মুখে এসে দাঁড়াল। লেডি কেটারহ্যাম তাকে কিছু হুকুম করার পর বাগুলকে দেখা গেল একগাদা বইপত্র নিয়ে ব্রুক স্ট্রিটে রওয়ানা হতে।

ওর পরের কাজ হল জিমি থেসিজারকে ফোন। জিমির প্রথম কথাতেই বিজয়ীর উল্লাস ফেটে পড়ল।

'কাজ শেষ করেছি,' জিমি জানাল। 'যদিও বিলকে নিয়ে একটু ঝামেলা হল। ওর ধারণা আমি নেকড়ের পালে ভেড়ার বাচ্চা হয়ে পড়ব। অবশ্য শেষ পর্যন্ত ওকে বোঝাতে পেরেছি। একগাদা কাগজপত্র পড়ে ফেলতে হচ্ছে। একেবারে নীরস ব্যাপার, কিন্তু নান্য পন্থা। কোনকালে সান্টা কে সীমান্ত বিরোধ সম্বন্ধে শুনেছ?'

'কোনকালেই নয়,' বাগুল বলল।

'আমি এ নিয়েই পড়াশোনা আরম্ভ করেছি। বহুদিন ধরে ওটা চলেছিল। একটা বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হতে হবে তো।'

'আমারও ওই ধরণের কাজ জুটেছে,' বাগুল বলল। 'মার্সিয়া কাকীমা গছিয়েছেন।'

'কোন কাকীমা?'

'মার্সিয়া—বাবার ভ্রাতৃবধূ। রাজনীতি গুলে খেয়েছেন। মোটকথা উনি আমায় জর্জের পার্টিতে নেমন্তন্ন করাচ্ছেন।'

'না? ওহ, মানে দারুণ হয়েছে,' একটু থমকে জিমি আবার বলল,' 'ভাবছি কথাটা লোরেনকে না বলাই ভাল।'

'বোধ হয় না।'

'ওকে বোধহয় এসবের বাইরে রাখাই ভাল. যদিও ও পছন্দ করবে না।'

'হ্যাঁ।'

'বলছিলাম এরকম মেয়েকে বিপদের মুখে ফেলা ঠিক নয়।'

বাঙলের মনে হল কথাটা মিঃ থেসিজারের মনের কথা না হলেও পারে, অভিজ্ঞতার অভাব হয়তো।

'চলে গেলেন নাকি?' জিমি প্রশ্ন করল।

'না, ভাবছিলাম।'

'ও, কাল ইনকোয়েস্টে যাচ্ছেন তো?'

'হ্যাঁ, আপনি?'

'হ্যাঁ যাব। আজই সন্ধ্যের কাগজে বেরিয়েছে এক কোণে। ওরা খুব হৈ চৈ তুলেছে।'

'আমারও তাই মনে হয়েছে। এবার পড়ায় মন দেব, আপনি?'

'আমিও তাই। শুভরাত্রি।'

দুজনেই প্রথম শ্রেণীর মিথ্যুক সন্দেহ ছিলনা। জিমি থেসিজার ভালই জানে সে লোরেন ওয়েডকে এখনই নৈশভোজে নিয়ে যাবে। এদিকে বাণ্ডল ফোন রেখে দিয়েই ওর পরিচারিকার কিছু সাধারণ পোশাক পড়ে ফেলল তারপর সোজা রাস্তায় নেমে এল। ও ভাবছিল টিউব না বাস কোনটাতে সেভেন ডায়ালস ক্লাবে চট করে পৌঁছন যায়।

॥ তেরো ॥

দি সেভেন ডায়ালস ক্লাব

বাণ্ডল সন্ধ্যে ৬টার সময় ১৪ হান্‌সস্ট্যানটন স্ট্রিটে পৌঁছল। ও যা ভেবেছিল সেটাই ঠিক, এ সময় সেভেন ডায়ালস ক্লাব গড়ের মাঠ। বাণ্ডলের মতলব খুবই সরল। ও চাইছিল সেই ফুটম্যান অ্যালফ্রেডকে ধরতে। ও নিশ্চিত ছিল একবার তাকে ধরতে পারলে বাকিটা সহজ হয়ে যাবে। বাণ্ডলের বেশ কতৃত্বব্যঞ্জক ভাব আয়ত্তে ছিল। সহজেই তাই দিয়ে ও কাজ উদ্ধারও করত।

একটা কথাই ওর মনে নেই, ক্লাবে ঠিক কতজন মানুষ আসে। স্বাভাবিকভাবেই বেশি লোকের সামনে পড়তে চায় না ও।

কোনদিক থেকে আক্রমণ শুরু করবে ভাবার মুখেই সমাধান হয়ে গেল ১৪ নম্বরের দরজাটা অ্যালফ্রেড খুলে বেরিয়ে এলে।

'শুভসন্ধ্যা, অ্যালফ্রেড', বাণ্ডল মিষ্টি করে বলল।

প্রায় লাফিয়ে উঠল অ্যালফ্রেড।

‘ওহ! শুভসন্ধ্যা, মাদমোয়াজেল। আ-আমি আপনাকে চিনতে পারিনি ঠিক।’

নিজের পরিচারিকার পোশাকের তারিফ করল বাণ্ডল মনে মনে। তারপর কাজের কথায় এলো।

‘তোমার সঙ্গে কটা বলতে চাই, অ্যালফ্রেড। কোথায় গেলে ভাল হয়?’

‘মানে—মাই লেডি—আমি ঠিক—মানে, এরকম জায়গায় কেউ সন্ধ্যে-বেলায়’ —

বাণ্ডল ওকে থামিয়ে দিলো,’ ক্লাবে কে কে আছে?’

‘এখন কেউই নেই, মাই লেডি।’

‘তাহলে ভিতরেই যাব।’

অ্যালফ্রেড চাবি বের করে দরজা খুলল। বাণ্ডল ভিতরে ঢুকলে চিন্তিত গোবেচারির মত মুখ করে অ্যালফ্রেড পিছনে চলল। বাণ্ডল একটা চেয়ারে বসে সোজা চিন্তিত অ্যালফ্রেডের দিকে তাকাল।

‘আমার মনে হয় তোমার জানা আছে, অ্যালফ্রেড’, বাণ্ডল স্পষ্ট স্বরে বলল, ‘এখানে যা করছ তা বেআইনি?’

অ্যালফ্রেড ভীতভাবে পায়ের ভর বদলালো।

‘এটা ঠিক আগে দুবার এখানে পুলিশ এসেছে’, ও বলল। ‘কিন্তু মিঃ মসগোরোভস্কির কৌশলে কিছুই আপত্তিকর পাওয়া যায়নি।’

‘আমি শুধু জুয়া খেলার কথা বলছি না,’ বাণ্ডল বলল। ‘এ ছাড়াও আরও অনেক ব্যাপার আছে—তুমি যা নাও জানতে পারো। আমি তোমাকে একটা সোজাসুজি প্রশ্ন করছি। আর সত্যিকথাই বলবে। চিমনির চাকরি ছেড়ে দেবার জন্য কত টাকা পেয়েছিলে?’

অ্যালফ্রেড দুবার কার্নিশের দিকে তাকিয়ে বোধ হয় প্রেরণা পাবার চেষ্টা করল, বার দুয়েক ঢোঁক গিলল। তারপর বাধ্য হয়ে একজন দুর্বলের ভূমিকাই পালন করল।

‘কাজটা কিভাবে হল বলছি, মাইলেডি। মিঃ মসগোরোভস্কি যেদিন অনুষ্ঠান ছিল সেদিন কিছু লোক নিয়ে চিমনিতে এসেছিলেন। সে দিন মিঃ ট্রেডওয়েলের পায়ে পেরেক ফুটে যন্ত্রণা হচ্ছিল বলে আমাকেই সকলকে দেখাশোনা করতে হয়েছিল। বেড়ানো হয়ে গেলে মিঃ মসগোরোভস্কি বিশ্রাম নেবার জন্য থেকে যান, আমাকে কিছু বখশিস দিয়ে কথাবার্তা বলতে লাগলেন।’

'হ্যাঁ, বলে যাও', বাণ্ডল উৎসাহ জোগালো।

'তারপর, মাই লেডি, উনি হঠাৎ আমাকে একশ পাউণ্ড দিয়ে বলে উঠলেন এই মুহূর্তে চিমনি ছেড়ে চলে গিয়ে তার ক্লাবের দায়িত্ব নিতে। তিনি একজন ভাল লোককে কাজ দিতে চাইছিলেন। আমি দেখলাম এ রকম স্বর্গীয় আশীর্বাদ কখনও অস্বীকার করা উচিত নয়। তাছাড়া অতটাকা মাইনে, যা পেতাম তার তিনগুণ।'

'একশ পাউণ্ড,' বাণ্ডল বলে উঠল। 'এতো অনেক টাকা, অ্যালফ্রেড। তিনি কি চিমনিতে তোমার জায়গায় কাউকে নেবার কথা বলেছিলেন?'

'আমি আর দেরি করতে চাইনি, মাই লেডি। তাছাড়া মিঃ মসগোরোভস্কি বললেন তার একজন জানাশোনা লোক আছে, বললেই কাজে লেগে যেতে পারে। আমি কথাটা মিঃ ট্রেড়ওয়েলকে বলতেই সব ঠিকমত হয়ে গেল।'

বাণ্ডল মাথা নুইয়ে সায় দিল। ও যেরকম ভেবেছিল তাইই যে ঘটেছিল সন্দেহ নেই। ও তবু আরও কিছু জানার চেষ্টা করল।

'মিঃ মসগোরোভস্কি কে?'

'যিনি ওই ক্লাবটা চালান সেই ভদ্রলোক। রাশিয়ান ভদ্রলোক। খুব বুদ্ধিমান মানুষ।'

বাণ্ডল খবর জোগাড়ের বদলে অন্য পথ ধরল।

'একশ পাউণ্ড অনেক টাকা, অ্যালফ্রেড।'

'কোনদ্দিন এত টাকা হাতে পাইনি,' অ্যালফ্রেড সরলভাবে স্বীকার করল।

'কোনদিন সন্দেহ হয়নি এর মধ্যে কোন রহস্য আছে?'

'রহস্য, মাই লেডি?'

'হ্যাঁ।' আমি জুয়ার কথা বলছি না। এর চেয়েও মারাত্মক কিছু। জেল খাটতে চাও না নিশ্চয়ই, অ্যালফ্রেড, তাই না?'

'হা ভগবান। মাই লেডি, সত্যিই সেরকম ভাবছেন নাতো?'

'গত পরশু, স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে গিয়েছিলাম', বাণ্ডল বেশ গম্ভীর হয়ে বলল বাণ্ডল। 'সেখানে কিছু অদ্ভুত কথা শুনলাম। আমি তোমার সাহায্য চাই, অ্যালফ্রেড। আমায় যদি সাহায্য করো, তাহলে ঝামেলায় পড়লে আমি যা বলার দরকার তা বলব।'

'যা বলবেন করব আমি। যা দরকার সব করতে রাজী, মাই লেডি।'

'বেশ, 'প্রথমে বাণ্ডল বলল, 'আমি এই বাড়ির আগা পাশতলা দেখে নিতে চাই।'

ভীত অ্যালফ্রেডকে নিয়ে বাণ্ডল এবার বাড়িটার সব কিছু দেখতে শুরু করল। কোন কিছু নজরে এলনা ওর যতক্ষণ না ও জুয়াখেলার ঘরে পৌঁছল। সেখানে ও একটা চোখে পড়েনা এমন একখানা দরজা দেখতে পেল। দরজায় তালা দেয়া ছিল।

অ্যালফ্রেড সঙ্গে সঙ্গে ব্যাখ্যা হাজির করল।

'এটা কি তবে ঢোকার দরজা, মাই লেডি। ওপাশে একখানা ঘর আর সিঁড়ি আছে, পাশের রাস্তার দিকটায়। পুলিশ হামলা করলে লোকেরা এইদিক দিয়ে সরে পড়েন।'

'পুলিশ এটার কথা জানে না ?'

'বেশ চালাকি করা দরজা এটা, মাই লেডি। দেখতে অনেকটা দেয়াল আলমারীর মত, এই আর কি।'

বাণ্ডল একটু উত্তেজনা অনুভব করল।

'আমি ওর ভিতরে ঢুকবই' ও বলল।

মাথা ঝাঁকাল অ্যালফ্রেড।

'না, তা পারবেন না, মাই লেডি, চাবিটা রয়েছে মিঃ মসগোরোভস্কির কাছে।'

'হতে পারে', বাণ্ডল বলল। 'অন্য চাবিও নিশ্চয়ই আছে।'

বাণ্ডল বুঝেছিল তালাটা সাধারণ তালা, এরকম তালা অন্য চাবি দিয়ে নিশ্চয়ই খোলা যাবে। ভীত অ্যালফ্রেডকে বাণ্ডল চাবি খুঁজে আনতে বাধ্য করল। চারবারের পর চাবিটা তালায় লাগাতে সেটা খুলেও গেল।

দরজার পাল্লা খুলে বাণ্ডল ভিতরে ঢুকল।

নিজেকে ও একটা ছোট্ট ঘরের মধ্যেই দেখতে পেল। ঘরটায় লম্বা একখানা টেবিল রাখা ছিল .মাঝখানে, চারপাশে বেশ কয়েকখানা চেয়ার। অ্যালফ্রেড কাছের চেয়ারটা ইঙ্গিত করল। ফায়ার প্লেসের দুপাশে দুটো গা-আলমারী।

বাণ্ডল আলমারী দুটো খোলার চেষ্টা করল। ওর নজরে এলে ও বুঝল ও দুটো তালা দেয়া কিন্তু তালাগুলো বিশেষ ধরণের। নিজস্ব চাবি ছাড়া ওগুলো খোলা সম্ভব নয়।

৮ অ্যালফ্রেড বুঝিয়ে দিল, 'দেখে সাধারণ তাক বলেই মনে হয়, কখানা

লেজার রয়েছে. কিন্তু ঠিক বোতামটা টিপলেই ওটা খুলে যাবে। ভারি কৌশল খাটানো হয়েছে। কারোই সন্দেহ হবে না।'

বাগুল চারপাশে নজর ফেলে চিন্তিতভাবে দেখতে লাগল। ও বুঝল যে দরজা দিয়ে ও ঢুকেছে সেটা খুবই কায়দা করা। ঘরখানাও শব্দনিরোধক। এবার ওর নজর পড়ল চেয়ারগুলোর উপর। সাতটা চেয়ার সাজানো। দুপাশে তিনটে করে আর টেবিলের মাথার দিকে একখানা।

বাগুলের চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। ও যা খুঁজছিল সেটাই তবে আবিষ্কার করতে পেরেছে। ও নিশ্চিত হল এটাই সেই গোপন সমিতির সভার জায়গা। চমৎকারভাবেই এটার ব্যবস্থা করা হয়েছে সন্দেহ নেই। কি নিরীহ দেখায় আপাত দৃষ্টিতে। কেউ কখনও হঠাৎ প্রশ্ন করলে বলা যাবে পাশের কামরায় জুয়ার ব্যবস্থা আছে বলেই এই গোপনীয়তা।

অলস ভঙ্গীতে যেন কোন কিছু মাথায় খেলে গেছে এইভাবেই বাগুল শ্বেত পাথরের চুল্লীর আবরণের উপর আঙুল বুলিয়ে নিল। অ্যালফ্রেড এতে ভুল কিন্তু বুঝল।

ও বলল, 'এখানে কোথাও ধুলো পাবেন না। মিঃ মসগোরোভস্কি এ ব্যাপারে খুব কড়া। আজ সকালেই সব সাফ করা হয়েছে তার সামনেই।'

'ওহ!' বাগুল চিন্তা করে বলে উঠল। 'আজই সকালে বলছ?'

'মাঝে মাঝেই করা হয়,' অ্যালফ্রেড উত্তর দিল। 'তবে ঘরটা তেমন ব্যবহার হয় না।'

পরের মুহূর্তেই অ্যালফ্রেড একটা ধাক্কা খেল।

'অ্যালফ্রেড,' বাগুল বলে উঠল, 'একটা জায়গা চাই যেখানে আমি লুকিয়ে থাকতে পারি।'

অসহায়ভাবে মাথা ঝাঁকালো অ্যালফ্রেড।

'তা অসম্ভব, মাই লেডি। আমাকে বিপদে ফেলবেন না, নিশ্চয়ই তাহলে আমার চাকরি যাবে।

'চাকরি তোমার এমনিতেই যাবে যখন জেলে ঢুকবে,' বাগুল নিষ্ঠুরভাবে বলল। 'তবে তোমার চিন্তার কারণ নেই, কেউ কোন কিছু টেরই পাবেনা।'

কিন্তু মাই লেডি। এরকম জায়গা তো নেই। 'বিশ্বাস না হলে আপনি নিজেই দেখে নিন।'

বাগুল বুঝতে পারল কথাটার যুক্তি আছে। কিন্তু অ্যাডভেঞ্চারের নেশা ওকে পেয়ে বসেছিল।

'বাজে কথা', ও বলল। 'নিশ্চয়ই কোথাও জায়গা পেয়ে যাবো।'

'সত্যিই নেই, মাই লেডি।'

এ রকম ঘর সত্যিই চোখে পড়ে না। জানালাগুলোর খড়খড়ি ধুলোয় ভরা, কোন পরদাও তাতে নেই। জানালার ধারী বাইরের দিকে। ঘরের মধ্যে টেবিল আর চেয়ার। তাহলে ?

দ্বিতীয় আলমারীর তালায় চাবি লাগানো ছিল। বাণ্ডল এগিয়ে গিয়ে সেটা খুলে পাল্লা খুলে ধরল। ভিতরে একরাশ কাচের বাসনপত্র।

'এ গুলো বাড়তি জিনিস, সব সময় ব্যবহার হয় না', অ্যালফ্রেড ব্যাখ্যা করল। 'দেখলেন তো মাই লেডি থাকবার মত জায়গা নেই।'

বাণ্ডল তাকগুলো পরীক্ষা করতে চাইছিল।

'বাজে কাজ হয়েছে', ও বলে উঠল। 'শোন অ্যালফ্রেড, নিচে জায়গা আছে নিশ্চয়ই, একটা ট্রে এনে বাসনপত্রগুলো নিচে নিয়ে যাও—একদম সময় নেই।'

'না, না, মাইলেডি। এখুনি রাঁধুনীরা এসে পড়বে যে কোন সময়ে।'

'মিঃ মসগো—না কি নাম যেন ভদ্রলোকের তিনি কখন আসেন ?'

'মাঝরাতের আগে তিনি আসবেন না। কিন্তু, মাইলেডি—।'

'বেশি বকবক কোরনা অ্যালফ্রেড', বাণ্ডল বলল। 'যা বলছি কর। এখানে দাঁড়িয়ে তর্ক করলে বিপদে পড়ে যাবে।'

অ্যালফ্রেড বাধ্য হয়ে প্রায় বাণ্ডলের যাকে বলে হাতের পুতুল হয়ে গিয়ে চলে গেল। একটু পরেই একটা ট্রে নিয়ে এসে কাঁপা কাঁপা হাতে কাজ শুরু করল। অ্যালফ্রেড যেন নতুন শক্তি পেয়েছে।

বাণ্ডল দেখে নিয়েছিল তাকগুলো খুলে ফেলা যায়, ও দ্রুত হাতে সবকটা তাক খুলে ঠেস দিয়ে রাখল তারপর ভিতরে ঢুকে পড়ল।

'হুঁ', বড় ছোট, একেবারে কাঠ হয়ে থাকতে হবে। তবে কেউ কোন সন্দেহই করতে পারবে না। খুলতেও অসুবিধা হবেনা নিশ্চয়ই। এবার আস্তে দরজাটা বন্ধ কর, অ্যালফ্রেড। ঠিক আছে, এবার চাই একটা তুরপুন।

'তুরপুন, মাইলেডি ?'

'তাই তো বললাম।'

'আমি জানি না—।'

'বাজে কথা। নিশ্চয়ই কোথাও পেয়ে যাবে দেখো। যদি না পাও

কিনে আনতে হবে। নাও ‘দেরী কোরনা।’

অ্যালফ্রেড দ্রুত চলে গিয়ে একটু পরে একরাশ যন্ত্রপাতি নিয়ে ফিরেও এল। বাণ্ডল ওর মধ্য থেকে পছন্দসই একটা যন্ত্র নিয়ে ওর চোখ বরাবর কাঠের পাল্লায় একটা ফুটো করতে আরম্ভ করল। বাইরে থেকেই সেটা করল বাণ্ডল তাতে চোখে পড়ার সম্ভাবনা কম। বেশি বড় গর্ত করল না ও পাছে কেউ বুঝে ফেলে।

‘চমৎকার হয়েছে, এতেই হবে’, বাণ্ডল দেখে বলল।

‘কিন্তু—মাই লেডি—’,

‘বলে ফ্যালো।’

‘কিন্তু—ওরা তো দরজা খুললেই আপনাকে দেখে ফেলবে।

‘ওরা দরজা খুলবে না’, বাণ্ডল জবাব দিল। ‘কারণ তুমি তালা আটকে চাবিটা নিয়ে যাচ্ছ।’

‘কিন্তু মিঃ মসগোরোভস্কি যদি চাবি চান?’

‘বলবে সেটা হারিয়ে গেছে’, বাণ্ডল উত্তর দিল। ‘তবে কেউই চাবি নিয়ে মাথা ঘামাবে না, অ্যালফ্রেড। এবার তাড়াতাড়ি করো, কেউ হয়তো এসে পড়তে পারে। এবার আমি ঢুকলে তালা আটকে চাবিটা নিয়ে যাও, সবাই চলে গেলে আবার খুলে দিও।’

‘আপনার শরীর খারাপ হয়ে যাবে, মাই লেডি। ওভাবে বসে—থাকলে অজ্ঞান হয়ে যাবেন—।

‘আমি অজ্ঞান হই না’, বাণ্ডল বলল। ‘তুমি বরং আমাকে একটু চকলেট এনে দাও। এটা হয়তো লাগবে। তারপরই তালা আটকে চলে যাবে—সময় মতো আবার এলেই হবে। আর শোন, অ্যালফ্রেড, খরগোসের মত ছটফট কোরনা। মনে রেখ, কোন গোলমাল হলে আমি তোমাকে দেখে নেব।’

অ্যালফ্রেড চকলেট রেখে গিয়ে ওর কাজ শেষ করে চলে গেলে ভাবতে শুরু করল বাণ্ডল।

‘এ পর্যন্ত তো হল’, ভাবল ও। নিজের উপর আস্থা ছিল বাণ্ডলের, শুধু অ্যালফ্রেডের মাথা ঠিক থাকলেই হয়। ও জানে আত্মরক্ষার ব্যাপারটা মাথায় থাকবে অ্যালফ্রেডের, সেটাই ওকে তাড়িয়ে নিয়ে যাবে। পাকা চাকরে গুণ ওর আছে, মনের ভাবটাও মুখোশের আড়ালে ও চাপা রাখতে শিখেছে।

শুধু একটা ব্যাপারই চিন্তায় ফেলল বাগুলকে। আজ যে ঘরখানা এই সভার অধিবেশনের জন্যই সাফাই করা হয় সেকথা। ওর ভুলও হতে পারে। সেক্ষেত্রে দীর্ঘ সময় ধরে এই বদ্ধ ফোকরে বসে থাকার যন্ত্রণা সহ্য করতেই হবে।

॥ চোদ্দ ॥

সেভেন ডায়ালসের অধিবেশন

পরের চারঘণ্টার যন্ত্রণার কথা তাড়াতাড়ি বর্ণনা করাই ভাল।

বাগুল খুবই কষ্টে সময়টা কাটাতে বাধ্য হল। ও মনে মনে ভাবল সত্যিই যদি কোন সভা হয় তাহলে সেটা হবে ক্লাব যখন লোকজনে ভর্তি থাকবে। সময়টা হয়তো হবে মধ্যরাত থেকে রাত দুটোর কাছাকাছি।

ও যখন ভাবছিল বেরিয়ে আসতে আসতে সেই সকাল ছ'টা বেজে যাবে ঠিক তখনই একটা আগ্রহ জাগানো শব্দ শোনা গেল, দরজার তালা খোলার শব্দ।

পরক্ষণেই ঘরের বৈদ্যুতিক আলো জ্বলে উঠল। বাগুলের কানে পৌঁছল অনেক মানুষের কথাবার্তা। কথাবার্তাগুলো যেন বহুদূর থেকে ভেসে আসছে বলে মনে হল, পরক্ষণেই সেইভাবেই দরজায় খিল আটকানোর আওয়াজও শোনা গেল খুব সম্ভব পাশের জুয়াখেলার ঘর থেকে এ ঘরে কেউ ঢুকেছে। বাগুল বুঝল কি অদ্ভুৎ কৌশলে ঘরখানাকে শব্দ নিরোধক করে তোলা হয়েছে।

পরক্ষণেই আগন্তুক প্রায় বাগুলের দৃষ্টির সমান্তরালে এসে পড়ল। অস্পষ্ট হলেও দৃষ্টিপথ অবশ্য কাজটুকু চালিয়ে নেবার মতই ছিল। একজন দীর্ঘ, বৃষস্কন্ধ, শক্তিমান, দীর্ঘ কালো দাড়িওয়ালা মানুষ চোখে পড়ল বাগুলের। বাগুলের মনে পড়ল গতকাল লোকটিকে সে জুয়ার টেবিলে দেখতে পেয়েছিল।

এই তাহলে অ্যালফ্রেডের সেই মিঃ মসগোরোভস্কি, এই ক্লাবের মালিক। লোকটিকে দেখেই বাগুলের হৃৎপিণ্ডের গতি বেড়ে গেল উত্তেজনায়। বাবার সঙ্গে লোকটার চেহারায় বৈসাদৃশ্য দেখে নিজের কাঠ হয়ে থাকার কথাটাও ও ভুলে গেল।

রাশিয়ান ভদ্রলোক কিছুক্ষণ টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে দাড়িতে হাত

৬

বোলাতে চাইলেন, তারপর পকেট থেকে একটা পকেট ঘড়ি বের করে সময় দেখলেন। মাথা তুলিয়ে ভদ্রলোক এবার পকেট থেকে কিছু বের করে নিলেন তারপর মনের খুশি প্রকাশ করলেন। পরের ব্যাপারটা বাওল লক্ষ্য করতে ব্যর্থ হল কারণ দৃষ্টির রেখার বাইরে চলে গেছেন ভদ্রলোক।

ভদ্রলোক আবার যখন সীমার মধ্যে এলেন আর ঘুরে দাঁড়ালেন বাওল চমকে উঠল কারণ মসগোরোভস্কির মুখে একটা মুখোশ। মুখোশটা মুখের মাপে ছিল না। জিনিসটা অনেকটা পরদার মতই আলগা হয়ে চোখের উপর ঝুলছিল। মুখোশটা অনেকটা কোন ঘড়ির ডায়ালের মত অবিকল আর ঘড়ির কাঁটা নির্দেশ করছিল ছ'টার দিকে।

'সেভেন ডায়ালস।' বাওল নিশ্চিত হল এবার।

ঠিক তখনই নতুন কিছু শব্দ শুনতে পেল ও। সাতবার দরজার উপর টোকা মারার শব্দ।

মসগোরোভস্কি এগিয়ে এসে বাওল যে আলমারীর মধ্যে বসে তার পাশেরটার সামনে দাঁড়ালেন। বাওলের কানে এল দরজা খোলার খুট করে আওয়াজ আর বিদেশী ভাষায় অভিনন্দন।

এক লহমা পরেই বাওল আগন্তুকদের দেখতে পারল।

তাদেরও মুখে ঘড়ির সেই মুখোশ, তবে তাদের মুখোশে ঘড়ির কাঁটা বিভিন্ন ঘরে—চারটে আর পাঁচটায়। দুজন এসেছিলেন। দুজনেরই দেহে সান্ধ্য পোশাক—বেশ সুভদ্র সেই পোশাক। একজন বেশ সুদর্শন তরুণ —তার দেহে সুরুচিসম্পন্ন ভাবে তৈরি পরিচ্ছদ। তিনি যেভাবে হাঁটছিলেন তাতে পরিষ্কার যে তরুণ বিদেশী। অন্যজনকে সহজেই বলা চলে বেশ চটপটে আর একটু ঝুঁকে চলা পুরুষ। তার দেহের পোশাক চমৎকার মানানসই হলেও ওইটুকুই, বাওল লোকটি কথা বলার আগেই তিনি কোন দেশের মানুষ বুঝে নিতে ব্যর্থ হলনা।

'আমার মনে হচ্ছে আজকের সভায় বোধহয় আমরাই প্রথম এসেছি।'

একটু আমেরিকান ঢঙে বলা সুমধুর কণ্ঠস্বর, কিছুটা আইরিশ টানও ছিল সঙ্গে।

'আজ এখানে আসতে গিয়ে বেশ ঝামেলায় পড়তে হয়েছে। সব সময় ভাগ্য ঠিকমত কাজ করেনা এটা মানা ছাড়া পথ নেই। আমি আমার বন্ধু ৪ নম্বরের মত অতোটা ভাগ্যবান আর নিজের প্রভু নিজে নই।'

বাওল লোকটি কোন জাতের ভাবতে চেষ্টা করল। ভদ্রলোক কথা

বলার আগে বাগুল ভেবেছিল ভদ্রলোক ফরাসী, তবে কথার টান ফরাসীদের নয়। খুব সম্ভব ভদ্রলোক অষ্ট্রিয়ান হবেন বা হাঙ্গারীয়, রাশিয়ান হওয়াও অসম্ভব নয়।

আমেরিকান লোকটি টেবিলের দিকে এগিয়ে যেতেই একটা চেয়ার টানার শব্দ শুনল বাগুল।

'এক নম্বর দারুণ সফল হওয়ায় আপনাকে ঝুঁকি নেবার জন্য অভিনন্দন জানাচ্ছি', ভদ্রলোক বললেন।

পাঁচটা কাঁধ ঝাঁকালেন।

'ঝুঁকি না নিলে—', তিনি কথা অসমাপ্তই রাখলেন।

আবার দরজায় সাতটা টোকা শোনা গেল, আর মসগোরোভস্কি লুকনো দরজার কাছে এগিয়ে গেলেন।

বাগুল বেশ কিছুক্ষণ কোন কথাবার্তা শুনতে পেল না কারণ সবাই ওর দৃষ্টিরেখার বাইরে চলে গিয়েছিল। একটু পরেই ও রুশ ভদ্রলোকের উঁচু কণ্ঠস্বর শুনল।

'আমরা কাজ শুরু করতে পারি।'

তিনি এগিয়ে গিয়ে গোল টেবিলের সামনে মাথার দিকের চেয়ারের পাশেরটিতে বসলেন। ওইভাবে বসাতে তিনি একদম সোজা বাগুলের আলমারীর মুখোমুখি হলেন। সুন্দর পাঁচ নম্বর বসলেন তারই পাশে। সারির তৃতীয় চেয়ার বাগুলের দৃষ্টিগোচর হল না, তবে চার নম্বর আমেরিকান ভদ্রলোক একবার বাগুলের দৃষ্টিপথে আসার পরেই সরে গেলেন।

টেবিলের ধারে শুধু দুটি চেয়ারই চোখে পড়ছিল। বাগুল একজনের হাত লক্ষ্য করল—মাঝখানের চেয়ারে যিনি ছিলেন তারই হবে।

এই মুহূর্তেই একজন দ্রুতগতিতে মসগোরোভস্কির উল্টোদিকের চেয়ারে গিয়ে বসলেন। তিনি যিনিই হোন, তার পিঠের দিকই রইল বাগুলের সামনে। আর ওই মানুষটির পিছনের দিকটাই বাগুল আগ্রহ নিয়ে দেখে চলেছিল কারণ পিঠের আধিকারী একজন অপরূপ সুন্দরী মহিলা।

ওই সুন্দরী মহিলাই প্রথম কথা বললেন। কণ্ঠস্বর পরিষ্কার, সুরেলা আর বিদেশী টান মেশানো। মন ভোলানোও বটে। তিনি টেবিলের মাথার শূন্য চেয়ার ইঙ্গিত করেই কথা বলে উঠলেন।

'আমরা আজ রাতে ৫ নম্বরের দেখা পাব না?' মহিলা বলে উঠলেন। 'সত্যি করে বলুন তো, আপনারা আদৌ কোনকালে ওঁর দেখা পাব আমরা?'

'চমৎকার প্রশ্ন বটে একখানা,' আমেরিকানটি বলে উঠলেন। 'দারুন। তবে সাত নম্বর সম্পর্কে আমার ধারণা হল এরকম কেউ আদৌ নেই।'

'আমি কিন্তু, বন্ধু, এমন কিছু ভেবে নেয়া ঠিক হবেনা এই কথাই বলতে চাই', রুশ ভদ্রলোক মিষ্টি স্বরে বললেন।

ঘরের মধ্যে যেন কিছুটা নৈঃশব্দ্য জেগে উঠল—কিছুটা অস্বস্তিকর যেন সে আবহাওয়া। বাগুলের সেই রকমই মনে হল।

বাগুল তখনও যেন সম্মোহিত হয়েই ওর সামনের সেই মহিলার পিঠের দিকটা দেখে চলেছিল। মহিলার ডানদিকের ঘাড়ের পাশে ছোট্ট একটা আঁচিল—আঁচিলটা শ্বেতশুভ্র পটভূমিতে বেশ বিসদৃশভাবই ফুটিয়ে তুলেছে। বাগুলের মনে জাগল বারবার শোনা কথাটা—

'রমণীয়া উত্তেজনা শিকারী'। কথাটা যে সত্যি হতে পারে ওর ধারণাই ছিল না। ওর নিশ্চিত ধারণা জন্মাল এই মহিলার নিশ্চয়ই মুখখানা হবে অতি সুন্দর—গাঢ় কোন লাভস্যুলভ মুখ, তার সঙ্গে মদির চোখ।

বাগুলের ঘোর কেটে গেল রুশ ভদ্রলোকের কর্তৃত্বব্যঞ্জক কণ্ঠস্বর শুনে।

তিনি বলে উঠলেন, 'আমরা কাজ আরম্ভ করব? প্রথমে আমাদের অনুপস্থিত কমরেড ২ নম্বরের উদ্দেশ্যে।'

তিনি ২ নম্বরের ফাঁকা চেয়ারের দিকে অদ্ভুত কিছু হাতের ভঙ্গী করে পাশের মহিলার দিকে তাকালেন। প্রত্যেকেই এবার তার অনুকরণ করল।

'আমার ইচ্ছে ২ নম্বর আজ রাত্তিরে আমাদের সঙ্গে যদি থাকতেন', তিনি বলে চললেন। 'কিছু অচিন্ত্যনীয় ঘটনা আর অসুবিধা ঘটে গেছে।'

'তাঁর কাছ থেকে কিছু খবর পেয়েছেন?' আমেরিকান ভদ্রলোক প্রশ্ন করলেন।

'এখনও পর্যন্ত কিছুই জানতে পারিনি', একটু থামলেন রুশ ভদ্রলোক। 'ব্যাপারটা বুঝতে পারছি না।'

'আপনার ধারণা সব গোলমাল হয়ে গেছে?'

'হ্যাঁ—এমন সম্ভবনা আছে।'

'অন্য ভাবে বললে,' পাঁচ নম্বর বললেন, 'বিপদ ঘটার সম্ভাবনা রয়েছে।' ভদ্রলোক বেশ তাড়িয়ে তাড়িয়ে কথাটা বললেন।

রুশ মাথা হেলালেন স্বীকার করে। 'হ্যাঁ—বিপদ আছে। আমাদের সম্পর্কে—আমাদের এই জায়গা সম্পর্কে বড় বেশি জানাজানি হয়ে যাচ্ছে।

আমি কয়েকজন লোককে জানি তারা সন্দেহ করছে।'

তিনি গম্ভীর স্বরে একটু থেমে বললেন, 'তাদের মুখ বন্ধ করতে হবে।'

বাগুলের মনে হল ওর মেরুদণ্ড বেয়ে একটা শীতল স্রোত বয়ে গেল। ওকে যদি ধরা পড়তে হয় তাহলে ওকেও কি চুপ করানো হবে? আচমকা একটা কথায় ওর চমক ভাঙল।

'তাহলে চিমনির সম্পর্কে নতুন কিছু আর জানা যায়নি?'

মসগোরোভস্কি মাথা ঝাঁকালেন।

'না,' তিনি উত্তর দিলেন।

হঠাৎ ৫ নম্বর সামনে ঝুঁকে পড়লেন।

'আমি আপনার সঙ্গে একমত, আমাদের প্রেসিডেণ্ট কোথায়—৭ নম্বর? আমাদের যিনি জড়ো করেন। আমরা কখনই তার দেখা পাইনা কেন?'

'৭ নম্বরের নিজস্ব কর্মপদ্ধতি আছে', রুশ উত্তর দিলেন।

'আপনি বরাবরই তাই বলে আসছেন।'

'আমি আর কিছুই বলব না', মসগোরোভস্কি বললেন। 'যে বা যারা তার বিরোধিতা করে তাদের জন্য আমার করুণা হচ্ছে।'

একটা অদ্ভুত নীরবতা নেমে এল।

'আমাদের কাজ আরম্ভ করা দরকার,' মসগোরোভস্কি বলে উঠলেন। 'তিন নম্বর, আপনি কি ওয়াইভের্ন অ্যাবীর নকশাটি পেয়েছেন?'

বাগুল কান খাড়া করল। এতক্ষণ পর্যন্ত ও তিন নম্বরকে দেখেনি, তবে গলার স্বর শুনেছে। ও এবার তার কণ্ঠস্বর শুনে ঠিক চিনতে পারল। নিচু, মিষ্টি, অস্পষ্ট স্বর—একজন শিক্ষিত ইংরেজের গলা।

'এই যে সেই নকশা, স্যর।'

কিছু কাগজ টেবিলে ঠেলে দেবার শব্দ শোনা গেল। প্রত্যেকে সামনে ঝুঁকে পড়লেন। মসগোরোভস্কি আবার এরপর মাথা তুললেন।

'আর অতিথিদের তালিকা?'

'এই যে নিন।'

রুশ ভদ্রলোক পড়ে গেলেন।

'স্যর স্ট্যানলি ডিগবি, মিঃ টেরেন্স ঔরুরকে, স্যর অসওয়াল্ড ও লেডি কুট। মিঃ বেটম্যান, কাউণ্টেস অ্যানা র‍্যাজকি, মিসেস মাকাটা, মিঃ জেমস থেসিজার—', তিনি একটু থেমে তীক্ষ্ণ স্বরে প্রশ্ন করে উঠলেন, 'মিঃ জেমস থেসিজার কে?

হেসে উঠলেন আমেরিকান ভদ্রলোক।

'আমার মনে হয় ওকে নিয়ে মাথা না ঘামালেও চলবে। এক চিরাচরিত গর্দভ।'

রুশ আবার পড়ে চললেন।

'হের এবারহার্ড, আর মিঃ বিল এভারসলে। এটাই পুরো তালিকা।'

'তাই কি?' বাণ্ডল আপন মনেই বলে উঠল। 'সেই মিষ্টি মেয়ে লেডি এইলিন ব্রেণ্ট কোথায় গেল?'

'হুঁ, এই ব্যাপারে চিন্তার কিছু নেই,' মিঃ মসগোরোভস্কি বললেন। তিনি টেবিলের চারদিকে তাকিয়ে নিয়ে আবার বললেন, 'তাহলে ধরে নিতে পারি এবারহার্ডের আবিষ্কারের বিষয়ে কারও কোন রকম সন্দেহ নেই?'

৩ নম্বর ইংরেজ সুলভ উত্তর দিলেন।

'না নেই।'

'দামের দিক থেকে এর মূল্য লক্ষ লক্ষ,' রুশ উত্তর দিলেন। 'আর আন্তর্জাতিক দিক থেকে সকলেই বুঝেছেন নিশ্চয়ই বিভিন্ন দেশের লোভের মাত্রা কি ধরণের?'

বাণ্ডল বুঝতে পারল মুখোশের আড়ালে লোকটি নিষ্ঠুর হাসি হাসতে চাইছে।

'হ্যাঁ', তিনি আবার বললেন, 'এটা হল সোনার খনি।'

'কয়েকটা জীবনের বিনিময়ে', ৫ নম্বর জবাব দিলেন কঠোর আর নির্মমতা নিয়ে। তারপর হেসে উঠলেন।

'তবে আবিষ্কারের ব্যাপারটা যেমন আপনারা নিশ্চয়ই জানেন,' আমেরিকানটি বলে উঠলেন। 'মাঝে মাঝে এইসব যন্ত্র আবার কাজ করেনা।'

'স্যর অসওয়াল্ড কুটের মত মানুষ এ ব্যাপারে ভুল করার মানুষ নন', মসগোরোভস্কি উত্তর দিলেন।

'একজন পাইলট হিসেবে বলতে পারি', ৫ নম্বর বললেন, 'এ ধরণের যান্ত্রিক ব্যাপার অবশ্যই সম্ভব। বহু বছর ধরে এ নিয়ে আলাপ আলোচনা চলছে—আর এবারহার্ডের মত গুণী মানুষের পক্ষেই এ জিনিস বাস্তবে সম্ভবপর হয়েছে।'

'যাই যোক', মসগোরোভস্কি বললেন' আমার মনে হয় এ নিয়ে আমাদের আর আলোচনার কিছু নেই। আপনারা সকলে নকশাটা দেখেছেন।

আমার মনে হয়না আমাদের আগের পরিকল্পনা আরও ভাল করা সম্ভব। একটা কথা, জেরাল্ড ওয়েডের লেখা একটা কি চিঠির বিষয় শুনলাম— যাতে আমাদের এই সমিতি সম্পর্কে কিছু উল্লেখ ছিল। এটা কে খুঁজে পায়?'

'লর্ড কেটারহ্যামের মেয়ে,—লেডি এইলিন ব্রেন্ট।'

'বাওয়ারের এটা খোঁজ করা উচিত ছিল', মসগোরোভস্কি বলে উঠলেন। 'এটা ওর কর্তব্যে গাফিলতির সামিল। চিঠি কাকে লেখা?'

'যতদূর জানি ওর বোনকে', ৩ নম্বর জবাব দেয়।

'দুর্ভাগ্যের কথা,' মসগোরোভস্কি উত্তর দিলেন। 'তবে আর কিছু করার নেই। রোনাল্ড ডেভেরোর ইনকোয়েস্ট আগামীকাল। আশা সব ব্যবস্থা করা হয়েছে?'

'স্থানীয় ছেলেদের রাইফেল ছুঁড়ে অনুশীলন করার কাহিনী চারদিকে রটানো হয়েছে', আমেরিকান উত্তর দিলেন।

'তাহলে সব ঠিক আছে আশা করি। আর কিছু বলার নেই এখন। আমার মনে হয় আমাদের সকলের পক্ষে প্রিয় ১ নম্বরকে অভিনন্দন জানানো দরকার, একাজে যেভাবে তিনি অংশ নিয়েছেন।'

'হুররে।' ৫ নম্বর বলে উঠলেন 'অ্যানার প্রতি অভিনন্দন!'

সমস্ত হাতই এবার সেই আগের মত অনুকরণ করল।

'অ্যানার প্রতি।'

১ নম্বর ব্যাপারটা বিদেশী ভঙ্গীতে স্বীকার করলেন। এরপর তিনি উঠে দাঁড়ালে সকলে তাই করল। বাণ্ডল এই প্রথম ৩ নম্বরকে এখন দেখতে পেল তিনি এগিয়ে আসতে—তিনি অ্যানার কাঁধে হাত রাখলে বাণ্ডল দেখল লোকটি বিরাট চেহারার, দীর্ঘকায় একজন পুরুষ।

এরপর সবাই একে একে গোপন দরজা দিয়ে একে একে বেরিয়ে গেলেন। মসগোরোভস্কি দরজা বন্ধ করলেন এরপর। তিনি কয়েকমুহূর্ত অপেক্ষা করলেন, তারপর অন্য দরজা খুলে বৈদ্যুতিক আলো নিভিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

এর প্রায় দু ঘণ্টা পরে উদ্বিগ্ন অ্যালফ্রেড বাণ্ডলকে মুক্তি দেবার জন্য এল। বাণ্ডল প্রায় অ্যালফ্রেডের বাহু বন্ধনেই ধরা দিতে বাধ্য হল বলে অ্যালফ্রেড-কেও ওকে ধরতে হল।

'এ কিছু না', বাণ্ডল বলে উঠল। 'শরীর কাঠ হয়ে গেছে। একটু বসিয়ে দাও।'

'উঃ, ভগবান, মাই লেডি। ভয়ানক ব্যাপার হল', অ্যালফ্রেড বলে উঠল।

'একদম বাজে কথা', বাণ্ডল বলল। 'সবই ঠিকঠাক চমৎকার হয়েছে। এ নিয়ে ঘোঁট পাকিও না, সব হয়ে গেছে। তবে গোলমাল হতে পারত। ঈশ্বরের আশীর্বাদ তা হয়নি।'

'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, ঠিকই বলেছেন মাই লেডি। সারা সন্ধ্যে আমি আধমরা ছিলাম। একদল মজার লোক ওরা।'

'সত্যিই মজার লোক সব', হাত পা ডলাই মলাই করতে করতে উত্তর দিল বাণ্ডল। 'আসলে এমন সব মজাদার মানুষ যে কষ্ট করে বাইরে থাকতে পারে ভাবতেই পারিনি। আজই প্রথম জানলাম রাত্তিরে। সবই কল্পনায় ছিল আমার। এ জীবনে, অ্যালফ্রেড, শিক্ষার বোধহয় শেষ নেই।'

॥ পনেরো ॥
ইনকোয়েস্ট

বাণ্ডল বাড়ি পেঁৗছল প্রায় ভোর ৬টায়। সাড়ে নটায় পোশাক পরে ফিটফাট হয়ে ও জিমি থেসিজারকে ফোন করল।

জিমির দ্রুত উত্তর শুনে একটু আশ্চর্য হল বাণ্ডল। জিমি ব্যাখ্যা করল ও ইনকোয়েস্টে যাচ্ছে বলে তাড়া আছে।

'আমিও যাচ্ছি', বাণ্ডল জানালো 'তোমাকে অনেক কথা বলার আছে।'

'তাহলে, আমিই তোমাকে গাড়িতে নিয়ে যাবো। যেতে যেতে কথা বলা যাবে। কি রকম, বলবে?'

'ভালোই। তবে এরচেয়ে একটু বাড়তি কিছু চাই কারণ, আমাকে চিমনি-তেও নিয়ে যেতে হবে যেহেতু ঠিক চিফ কনস্টেবল আমাকে ওখান থেকেই তুলে নেবেন।'

'কেন?'

'কারণ, তিনি একজন দয়ালু মানুষ', বাণ্ডল বলল।

'আমিও দয়ালু', জিমি উত্তর দিল। 'খুবই দয়ালু।

'ওহ্, তুমি? তুমি এক গর্দভ', বাণ্ডল বলল। 'গতরাতে কাউকে বলতে শুনলাম।

'কে?'

'সঠিক বলতে গেলে - এক রুশ ইহুদী। না, না, একজন— ।'

ওদিক থেকে ভেসে আসা তীব্র প্রতিবাদ ওকে থামিয়ে দিল।

'আমি গর্দভ হতে পারি,' জিমি উত্তর দিল 'তবে কিছুতেই কোন রুশী ইহুদীকে সেটা বলতে দেব না। গতরাতে কি করছিলে, বাগুল?'

'সেটা নিয়েই কথা বলব ভাবছিলাম,' বাগুল বলল। 'যেতে যেতেই বলব। আপাতত বিদায়।'

এমন ভাবে রহস্যময়ীর মত বাগুল রিসিভার নামিয়ে রাখল যে জিমি বিহ্বল হয়ে গেল। বাগুলের কর্মক্ষমতার উপর ওর অপরিসীম শ্রদ্ধা থাকলেও তার মধ্যে কণামাত্রও আবেগ জড়ানো ছিল না।

কফির কাপে শেষ চুমুক দিয়ে ও আপন মনে বলে উঠল, 'ও কোন মতলব এঁটেছে। কোন সন্দেহ নেই ব্যাপারটায়।'

বিশ মিনিট পরে ও টুসীটারকে ব্রুকলীন স্ট্রীট্রে এসে দাঁড়াতে দেখার পরেই দ্রুত নেমে এল বাগুল। জিমি খুব খুটিয়ে কিছু দেখায় অভ্যস্থ নয়, তবু ও লক্ষ্য করল ওর চোখের কোলে কালো গোলাকৃতি দাগ পড়েছে। ওর চেহারায় রাত্রি জাগরণের স্পষ্ট চিহ্ন।

'এবার শোনাও কি খারাপ কাজে হাত লাগিয়েছ?' গাড়ি ছেড়ে দিয়ে প্রশ্ন করল জিমি।

'হ্যাঁ, বলব,' বাগুল বলল। 'কিন্তু আমার কথা শেষ না হলে বাধা দেবে না।'

কাহিনী বেশ দীর্ঘই। জিমি একাগ্রভঙ্গীতে বাগুলেব কাহিনী শুনে চলল অবশ্য যাতে দুর্ঘটনা না ঘটে সে জন্যও সচেষ্ট থেকে। বাগুলের কাহিনী শেষ হলে জিমি দীর্ঘশ্বাস ফেলল তারপর বাগুলের দিকে অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে তাকালো।

'বাগুল?'

'বলে ফ্যালো।'

'শোন, আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছো না তো?'

'মানে, কি বলছ?'

'মাপ চাইছি,' জিমি ক্ষম চাইলো। 'আসলে সব যেন স্বপ্নের মধ্য দিয়ে ঘটছে মনে হয়।'

'বুঝেছি,' বাগুল সহানুভূতির সঙ্গে উত্তর দিল।

'এ অসম্ভব,' নিজের মনোভাব বিবেচনা করেই জিমি বলল।' সুন্দরী

বিদেশিনী উত্তেজনা শিকারী, আন্তর্জাতিক দস্যুদল, রহস্যময় ৭ নম্বর, যার পরিচয় কেউই জানেনা, —কতবার বইয়ে এরকম পড়েছি।'

'নিশ্চয়ই পড়েছ। আমিও পড়েছি। তা বলে বাস্তবে এটা ঘটবে না তার কারণ নেই।'

'না, তা নেই,' জিমি স্বীকার করল।

'মোট কথা উপন্যাসের কাহিনী তো বাস্তবেরর উপর নির্ভর করেই লেখা হয়। মানে, কোন একটা ঘটনা না ঘটলে মানুষ তা কি করে ধারণা করবে?'

'তোমার কথায় যুক্তি আছে তা ঠিক.' স্বীকার করল জিমি। 'তবু জেগে আছি কি না বোঝার জন্য নিজেকেই চিমটি কাটছি।'

'আমারও এরকম হয়েছিল।'

জিমি দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

'যাই হোক, আমরা জেগেই আছি। দাঁড়াও, একজন রুশ. একজন আমেরিকান, একজন ইংরেজ – এক অষ্ট্রিয়ান বা হাঙ্গারীয় – আর সেই মহিলা, তার যা কিছু জাতীয়ত্ব হতে পারে। হুম বেশ খিচুড়ি মার্কা জমায়েত বলতেই হবে।'

'আর একজন জার্মানও,' বাণ্ডল বলল। 'জার্মানের কথাটা ভুলে গেছ।'

'ওঃ,' জিমি বলে উঠল। 'তোমার কি ধারণা— ?'

'২ নম্বর অনুপস্থিত। সেই অনুপস্থিত ২ নম্বর হল বাওয়ার—আমাদের সেই ফুটম্যান। বুঝতে পারছি যে রিপোর্ট ওরা চাইছিল তা আসেনি কেন, অবশ্য চিমনি সম্বন্ধে কি রিপোর্ট থাকতে পারে জানি না।'

'নিশ্চয়ই জেরি ওয়েডের মৃত্যুর ব্যাপারে কিছু,' জিমি বলল। 'এমন কিছু আছে যা আমরা ধারণা করতে পারছি না। তুমি বলতে চাও, ওরা বাওয়ারের নামটা বলেছে?'

মাথা নোয়াল বাণ্ডল।

'ওরা তাকে চিঠিটা খুঁজে না পাওয়ার জন্য দোষ দিচ্ছিল।'

'হুঁ যা ভেবেছ সেটাই হয়তো ঠিক। বাণ্ডল, কিছু মনে কোরোনা, কথাটা বুঝতে পারছি না, তুমি বলছ ওরা আগামী সপ্তাহে ওয়াইভের্ণ অ্যাবীতে আমার যাওয়ার কথাটা জানে?'

'হ্যাঁ, ওই আমেরিকান—না, রুশী বলল ভাববার কারণ নেই—যেহেতু তুমি একটা গাধা।'

'আহ্!' জিমি বলল। ও গাড়ির গতি বাড়িয়ে দিল। 'আমাকে যে কথাটা বলেছ তার জন্য খুশি হলাম। ঘটনাটায় ব্যক্তিগত আগ্রহ জেগে উঠছে আমার। কয়েক মিনিট চুপচাপ থেকে ও আবার বলল, 'তুমি বলছ সেই জার্মান লোকটির নাম এবারহার্ড?'

'হ্যা, কিন্তু কেন?'

'এক মিনিট দাঁড়াও। কিছু মনে পড়ছে। এবারহার্ড—এবারহার্ড—হ্যাঁ, ঠিক, ওটাই সেই নাম।'

'ব্যাপারটা বলো তো।'

এবারহার্ড একজন আবিষ্কারক, সে একটা জিনিস আবিষ্কার করে সেটা পেটেণ্ট নিয়ে বিক্রি করতে ইচ্ছুক। আমি অত খুঁটিনাটি বিষয় জানি না। তবে তার আবিষ্কার হল একটা তার ইস্পাতের চেয়েও শক্ত আর ঘাতসহ হয়ে যায়। এবারহার্ড উড়োজাহাজ নিয়ে গবেষণা করেছেন পরে তার ধারণা হল তার আবিষ্কার উড়োজাহাজের ওজন দারুণ ভাবেই কমিয়ে দেবে আর এ হবে বৈপ্লবিক, অবশ্য দামের দিক থেকে। আমার বিশ্বাস তিনি তার আবিষ্কার জার্মান সরকারকে দিতে চেয়েছিলেন, তবে তারা নিতে অস্বীকার করে তারা এতে কিছু ত্রুটি দেখতে পায়—তবে সেটা খুব কদর্যভঙ্গীতে করে তারা। তিনি কাজ আরম্ভ করে বাধা এড়িয়েও যান। তবু ওদের ব্যবহারে তিনি আঘাত পান আর মনে মনে ঠিকও করেন কোনভাবেই ওদের ওই আবিষ্কারের ফল ভোগ করতে দেবেন না। আমি প্রথমে ভেবেছিলাম সব ব্যাপারটাই ফাঁকা আওয়াজ—তবে এখন আর তা ভাবছি না।'

'ঠিক তাই,' বাণ্ডল বলে উঠল সাগ্রহে। 'তোমার কথাই ঠিক, জিমি। এবারহার্ড নিশ্চয়ই আমাদের সরকারের কাছে ওটা বিক্রির প্রস্তাব করেছে। সরকার অবশ্যই স্যর অসওয়াল্ড কুটের বিশেষজ্ঞর অভিমত যাচাই করতে চাইছেন। অ্যাবীতে তাই একটা বেসরকারী সভা হতে চলেছে। ওখানে হাজির থাকছেন স্যর অসওয়াল্ড, জর্জ, বিমান মন্ত্রী আর এবারহার্ড। এবারহার্ডের কাছে নিশ্চয়ই পরিকল্পনাটার খসড়া বা নকশা নিশ্চয়ই থাকতে বাধ্য।'

'নিশ্চয়ই ফর্মূলা,' জিমি বলে উঠল। 'একে ফর্মূলাই বলে বোধ হয়।'

'হুঁ, বুঝেছি, ওর কাছে ওই বিশেষ ফর্মূলাটা থাকবে আর সেভেন ডায়ালস সেটা চুরি করার চেষ্টা করবে। মনে পড়ছে সেই রুশী লোকটা বলছিল এটার দাম লক্ষ লক্ষ টাকার কম নয়।'

'মনে হচ্ছে এটাই ঠিক,' জিমি বলল।

'কয়েকটা জীবনের বিনিময়ে, কে একজন বলেছিল,' বাগুল বলে উঠল।

'সেই রকমই তো মনে হচ্ছে,' জিমি বলতেই ওর মুখ মেঘাচ্ছন্ন হয়ে উঠল। 'আজকের ইনকোয়েস্টের কথাটা ভাবো। আচ্ছা, বাগুল, রণি ডেভেরো মারা যাওয়ার আগে আর কিছুই বলেনি?'

'না,' বাগুল বলল। 'শুধু ওই কথাই। সেভেন ডায়ালস। জিমি থেসিজারকে বলে দিও। বেচারী এটুকুই শুধু বলতে পেরেছিল।'

'একবার যদি জানতে পারতাম ও কি জানতো,' জিমি বলল। 'তবে আমরা একটা আবিষ্কার করতে পেরেছি। আর সেটা হল ওই ফুটম্যান বাওয়ার নিশ্চয়ই জেরি ওয়েডের মৃত্যুর ব্যাপারে দায়ী। তুমি নিশ্চয়ই জানো, বাগুল—।'

'কি?'

'মাঝে মাঝে অত্যন্ত দুশ্চিন্তা হয়। পরের শিকার কে হবে? এরকম ব্যাপারে কোন মেয়ের জড়িয়ে পড়াটা ঠিক নয়।'

বাগুল মনে মনে অনিচ্ছা সত্বেও হাসল। ও বুঝল লোরেন ওয়েডের দলে ওকে ফেলতে জিমি থেসিজারের ঢের সময়ই লেগেছে।

'তবে আমার চেয়ে তোমার শিকার হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি,' হাসিমুখে বলল বাগুল।

'দারুণ বলেছ,' জিমি বলে উঠল। 'তবে অন্য পক্ষের কয়েকট লাশ ফেলতে পারলে কেমন হয়? আর সকাল থেকেই নিজেকে কেমন যেন রক্ত লোলুপ বলে ভাবতে ইচ্ছে করছে। আচ্ছা, বাগুল, ওই দলের কাউকে দেখলে চিনতে পারবে?'

একটু ইতস্ততঃ করল বাগুল।

'মনে হয় ৫ নম্বরকে চিনতে পারি,' শেষ পর্যন্ত বলল ও। 'লোকটার কথা বলার ভঙ্গী কি রকম অদ্ভুত, সাপের মত হিস্‌হিস্‌ করা। মনে হচ্ছে এটাই চিনিয়ে দেবে লোকটাকে।'

'ইংরেজ লোকটা?'

মাথা ঝাঁকালো বাগুল।

ও বলল, 'সামান্য একটু দেখেছিলাম ওকে—এক ঝলক শুধু—লোকটার গলার স্বরও সাধারণ। একমাত্র লক্ষনীয় লোকটার চেহারা বিরাট।'

'দলে একজন স্ত্রীলোক রয়েছে,' জিমি বলল। 'সেটাই আশার কথা। তবে তার যে সামনা সামনি পড়বে তার কোন নিশ্চয়তা নেই। স্ত্রীলোকটির

কাজ হয়তো যত নোঙরা পদ্ধতির। সে হয়তো কামুক ক্যাবিনেট মন্ত্রীদের কব্জা করে গোপন সরকারী নথীপত্র বের করে নেয়। বইয়ের পাতায় এই কাহিনীই থাকে। অবশ্য আমি একজন মাত্র ক্যাবিনেট মন্ত্রীকে চিনি যে ভদ্রলোক গরম জলে লেবুর রস মিশিয়ে খেতে চান।'

'জর্জ লোম্যাক্সের কথাটা ভেবে নাও,' বাণ্ডল উত্তর দিল। 'তাকে কি লম্পট মনে করো যিনি বিদেশিনীর সঙ্গে ঘুরঘুর করতে পারেন?' হেসে বলল বাণ্ডল।

ওর সমালোচনা শুনে মাথা নাড়ল জিমি।

'এবার আমাদের সেই রহস্যময় ৭ নম্বর,' ও বলল। 'লোকটা কে নিশ্চয়ই তোমার কোন ধারণা নেই?'

'কণা মাত্রও না।'

'আবার সেই বইয়ে যেমন থাকে, তিনি হয়তে এমনই কেউ যাকে আমরা সবাই চিনি। জর্জ লোম্যাক্সও তো হতে পারেন?'

বাণ্ডল মাথা ঝাঁকালো।

'বইয়ে এরকম হলে মানাতে পারে,' ও বলল। 'কডার্সদের আমি যতদূর জানি এরকম কিছু হলে দারুণ উত্তেজনার কাণ্ডই হতো।'

জিমি সেকথা মানতে বাধ্য হল। ওদের কথাবার্তার ফাঁকে মাঝে মাঝে গাড়িরগতি কমে আসছিল। ওরা চিমনিতে পৌঁছে কর্ণেল মেলরোজকে অপেক্ষা করতে দেখল। বাণ্ডল জিমির পরিচয় দেবার পর তিন জনেই রওয়ানা হল।

কর্ণেল মেলরোজ যেমন বলেছিলেন সেই রকম সমস্ত ব্যাপারটাই বেশ সহজ ভাবেই শেষ হল। বাণ্ডল ওর সাক্ষ্য দিল, ডাক্তারও দিলেন। এলাকায় রাইফেল ছোঁড়া হয় সে সাক্ষ্যও পাওয়া গেল। দুর্ঘটনাতেই মৃত্যু ঘটেছে বলেই রায় দেয়া হল।

কাজ শেষ হলে কর্ণেল মেলরোজ নিজে থেকেই বাণ্ডলকে চিমনিতে পৌঁছে দিতে চাইলেন, অন্যদিকে জিমি থেসিজার লণ্ডনে ফিরে গেল।

হালকা চালে চললেও জিমির মনে বাণ্ডলের কথাগুলো একেবারে গেঁথে গিয়েছিল। ও খুবই চিন্তায় পড়ে গেল।

ও এক সময় আপন মনেই বলে উঠল, 'বন্ধু রণি, আমি হাল ছাড়ছি না, এর শেষ দেখব।

আরও একটা চিন্তাও ওর মনে খেলে গেল। লোরেন! সেও কি বিপদে পড়তে যাচ্ছে?

দু এক মিনিট ভেবেই ও রিসিভার তুলে লোরেনকে ফোন করল।

'আমি—আমি জিমি বলছি। তুমি বোধ হয় ইনকোয়েস্টের ফল জানতে চাইবে। দুর্ঘটনা বলেই রায় দেয়া হয়েছে।'

'ওহ্ - কিন্তু...।'

হ্যাঁ, তবু আমার মনে হয় এর মধ্যে কিছু আছে। করোনার বলেছেন কেউ ব্যাপারটা চাপা দেবার চেষ্টা চালাচ্ছে। আমি বলতে চাই, লোরেন - ।'

'বল।'

'দেখ—আমার ধারণা একটা কিছু ঘটে চলেছে। তুমি নিশ্চয়ই খুব সাবধানে থাকবে তো? অন্ততঃ আমার জন্য।'

জিমির ওপাশে লোরেনের কণ্ঠস্বরের আতঙ্ক টের পেতে দেরি হল না।

'জিমি—তোমার পক্ষেও তো বিপদের সম্ভাবনা আছে।'

জিমি হেসে উঠল।

'ওহ্ এ নিয়ে ভেবোনা, সব ঠিক আছে। আমার বিড়ালের মত নটা জীবন আছে। বিদায়, কেমন?'

দু এক মিনিট অপেক্ষা করার পর ও ষ্টিভেন্সকে ডাকল।

ষ্টিভেন্স, আমার জন্য একটা পিস্তল কিনে আনতে পারবে।'

'একটা পিস্তল স্যর?' শিক্ষার গুণে স্টিভেন্সের মধ্যে কোন প্রতিক্রিয়া দেখা গেলনা। ও বলল আবার, 'কি ধরণের পিস্তল দরকার, স্যর?'

'ঘোড়া টেনে দিলে যে পিস্তল থেকে আঙুল না সরানো পর্যন্ত গুলি বেরোয়।'

'অটোমেটিক, স্যর?'

'ঠিক,' জিমি বলল। 'অটোমেটিক আর নীলচে নলওয়ালা। দোকান-দার আর তোমার যদি জ্ঞান থাকে এ সম্বন্ধে। আমেরিকান গল্পে নায়ক পিছনের পকেট থেকে এই রকম পিস্তলই বের করে।'

স্টিভেনসের মুখে চকিত হাসি জেগে উঠল।

'বেশির ভাগ আমার দেখা আমেরিকান কিন্তু তাদের পকেট থেকে অন্য কিছু বের করে।'

জিমি থেসিজারের হাসি বাঁধ মানল না।

॥ ষোল ॥

অ্যাবীতে পার্টি

বাণ্ডল শুক্রবার বিকেলে ঠিক সময় মতই ওয়াইভের্ণ অ্যাবীতে চায়ের আমন্ত্রণে হাজির হল। জর্জ লোম্যাক্স ওকে বেশ খাতির করেই অভ্যার্থনা জানাতে এগিয়ে এলেন।

'প্রিয় এইলিন,' জর্জ লোম্যাক্স বলে উঠলেন, 'তুমি আসাতে যে কতখানি খুশি হয়েছি বলে বোঝাতে পারব না। তোমার বাবাকে আমন্ত্রণ জানানোর সময় তোমাকে বলিনি বলে লজ্জিত বোধ করছি। আসলে আমি ভাবতেই পারিনি এ ধরণের পার্টিতে তোমার আসতে ইচ্ছে করবে। লেডি কেটারহ্যাম যখন তোমার কি বলে, এই রাজনীতিতে আগ্রহ আছে বললেন, আমি দারুণ আশ্চর্য আর খুশি হয়ে উঠেছিলাম।'

'আমার খুবই আসতে ইচ্ছে হচ্ছিল,' বাণ্ডল সরল অথচ বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে উত্তর দিল।

'মিসেস মাকাটা পরের ট্রেনের আগে আসছেন না,' জর্জ বললেন। 'উনি গত রাত্তিতে ম্যানচেষ্টারে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। তুমি থেসিজারকে চেনো? খুব চৌকশ ছেলে। বিদেশের রাজনীতিতে বেশ পাকাপোক্ত। ওর বাইরেটা দেখলে বোঝা যায় না।

'আমি মিঃ থেসিজারকে চিনি,' বাণ্ডল এগিয়ে আসা জিমির করমর্দন করে বলে উঠল। জিমি মিষ্টি হাসল। গাম্ভীর্য আনাব জন্য ও মাথার মাঝ ববাবর সিঁথি করেছিল।

জর্জকে একটু দূরে সরে যেতে দেখে জিমি বলে উঠল, 'বাণ্ডল, একটা কথা। রাগ কোরনা, আমাদের এই ব্যাপারটার বিষয় বিলকে বলেছি'

'বিল?' বাণ্ডল একটু অসন্তুষ্টস্বরে বলল।

'মানে, বিলকে তোমারও জানা আছে,' জিম বলল। তাছাড়া ও রণিবও খুব বন্ধু ছিল, তেমনি জেরিরও।'

'ওহ্, হ্যাঁ আমি তা জানি।'

'রাগ করোনি তাহলে?'

'না, বিলকে বলে ঠিকই করেছ,' বাণ্ডল বলল। 'তবে আমি অন্য কথা ভাবছিলাম। বিল সব কিছু পণ্ড করায় ওস্তাদ।'

'মানসিক ভাবে চটপটে নয়?' জিমি বলল। 'তবে একটা ব্যাপার ভুলে যাচ্ছ- বিলের হাতের ঘুসিটা জব্বর। আমার মনে হচ্ছে এরকম একটা' ঘুসি দেবার হাতের দরকার হবে।'

'তোমার কথাই হয়তো ঠিক। ও ব্যাপারটা কি ভাবে নিল?'

'প্রথমে মাথা টিপে ধরল – তারপর বোধ হয় বিষয়টা বুঝতে পারে। একটু একটু করে ওর মাথায় সব ব্যাপার ঢুকিয়ে দিয়েছি। অতএব মৃত্যু পর্যন্তও আমাদের সঙ্গেই আছে।'

আচমকা হাজির হলেন জর্জ।

'তোমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই, এইলিন। উনি হলেন স্যর স্ট্যানলী ডিগবি আর ইনি লেডি এইলিন ব্রেণ্ট।' বিমান মন্ত্রী ভদ্রলোক গোলগাল চেহারার সদাহাস্য একজন মানুষ। মিঃ ও'রুরকে লম্বা চেহারার নীলাভ চোখ হাসিখুশি মানুষ, মুখভাবে আইরিশ ঢঙ স্পষ্ট। তিনি বাণ্ডলকে হাসি মুখে অভিনন্দন জানালেন।

'আমি ভেবেছিলাম এই পার্টি বুঝি নীরস কোন ব্যাপারই হবে,' তিনি চাপা স্বরে বললেন।

বাণ্ডল এরপর বেশ চকিত ভঙ্গীতে অপেক্ষা করছিল কখন মিসেস মাকাটা হাজির হবেন। ভদ্রমহিলার সঙ্গে সাক্ষাত যে বেশ হৃদ্যতাপূর্ণ হবে না বাণ্ডল বেশ উপলব্ধি করতে শুরু করেছিল।

ও প্রথম ধাক্কাটা খেল তিনি যখন ওপর থেকে নেমে এলেন। গম্ভীর মুখে কালো লেস বসানো ফ্রক পরিহিত হয়ে তিনি হলঘর পেরিয়ে গেলেন। সেখানে ফুটম্যানের পোশাকে একজন উপস্থিত দেখল বাণ্ডল। লোকটিকে অবশ্য যদি ফুটম্যান বলা যায়। চৌকো আকৃতির বিশালদেহী লোকটি নিজেকে গোপনে রাখতে সক্ষম হননি বলার অপেক্ষা রাখেনা। বাণ্ডল থমকে দাঁড়িয়ে তাকালো।

'সুপারিণ্টেডেণ্ট ব্যাটল,' ও বলে উঠল চাপা স্বরে।

'ঠিক বলেছেন, লেডি এইলিন।'

'ওহ!' কি বলবে না ভেবেই বলল বাণ্ডল। 'আপনি—আপনি কি এখানে—?'

'সব কিছুর উপর চোখ রাখতে এসেছি।'

'বুঝেছি।'

'সেই সাবধান করে দেয়া চিঠি,' সুপারিণ্টেডেণ্ট বললেন। 'মিঃ লোম্যাক্স

বেশ ভয় পেয়ে গেছেন ওই চিঠি পেয়ে। আমাকে ছাড়া আর কারও উপর আস্থা নেই তার তাই আমাকেই আসতে হল।'

'কিন্তু আপনি কি ভাবেন—', বাগুল বলতে গেল। ও বলতে পারল না ব্যাটলের ছদ্মবেশটা একেবারেই তেমন হয়নি। ওর মধ্যে একজন পুলিশ অফিসারের ভাব বেশ স্পষ্ট হয়ে রয়েছে। বাগুল ভাবতে পারল না কোন পাকা অপরাধী ওকে দেখে পুলিশ কর্মচারি বলে চিনে ফেলবে না।

'তাহলে আপনি ভাবছেন', সুপারিটেনডেণ্ট বললেন, বেশ গম্ভীর হয়েই, 'আমাকে সহজেই চিনে নেয়া যাচ্ছে ?'

'হ্যাঁ, মানে সেই রকমই মনে হচ্ছিল', বাগুল একটু ইতস্ততঃ করতে চাইল।'

বাগুল টের পেলনা সুপারিণ্টেডেণ্ট ব্যাটলের কাঠের মত কঠিন মুখখানায় হাসি নামক বস্তুর সামান্য একটা রেশ যেন জেগে উঠল।

'তার অর্থ বলছেন যে তারা সতর্ক হয়ে যাবে ? কিন্তু এটা করলে ক্ষতিই বা কি ?'

ক্ষতি কি ?' বাগুল প্রায় বোকার মতই কথাটার পুনরাবৃত্তি করল

সুপারিটেনডেণ্ট আস্তে আস্তে মাথা দোলালেন।

'আমরা কোন রকম অসন্তোষের ব্যাপার চাই না। তাই না ?' তিনি বললেন। 'আমরা বেশি চালাক হওয়া পছন্দ করছি না—শুধু সবাইকে জানিয়ে দিতে চাই এখানে আসল কেউ উপস্থিত রয়েছে, ব্যাস এটুকুই '

বাগুল সপ্রসংশ দৃষ্টিতে ব্যাটলকে লক্ষ্য করল। ও বেশ বুঝতে পারল সুপারিণ্টেডেণ্ট ব্যাটলের মত কোন নামকরা পুলিশ অফিসারের উপস্থিতি সহজেই যারা মতলব ফেঁদেছে তাদের কিছুটা ঘাবরে দেবে সন্দেহ নেই।

'বেশি চালাক হতে চাওয়া ভাল নয়', ব্যাটল বললেন। 'আসল উদ্দেশ্য হল সপ্তাহের শেষে কোন রকম ঝামেলা যেন উপস্থিত না হয়।'

বাগুল এগিয়ে চলল আবার। ও শুধু বুঝতে পারছিল না উপস্থিত লোকজনের মধ্যে কজন সুপারিণ্টেডেণ্টকে ছদ্মবেশ সত্ত্বেও চিনে ফেলতে পারে। স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের এই গোয়েন্দাকে কেই বা না চেনে। ড্রয়িং রুমে ও দেখতে পেল জর্জ একখানা কমলা রঙের খাম হাতে ভ্রূ কুঁচকে দাঁড়িয়ে রয়েছেন।

'খুবই বিরক্তিকর', তিনি বলে উঠলেন। 'মিসেস মাকাটার কাছ থেকে এই টেলিগ্রাম এসেছে, তিনি জানিয়েছেন আমাদের সঙ্গে যোগ দিতে

আসতে পারবেন না। তার ছেলেমেয়েরা মাম্পসে আক্রান্ত।'

বাঙুলের বুক থেকে একটা চাপ নেমে গেল যেন।

'এজন্য বিশেষ করে তোমার জন্যই ভাবছি, এইলিন', জর্জ দুঃখিতভাবে বললেন। 'আমি জানি কতখানি আগ্রহ নিয়ে তুমি তার সঙ্গে দেখা করার আশায় ছিলে। কাউন্টেসও খুব হতাশ হয়ে পড়বেন।'

'না, না, এ নিয়ে ভাববেন না', বাঙুল বলল। 'বরং উনি এসে আমাকেও মাম্পস ধরিয়ে দিলে খুব খারাপ লাগত।'

'হুঁ, কথাটা ঠিকই', জর্জ বললেন। 'তবে আমার মনে হয় না মাম্পস রোগ এভাবে ছড়ায়। আমার মনে হয় না মিসেস মাকাটা এ ধরণের কোন ঝুঁকি নিতেন। মিসেস মাকাটা অত্যন্ত নীতিনিষ্ঠ সামাজিক মহিলা, দায়িত্ববোধ তাঁর অসীম। বর্তমানে জাতীয় জীবনে আমাদের—।'

সামাজিক ন্যায় সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতে গিয়ে আচমকা থেমে গেলেন জর্জ লোম্যাক্স। 'এজন্য অন্য সময় পাওয়া যাবে', বললেন তিনি। 'সৌভাগ্যবশতঃ তোমার এজন্য কোন তাড়া থাকার দরকার নেই। কিন্তু দুঃখের বিষয় কাউন্টেস বেচারি শুধু—।'

বাঙুল তার কথার মাঝখানেই বলে উঠল, 'উনি হাঙ্গারীয়, তাই না?' ও কাউন্টেস সম্পর্কে বেশ আগ্রহী তা বলাই বাহুল্য।

'হ্যা। তুমি নিশ্চয়ই তরুণ হাঙ্গারীয় দলটার কথা শুনেছ। কাউন্টেস ওই দলের নেত্রী। মহিলা স্বাস্থ্যবতী, অল্পবয়সে বিধবা হন। তিনি তার সব টাকা পয়সা আর গুণ জয়সেবায় নিয়োগ করেছেন। তিনি বিশেষ করে নিজেকে সঁপে দিয়েছেন শিশু মৃত্যুর সমস্যা নিরসনে। হাঙ্গারীতে এই সমস্যা মারাত্মক হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমি—আরে, ওই তো, হের এবারহার্ট এসে গেছেন।'

জার্মান ইঞ্জিনীয়ার ভদ্রলোক বাঙুল যা ভেবেছিল তার চেয়েও কম বয়সের। ওর বয়স তেত্রিশ কি চৌত্রিশের বেশি হবে না বলেই বাঙুলের মনে হল। তিনি বেশ সপ্রতিভ, হাসিখুশি। অথচ ভদ্রলোকের ব্যক্তিত্বের মধ্যে কোন অহঙ্কারের চিহ্ন নেই। নীলাভ দুই চোখে বরং একটু লাজুক প্রকৃতিই স্পষ্ট। সেখানে ধূর্ততার চিহ্নমাত্র ছিলনা। বারবার নখ কামড়ানোর যে অভ্যাসের কথা বিল বলেছিল সেটা সম্বন্ধে বাঙুলের মনে হল, ব্যাপারটা অভ্যাসের চেয়ে বোধ হয় স্নায়বিকই হবে। ভদ্রলোকের কৃশ, পাতলা চেহারা দেখে মনে হয় যেন কিছুটা রক্তশূন্যতায় ভুগছেন।

তিনি বাগুলের সঙ্গে ভাষা ভাষা ইংরাজীতে বিসদৃশ ভাবে কথা বলার সময়েই হাজির হলেন হাসিখুশি মিঃ ও'রুরকে। বাগুল হাঁফ ছাড়ল। একটু পরেই উপস্থিত হল বিল। বিল একেবারে ঝড়ের বেগেই ঢুকেছিল ওর স্বভাব মতই। ও সোজা বাগুলের কাছে হাজির হল বেশ কিছুটা আশ্চর্য হয়েই।

'হ্যাল্লো, বাগুল, শুনলাম তুমিও এসেছ। সারা বিকেল নাকে দড়ি দিয়ে ঘুরিয়েছে বলে আগে তোমার সঙ্গে দেখা করতে পারিনি।'

'সরকারী কাজের দায়িত্বের বোঝা বোধ হয়. তাই না?' মিঃ ও'রুরকে হেসে বললেন।

বিল দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

'বুঝিনা আপনারা কি চান,' ও অনুযোগ করল। 'বেশ ভাল মানুষের মত চেহারা বটে, তবু বডার্সকে সহ্য করা যায় না। সারাটা দিনরাত কেবলই ছুটে বেড়ানো। যা করি তাই ওর কাছে ভুল, যা করিনি সেটাই শুধু ঠিক।'

'প্রার্থনা সঙ্গীতের মত আর কি', জিমি ফোড়ন কাটল হাজির হয়ে

বিল ওর দিকে অনুযোগের দৃষ্টিতে তাকালো।

'আমি যে কোন ঝামেলায় পড়েছি কেউই বুঝবে না', ও বলল।

'সেই কাউন্টেসের পরিচর্যা করছিলে বোধহয়', জিমি বলল। 'বেচারা। তোমার মত নারীবিদ্বেষীর মহা শাস্তি বটে।'

'তার মানে?' বাগুল বলে উঠল।

'চা পানের পর', জিমি হেসে বলল, 'কাউন্টেস বিলকে এই প্রাচীন বাড়িটা তাকে ঘুরিয়ে দেখাতে বলেন।'

'মানে, ইয়ে, আমি বাধা দেব কি করে?' বিল বলল। ওর মুখখানা ইঁটের মত লাল হয়ে উঠেছিল।

বাগুল সামান্য অসোয়াস্তি বোধ করল। ও বিল এভারসলের সুন্দরী মেয়েদের কাছে গলে পড়ার ব্যাপারটা ভালই জানত।

কাউন্টেসের মত মহিলার হাতে ও হয়ে পড়বে একতাল মোম। ও তাই জিমির পক্ষে বিল এই ব্যাপারে জড়ানো ঠিক হয়েছে কিনা ভাবতে শুরু করল।

'কাউন্টেস বেশ চমৎকার মহিলা', বিল বলে উঠল। 'বেশ বুদ্ধিমতী। বাড়িটা যখন ঘুরে দেখছিলেন তাকে দেখলে পারতে, বাগুল। কতরকম সব প্রশ্ন করছিলেন।'

'কি ধরণের প্রশ্ন ?' বাগুল আচমকা জানতে চাইল।

বিল কিছুটা অস্পষ্ট জবাব দিল 'মানে, ঠিক বুঝিনি। এ বাড়ির ইতিহাস' জানতে চাইলেন। আসবাবপত্র সম্পর্কেও জানতে চাইলেন। এমন অদ্ভুত সব প্রশ্ন।'

ঠিক ওই মুহূর্তেই ঘরে ঢুকলেন কাউন্টেস। তাকে দেখে কিছুটা হাঁফিয়ে পড়েছেন মনে হল। কালো মখমলের আঁটোসাঁটো পোশাকে তাকে দারুণ লাগছিল। বাগুল লক্ষ্য করল কাউন্টেসকে দেখেই বিল যেন মাধ্যাকর্ষণের আকর্ষণে কাউন্টেসের কাছে পৌঁছে গেল। চশমা পরা গম্ভীর ভদ্রলোক হাজির হল।

''বিল আর পঙ্গো দুজনে বেকায়দায় পড়েছে', হেসে বলল জিমি।

বাগুল অবশ্য ব্যাপারটা হাসির মত কিছু বলে ভাবতে পারল না।

॥ সতেরো ॥

নৈশ ভোজের পর

জর্জ মানুষটি আধুনিকতায় তেমন আগ্রহী ছিলেন না। অ্যাবীতে তাই আধুনিক তাপ বিকিরণের ব্যবস্থাও ছিল না। তাই নৈশভোজের পর মহিলারা ড্রয়িংরুমে ঢোকার পর সান্ধ্য পোশাক বেশ অপ্রতুল বলেই ভাবতে লাগলেন। অতএব ঘরে যে কাঠের চুল্লীর ব্যবস্থা ছিল মহিলারা তার পাশেই জমা হলেন।

কাউন্টেসের মুখ দিয়ে একটা বিদেশী শব্দ ছিটকে এলো। লেডি কুট তার গায়ের স্কার্ট ভাল করে জড়িয়ে নিলেন।

'জর্জ কেন যে বাড়িটায় ভাল উত্তাপের ব্যবস্থা করেন না কে জানে', বাগুল বলে উঠল।

'আপনারা ইংরেজরা বাড়ি গরম করতে চান না', কাউন্টেস বললেন। একটু নীরবতা নামল যেহেতু কাউন্টেস বেশ বিরক্ত বোধ করতে চাইছিলেন কথাবার্তা জমছিলনা দেখে।

লেডি কুট বলে উঠলেন', মিসেস মাকাটার ছেলেমেয়েদের মাম্পস হওয়াটা বেশ আশ্চর্য ব্যাপার। ঠিক মজার ব্যাপার অবশ্য বলছি না—।'

'মাম্পস কি ?' কাউন্টেস জানতে চাইলেন।

বাগুল আর লেডি কুট দুজনে অনেক কসরৎ করে কাউণ্টেসকে ব্যাপারটা বোঝাতে শুরু করল।

'হাঙ্গারীয় শিশুদেরও বোধহয় এ রোগ হয়, লোডি কুট বললেন।

'কি বলছেন ?' কাউণ্টেস বললেন।

'হাঙ্গরীয় শিশুদের মাম্পস হয় ?'

'আমি জানিনা', কাউণ্টেস বললেন। 'আমি কি করে জানব ?'

লেডি কুট একটু আশ্চর্য হয়ে তাকালেন।

'আমি শুনেছি আপনি শিশুদের মধ্যে কাজ করেন—।'

'ওহ, এই কথা', কাউণ্টেস পা ছড়িয়ে বসলেন, তারপর তরতর করে বলতে আরম্ভ করলেন. 'কত ভয়ঙ্কর সব ব্যাপার দেখেছি ভাবলে স্তম্ভিত হবেন।

কাউণ্টেস বর্ণনা করে গেলেন যুদ্ধের পর অনাহার আর অন্যান্য কত ভয়ানক পরিস্থিতি তিনি দেখেছেন। বাগুলের কাছে মহিলার কথাবার্তা বেশ নাটকীয় লাগলেও ওর মনে হল যেন গ্রামোফোন রেকর্ড বেজে চলেছে। পিন বসিয়ে শুধু চালিয়ে দিলেই হল।

লেডি কুট প্রায় মুগ্ধ হয়ে কাউণ্টেসের কথা শুনছিলেন। মাঝে মাঝে তার মুখ প্রায় হাঁ হয়েও যাচ্ছিল। মাঝে মাঝে তিনি দু একটা মন্তব্যও করছিলেন। যেমন, 'আমার এক আত্মীয়ার তিনটে বাচ্চা আগুনে পুড়ে যায়। কি ভীষণ ব্যাপার একবার ভাবুন।'

কাউণ্টেস অবশ্য এসব গ্রাহ্য করছিলেন না, তিনি নিজের বর্ণনাতেই মশগুল। তিনি এবার বললেন, 'আমাদের টাকা আছে, কিন্তু ভাল সংগঠন নেই। এটাই আমাদের দরকার।'

আমার স্বামীও তাই বলেন,' লেডি কুট বললেন। 'কোন কিছুই 'নয়ম ছাড়া হয়না।' দীর্ঘশ্বাস ফেললেন তিনি। তার মনের পরদায় স্যর অস-ওয়াল্ডের জীবনের নানা ঘটনার ছবি ফুটে উঠতে চাইছিল।

কি মনে করে তিনি বাগুলকে বললেন', আচ্ছা, লেডি এইলিন, বলুন তো আপনাদের বাগানের ওই প্রধান মালীকে পছন্দ করেন আপনি ?'

'কে ? ওহ্ ম্যাকডোনাগু ? মানে', একটু ইতস্তত: করলো বাগুল', 'ওকে সবাই চট করে পছন্দ করেনা, তবে ও খুবই দক্ষ আর কাজের লোক।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, তা জানি', লেডি কুট বললেন।

'ওকে নিজের কাজ করতে দিলে ও ঠিক আছে।'

'তাতো নিশ্চয়ই', লেডি কুট উত্তর দিলেন।

'আমার পছন্দ উঁচু জাতের বাগান', স্বপ্নিল ভঙ্গীতে বললেন কাউন্টেস। বাগুল হাঁ করে তাকাতে একটু বাধা পড়ল। ওই মুহূর্তেই ঘরে ঢুকল জিমি থের্সজার।

জিমি স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গীতে বাগুলকে বলে উঠল, 'সেই ছবিগুলো দেখবে নাকি? ওগুলো তোমার অপেক্ষায় আছে।'

বাগুল দ্রুত ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসতে জিমি ওকে অনুসরণ করল।

'কোন ছবির কথা বললে?' বাগুল এবার প্রশ্ন করল।

'ছবিটবি নেই', জিমি উত্তরে বলল। 'তোমাকে বাইরে আনার জন্যই কথাটা বলেছি। বিল আমাদের জন্য লাইব্রেরীতে অপেক্ষা করছে। সেখানে আর কেউ নেই।'

বিল লাইব্রেরীতে পায়চারি করছিল। দেখেই বোঝা যায় তার মন বেশ চঞ্চল।

'শোন, ব্যাপারটা আমার ভাল লাগছে না', ওদের দেখেই বিল বলে উঠল।

'কি ভাল লাগছে না?'

'এই যে এ ব্যাপারে তুমি ঢুকে পড়েছ। আমি বলছি এ বাড়িতে বেশ একটা ঝামেলা পাকিয়ে উঠতে চলেছে। তারপর—।'

বিল বাগুলের দিকে করুণ হতাশার দৃষ্টিতে তাকাতে ও বেশ একটু উত্তাপের স্পর্শ টের পেল।

'ওকে এর বাইরে রাখা উচিত, তাই না, জিমি?' বিল জিমিকে বলল।

'আমিও ওই কথাই ওকে বলেছি', জিমি উত্তর দিল।

'বাগুল, কথা শোন। কেউ আঘাত পেতে পারে—।'

বাগুল জিমির দিকে তাকালো। 'ওকে কি বলেছ?'

'ওহ। সবই বলেছি।'

'ব্যাপারটা আমি বুঝতে পারছি না', বিল বলে উঠল। 'মানে তোমার ওই সেভেন ডায়ালস নামের জায়গায় যাওয়া।' বিল কাতরভাবে বাগুলের দিকে তাকালো। 'কাজটা ভাল করনি তুমি।'

'কোন কাজ?'

'এই সব ব্যাপারে জড়ানো।'

'মন্দ কি, বেশ উত্তেজনা আছে এতে', বাগুল বলল।

'উত্তেজনা? উত্তেজনা থেকে মারাত্মক ব্যাপার গড়াতে পারে। বেচারি রণির কথাটা ভেবে দেখ।'

'হ্যাঁ, বাগুল বলল। 'তোমার বন্ধু রণির ব্যাপার না হলে আমার মনে হয় না যাকে উত্তেজনা বলছ তার সঙ্গে নিজেকে জড়াতাম। আমি যখন নিজেকে জড়িয়েছি তখন আর চিৎকার করে ঢাক বাজানোর দরকার নেই।'

'আমি জানি, বাগুল তুমি সব কিছু খেলার ছলে নিতে চাও। কিন্তু।'

'ওসব কথা রেখে পরিকল্পনা ছকে ফেলার চেষ্টা করো।'

বাগুল হাঁফ ছাড়ল বিল সঙ্গে সঙ্গেই কথাটায় রাজী হয়ে গেলে।

'ফর্মুলার ব্যাপারে তোমার কথাই ঠিক', বিল বলল। 'এবারহার্ডের কাছে বোধহয় ফর্মুলাটা রয়েছে, আর তা না হলে স্যর অসওয়াল্ডের কাছে। ওটা খুব গোপনে কোন জায়গায় পরীক্ষা করাও হয়ে গেছে। এবারহার্ড তাকে নিয়ে সেখানে ছিলেন। ওরা সবাই এখন ষ্টাডিতে আছেন— অর্থাৎ আসল কাজ শুরু করতে চলেছেন।'

'স্যার ষ্ট্যানলী ডিগবি কতদিন থাকছেন?' জিমি প্রশ্ন করল।

'আগামীকালই শহরে ফিরবেন।'

'হুঁ, তাহলে একটা ব্যাপার পরিষ্কার', জিমি বলল। 'আমি যা ভাবছি তাই যদি হয় তাহলে স্যর ষ্ট্যানলী ফর্মুলাটা তার সঙ্গেই নিয়ে যাচ্ছেন। অতএব কোন বিশেষ মজাদার ঘটনা যদি ঘটে সেটা নিশ্চয়ই আজ রাত্তিরেই ঘটবে।'

'আমারও তাই মনে হয়।'

তাতে কণামাত্রও সন্দেহ নেই। এতে আমাদের পরিধিও বেশ ছোট হয়ে আসছে। অতএব বুদ্ধিমান ছেলের দলকে তাদের বুদ্ধির পরিচয় দেবার সময়ও এসেছে। প্রথম কথা হচ্ছে ফর্মুলাটা আজ রাত্তিরে কোথায় রাখা থাকবে? ওটা এবারহার্ডের হাতে থাকবে না স্যর অসওয়াল্ডের কাছে থাকবে?'

'তাদের কারও কাছেই না। আমার ধারণা ওটা আজ রাত্তিরেই দেয়া হবে বিমান মন্ত্রীর হাতে আর তিনি সেটা কাল শহরে নিয়ে যাবেন। আর এটা হলে ওটা থাকবে ও'রুরকের হাতে। কোন সন্দেহ নেই এতে।'

'তাহলে এর জন্য একটা কাজই কেবল করা চাই। আমরা যদি মনে করি কেউ আজই ওটা হাতাবার চেষ্টা করবে তবে আমাদের কাজ হবে নজর রেখে তা বন্ধ করা। বুঝেছ বিল?'

বাগুল প্রতিবাদ করার জন্য মুখ খুলতে গিয়েও কি ভেবে বলল না।

'হ্যাঁ, একটা কথা', জিম বলে চলল, 'আজ হলঘরটায় কি আমাদের

পুরনো দোস্ত হ্যারোডের কমিশনারকেই দেখলাম নাকি উনি স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের লেসট্রেড।'

'দারুণ আবিষ্কার, ওয়াটসন', বিল বলে উঠল।

'আমার মনে হচ্ছে আমরা ওর কাজে অনধিকার চর্চা করছি', জিমি বলল।

'উপায় নেই', বিল মন্তব্য করল। 'ব্যাপারটা কি জানতে গেলে আমাদের যা করার করতেই হবে।'

'তাহলে সেকথাই রইল,' জিমি বলল। 'আজ রাতটা পাহারায় থাকার জন্য দুটো ভাগ করতে হবে।'

এবারও বাগুল কিছু বলতে গিয়েও বলল না।

'ঠিকই বলেছ', বিল বলল। 'কে কোন ভাগের দায়িত্ব নেবে?'

'টস করব?'

'সেটাই ভাল।'

'বেশ। এই টস করলাম। হেড হলে তোমার আগে, আমার পরে। টেল হলে উল্টোটা।'

বিল একটা টাকা বের করে টস করতে জিমি 'টেল' বলে ঝুঁকে পড়ল দেখতে।

'যাচ্ছেতাই ব্যাপার হল', বিল বলে উঠল বেজার মুখে।' তোমার ভাগেই প্রথম রাতটা পড়ল। যা কিছু মজার ব্যাপারও বোধ হয় তখনই ঘটবে।'

'তা বলা যায় না', জিমি বলল। 'অপরাধীদের মনস্তত্ত্ব অদ্ভুত। তাহলে তোমায় কটার সময় ডাকবো? তিনটে?'

'তাই ভাল।

শেষ পর্যন্ত এবার মুখ খুলল বাগুল।

'আমার কি হবে?' ও বলল।

'কিছুই না। সোজা বিছানায় গিয়ে ঘুম।'

'ওহ্?' বাগুল বলল। 'খুব উত্তেজনার ব্যাপার তো মনে হল না।'

'কে বলতে পারে', জিমি বলল। 'তুমি হয়তো ঘুমের মধ্যেই খুন হয়ে যাবে আর বিল আর আমি বেকসুর ছাড়া পেয়ে যাব।'

'হ্যাঁ, এ রকম সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। জিমি, আমার কিন্তু ওই কাউন্টেসের ভাবভঙ্গী একদম ভাল লাগেনি। আমার ওকে সন্দেহ হয়।'

'একদম বাজে কথা', বিল বলে উঠল। 'উনি সমস্ত রকম সন্দেহের বাইরে।'

'তুমি এটা জানলে কেমন করে ?' বাণ্ডল মন্তব্য করল।

'আমি জানি। কারণ হাঙ্গারীয় দূতাবাসের একজন ওর পক্ষে সবই আমাকে বলেছে।'

'ওহ্!' বাণ্ডল একটু থিতিয়ে গেল।

'তোমরা সব মেয়েই সমান', বিল গজগজ করতে লাগল। 'ভদ্রমহিলাকে দেখতে সুন্দরী বলে—।'

বাণ্ডল এ ধরণের পুরুষালী মন্তব্যের সঙ্গে ভালোই পরিচিত।

ও বলে উঠল, 'তাহলে গিয়ে ওর ঝিনুক-সাদা কানে তোমার বিশ্বাসের কথাটা জানিয়ে এসো না। আমি এখন শুতে চললাম। ড্রইংরুমে থেকে আমার মাথা ধরে গেছে।'

বাণ্ডল দ্রুত চলে যেতে বিল জিমির দিকে তাকালো।

'বাণ্ডল সেই আগের মতই বড় ভালো মেয়ে রয়েছে', ও বলল। 'আমি তো ভেবেছিলাম ওকে নিয়ে ঝামেলায় পড়ব। তোমার নিশ্চয়ই জানা আছে সব ব্যাপারে ও কি রকম আগ্রহ দেখায়। আমার তো মনে হয় ও যে ভাবে ব্যাপারটা নিল তাতে ওকে প্রশংসা করতেই হবে।'

'আমিও তাই ভাবছিলাম', জিমি বলল। 'একটু চিন্তায় পড়ে গিয়েছিলাম।'

'ওর বেশ বুদ্ধি আছে। বাণ্ডলের কথা বলছি। কখন কোন ব্যাপার অসম্ভব বলে মনে হয় ও সেটা বোঝে। একটা কথা, আমার মনে হয় ভাল একটা জোরালো অস্ত্র আমাদের থাকা দরকার। এই ধরণের কাজে নামতে গেলে এটা চাই।'

'আমার কাছে একটা নীল নলের অটোমেটিক আছে', জিমি বলল বেশ গর্ব করে। এর ওজন বেশ কয়েক পাউণ্ড আর দেখতে ভীষণ। তোমার পাহারা দেবার সময় ওটা দেব তোমাকে।'

বিল জিমির দিকে বেশ সমীহ আর ঈর্ষার দৃষ্টিতে তাকালো।

'এটা আনবার কথাটা ভাবলে কেন ?' ও প্রশ্ন করল।

'তা বলতে পারব না', জিমি উত্তর দিল। 'কেন হঠাৎ মনে হল তাই।'

'আশা করি কোন ভুল করে কাউকে শেষে গুলি না করে বসি', উদ্বিগ্ন স্বরে বলল বিল।

'সেটা তাহলে দুর্ভাগ্যেরই হবে', মিঃ জিমি থেসিজার বললেন।

॥ আঠারো ॥

জিমির অ্যাডভেঞ্চার

আমাদের এই বর্ণনা এবার অবশ্যম্ভাবী তিনটি আলাদা ভাগে ভাগ হয়ে যাবে। রাত্রিটা তিনজন মানুষের তিনরকম ভাবে তাদের নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকেই দৃশ্যমানও হয়ে উঠবে।

আমরা এখানে সেই হাসিখুশি আর কর্মঠ মিঃ জিমি থেসিজারকে নিয়েই আরম্ভ করব তিনি যখন তার সঙ্গী ষড়যন্ত্রকারীদের কাছ থেকে বিদায় নিয়েছিলেন, অর্থাৎ সেই বিল এভারসলের কাছ থেকে।

'তাহলে কথা রইল রাত ৩টে', বিল বিদায় নেবার সময় জিমিকে বলল। 'অবশ্য ততক্ষণ যদি বেঁচে থাকো তবেই।'

'আমি গাধা হতে পারি', জিমি জবাব দিল বাণ্ডলের সেই আগের বলা মন্তব্য মনে করে, 'তবে যতখানি দেখায় ততটা নই।'

'জেরি ওয়েডের সম্পর্কেও তাই বলেছিলে', আস্তে আস্তে বলল বিল। 'মনে পড়ছে? আর ঠিক সে রাতেই ও—'

'চুপ করো, মূর্খ কোথাকার', জিমি বলে উঠল। 'একটু বুদ্ধি বিবেচনাও নেই তোমার?'

'আছে বই কি', বিল জবাবে বলল। 'আমি হচ্ছি একজন তরুণ কূটনীতিক। অতএব বিবেচনাবোধ আমার অবশ্যই থাকতে হবে।'

'আহা', জিমি উত্তর দিল। 'তুমি একেবারে কচিকাঁচাদের দলে।'

'আমি বাণ্ডলকে নিয়েই ভাবছিলাম', বিল কথা বদলালো। 'কিন্তু দেখলাম অনেক বদলেছে ও। আমিতো ভেবেছিলাম ওকে সামলানোই কঠিন হবে। ও খুবই উন্নতি করেছে দেখা যাচ্ছে।'

'ঠিক এই কথাই তোমার বড়কর্তা বলছিলেন', জিমি বলল এবার। 'তিনিও বেশ আশ্চর্য হয়েছেন।'

'আমি ভেবেছিলাম বাণ্ডলের কথা আমার মোটা মাথায় ঢুকছে না', বিল বলল। 'কিন্তু কডার্স দেখলাম আমার চেয়েও গাধা, বাণ্ডল যা বলল সেটাই ও বিশ্বাস করে বসেছে। যাক, শুভরাত্রি। আমার ঘুম ভাঙাতে বোধহয় কষ্ট করতে হবে—তবে ভাঙিও ঠিক মত।'

'অবশ্য জেরি ওয়েডের কাছ থেকে কিছু শিখে থাকলে কাজের কাজ করতে', জিমি একটু ঈর্ষার দৃষ্টিতে তাকালো কথাটা বলে।

বিল অনুযোগের দৃষ্টিতে তাকালো।

'মানুষকে অস্বস্তিতে ফেলতে চাও কেন হে?' ও জানতে চাইলো।

'শোধবোধ হয়ে গেল', বিল উত্তর দিল। 'এবার পা চালাও।' তবু নিজে নড়ল না বিল।

ও বলল, 'জিমি, আশা করি ঠিক মত থাকবে। যখনই বেচারা জেরি আর রণির কথা ভাবি—।'

'হুম', জিমি বলল বিল যে মনের কথাই বলেছে সেটা ভেবেই। 'তাহলে তোমায় লিওপোল্ডকে দেখানো দরকার।' পকেট থেকে নীলাভ নল একটা স্বয়ংক্রিয় রিভলবার বের করে বিলকে দেখালো ও। 'সত্যিকার ভালো জিনিষ এটা।' জিমির কথায় গর্বের স্পর্শ।

'সত্যিই তাই', বিল জানতে চাইলো। ও মুগ্ধ বেশ বোঝা গেল।

'আমার দেখাশোনা করে যে স্টিভেনস্, সেই কিনে এনেছে। দারুণ লোক ও। শুধু ট্রিগার টানো, বাকি কাজ এটা নিজেই করবে।'

'ওহ!' বিল বলে উঠল। 'জিমি—।'

'কি ব্যাপার?'

'নিশ্চয়ই সাবধানে থাকছো? মানে আচমকা কাউকে আবার গুলি করে বোসনা। বেচারা ডিগবিকে ঘুমের মধ্যে হাঁটতে দেখে গুলি করলে-যাচ্ছে-তাই কাণ্ড হবে।'

'ঠিক আছে, ভেব না', জিমি বলল। 'তবে লিওপোল্ডকে খরচ করে কিনলাম টাকাটা তুলতে হবে তো। কিন্তু আপাততঃ আমার রক্তের নেশাটা শিকেয় তুলে রাখছি যতোটা পারি।'

'তাহলে শুভরাত্রি', প্রায় চোদ্দবারের মত কথাটা উচ্চারণ করে এবার সত্যিই বিদায় নিল বিল।

জিমি এবার পাহারা দেবার জন্য তৈরি হয়ে নিল।

স্যর স্ট্যানলী ডিগবির ঘর নির্দিষ্ট ছিল পশ্চিমের একেবারে শেষ প্রান্তে। ঘরখানার একদিকে বাথরুম আর অন্যদিকের ছোট একটা দরজা দিয়ে যাওয়া যায় আর একটা ছোট্ট কামরায় যেটা দখল করেছেন মিঃ টেরেন্স ও'রুরকে। এই তিনখানা ঘরের বাইরে ছোট্ট একখানা বারান্দা। পাহারাদারের কাজ তাই বেশ সহজই। একটা ওক কাঠের আসবাবের আড়ালে

গা ঢাকা দিয়ে বারান্দায় বসলেই সব জায়গার উপর চমৎকার নজর রাখা যাবে। পশ্চিমে যেতে আর কোন পথ না থাকায় সকলকেই এই পথে যেতে হবে আর নজরে পড়বে।' একটা বৈদ্যুতিক আলোও জ্বলছিল।

জিমি বেশ আরাম করে বসল পা মুড়ে। হাঁটুর উপর রইল তৈরী লিওপোল্ড। ও ঘড়ির দিকে তাকালো। একটা বাজতে বিশ মিনিট বাকি—সবাই ঘুমোতে যাওয়ার পর এক ঘণ্টা পার হয়েছে। চারদিক নিস্তব্ধ কোথাও কোন শব্দ নেই, একমাত্র কোথাও রাখা কোন ঘড়ির টিকটিক শব্দ ছাড়া।

এইভাবে অপেক্ষায় থাকা বিরক্তিকর তাতে দ্বিমত না থাকাই সম্ভব। জিমির মনে পড়ল প্ল্যানচেট করার সময় অদ্ভুত সব ব্যাপার ঘটে বলে শোনা যায়। সবাই চুপচাপ বসে থাকে কোন আশ্চর্য কাণ্ড দেখতে। এই মুহূর্তেই যত অস্বস্তিকর চিন্তাও মনে জাগে।

রণি ডেভেরো। রণি ডেভেরো আর জেরি ওয়েড। দুজনেই প্রাণ চঞ্চল তরুণ। হাসিখুশি, স্বাস্থ্যবান দুজনেই। কিন্তু এখন তারা কোথায়? অন্ধকারময় মৃত্যু তাদের গ্রাস করেছে···আঃ! এইসব ভয়ঙ্কর চিন্তা কেন যে মনকে উতলা করে তোলে।

ও আবার ঘড়ি দেখল। একটা বেজে কুড়ি মিনিট। কি আস্তে আস্তে সময় কাটছে।

অদ্ভুত মেয়ে ওই বাণ্ডল! কি দুঃসাহসী মেয়ে। বুকের পাটা আছে। নাহলে সেভেন ডায়ালসের গর্তে গিয়ে ঢোকে! ওর নিজের এ রকম কাজ করার সাহস যে কেন হলনা কে জানে! মনে হল এর কারণ এরকম ভাববার মত মনই নেই ওর।

৭ নম্বর। 'কে' হতে পারে ওই ৭ নম্বর? ঠিক এই মুহূর্তে সে এ বাড়িতেই আছে কি? হয়তো কোন চাকরের ছদ্মবেশ নিয়েছে সে। সে কোন ভাবেই কোন অতিথির ছদ্মবেশে আসেনি। না, সেটা অসম্ভব। আসলে বলতে গেলে সব ব্যাপারটাই অসম্ভব। ও বাণ্ডলকে না চিনলে ভাবতো সব কিছুই ওর উর্বর মস্তিষ্কের কল্পনা মাত্র।

হাই তুলল জিমি। একই সময়ে ঘুমে ঢলে পড়া আর তারই সঙ্গে জেগে থাকার উদগ্র বাসনা। ও আবার ঘড়ি দেখল। দুটো বাজতে দশ। সময় এগিয়ে চলেছে।

আর ঠিক তখনই ও নিঃশ্বাস বন্ধ করে ঝুঁকে পড়ল কান পেতে। ও কিছু শুনতে পেয়েছে।

এক একটা করে মিনিট কাটছে...আবার সেই খুট করে শব্দ! কোন শক্ত কাঠের মধ্যে ঠোকার মত শব্দ। শব্দটা নীচে কোথাও হয়েছে। ওই আবার। খুব সামান্য অথচ ভয় জাগানো শব্দ। কোন লোক নিঃশব্দে বাড়িটাতে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

জিমি নিঃশব্দে তড়াক করে উঠে দাঁড়ালো। পা টিপে টিপে ও সিঁড়ির মাথায় গিয়ে দাঁড়ালো। সবই শান্ত। তা সত্বেও ওর মনে হল কাউকে চলে বেড়াতে শুনেছে ও নিশ্চিতভাবে। এ ওর কোন কল্পনা নয়।

একদম নিঃশব্দে লিওপোল্ডকে ডান হাতে বাগিয়ে নিয়ে জিমি সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামতে আরম্ভ করল। বড় হলঘরটায় কোন শব্দ নেই। নিচে যেখানে শব্দটার জন্ম হয়েছে বলে ওর ধারণা সেটা নিঃসন্দেহে ঠিক ওর পায়ের নিচে লাইব্রেরীতেই হবে।

জিমি আস্তে আস্তে লাইব্রেরীর দরজার সামনে এসে কান পেতে শোনার চেষ্টা করল। না কোন শব্দ নেই। ও আচমকা দরজাটা খুলে ধরল আর সুইচ টিপে আলো জ্বেলে ফেলল।

কিছুই না! বড় ঘরখানা উজ্জল আলোয় ভরে উঠেছে। কিন্তু সম্পূর্ণ খালি।

ভ্রূ কোঁচকালো জিমি। 'ভাবা উচিত ছিল—', ও আপন মনেই বলল। লাইব্রেরী ঘরটা বেশ বড়, তিনদিকে তিনটে জানালা। সবকটাই বারান্দার দিকে খোলে। জিমি ঘরখানা ঘুরে দেখল। মাঝখানের জানালাটার খিল খোলা।

ও সেটা খুলে বারান্দায় বেড়িয়ে পড়ল। চারপাশে তাকাতে কিছুই চোখে পড়ল না ওর। কিছুই না!

'সবই তো ঠিক মনে হচ্ছে', ও আপন মনেই বলল। 'তবু কেন যে—'

দু এক মুহূর্ত চিন্তায় ডুবে রইল ও তারপর আবার লাইব্রেরীতে ঢুকল। দরজার কাছে এসে তালা বন্ধ করে চাবিটা ও পকেটে ঢুকিয়ে নিল। তারপর আলোটাও নিভিয়ে দিল। দু এক মিনিট কান পেতে শুনে চট করে খোলা জানালাটার পাশে গিয়ে দাঁড়াল, হাতে তৈরী লিওপোল্ড।

বারান্দায় কি খুব হালকা পায়ে চলার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে?

না কি ব্যাপারটা ওর কল্পনা? লিওপোল্ডকে তৈরী রেখে ও আবার কান পাতল।

বহুদূর থেকে ভেসে এল রাত দুটো বাজার ঘণ্টাধ্বনি।

॥ উনিশ ॥

বাগুলের অ্যাডভেঞ্চার

বাগুল ব্রেণ্ট বেশ বুদ্ধিমতী মেয়ে—সে বেশ কল্পনাশক্তিরও অধিকারিনী। সে বুঝতে পেরেছিল জিমি না করলেও বিল নিশ্চিতভাবেই রাত্রিবেলাটা ওর পক্ষে বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে মনে করেই ওকে অংশ গ্রহণ করতে বাধা দেবে। বাগুল যে ধরণের মেয়ে তারা বৃথা তর্ক করে সময় নষ্ট করতে চায় না। ও নিজের ধারণা মতই পরিকল্পনা অনুযায়ীই সব ব্যবস্থা করে রেখেছিল ওর শোবার ঘর থেকে এক ঝলক দেখে নেয়াই ওর পক্ষে যথেষ্ট ছিল। ও জানত ওর ঘরের জানালার পাশে যে আইভি লতার চমৎকার ঝোপ রয়েছে সেরকম লতায় অ্যাবী সাজানো আছে। ওর জানালার ওই লতা বেশ শক্ত। আর তাই সেটা ওর মত খেলায় পটু মেয়ের পক্ষে যথেষ্ট শক্তও বটে। ওর কোন অসুবিধাই হবে না।

বিল আর জিমির কাজকর্মে ও কোন বাধা দেবার কারণ খুঁজে পায়নি। তবে ওর ধারণায় তাতে তেমন কাজ হবার সম্ভাবনা কম। ও কোন সমালোচনা করেনি যেহেতু ও নিজের ইচ্ছেমতই ব্যাপারটা দেখে নিতে চাইছিল। অল্প কথায় জিমি আর বিল যখন বাড়ির ভিতরে সব দেখে নিতে ব্যস্ত বাগুল নিজেকে ব্যস্ত রেখেছিল বাড়ির বাইরের ব্যাপারটা দেখে নিতে।

সব ব্যাপারটা একবার মনে মনে পর্যালোচনা করতে চাইছিল বাগুল। ওর নিজের ভালমানুষী, গোবেচারা ভাবট' ও বেশ উপভোগই করছিল। জিমি আর বিলের মত দুই পুরুষকে যে এত সহজে কিভাবে বোকা বানাতে পারল সেটাই ও অবাক হয়ে ভাবল। বিলের অবশ্য দারুণ বুদ্ধিমান বলে পরিচিত নেই। অন্যদিকে বাগুলকে ও নিজের মত করেই চেনে। জিমির সঙ্গে বাগুলের পরিচয় সে রকম ঘনিষ্ঠ অবশ্যই নয়। জিমি তবুও ভাবেনি নিশ্চয়ই তাকে এত সহজে নিরস্ত করা যাবে।

নিজের ঘরের নিরিবিলিতে এসে বাগুল দ্রুত কাজে নেমে পড়ল। প্রথমেই নিজের সান্ধ্য পোশাক ছাড়ার কাজ শেষ করল ও। একদম গোড়া থেকেই। বাগুল ওর পরিচারিকাকে সঙ্গে আনেনি বটে তবে

পোশাক নিয়ে এসেছিল নিজেই সুটকেশে তার। না হলে সে হয়তো আশ্চর্য হয়ে ভাবত তার কর্ত্রীটি কি কারণে ঘোড়ায় চড়ার পোশাক সঙ্গে নিচ্ছেন।

ঘোড়াসওয়ারের ব্রিচেস, রবারের সোলের জুতো আর গাঢ় রঙের একটা পুলওভার পরে বাণ্ডল এবার অভিযানের জন্য তৈরী। ও একবার ঘড়ি দেখল। সবে রাত বারোটা। কিছু ঘটতে গেলে আর কিছুক্ষণ না গেলে ঘটবে না সেটা ঠিক। বাড়ির সবাইকে ঘুমোতে যাওয়ার সময় দিতে হবে। বাণ্ডল তাই ঠিক করে রেখেছিল রাত একটাই কাজ আরম্ভ করার ঠিক সময় হবে।

ঘরের আলো নিভিয়ে ও জানালার সামনে বসে অপেক্ষা করতে লাগল। ঠিক রাত একটা বাজতেই ও উঠে দাঁড়িয়ে জানালার কাচ তুলে বাইরে পা বের করল। চমৎকার রাত, একদম নিশুতি আর বেশ ঠাণ্ডা। আকাশে তারা চিকমিক করলেও চাঁদের দেখা নেই।

নেমে আসা বেশ সহজই ছিল বাণ্ডলের কাছে। ছোটবেলায় বাণ্ডল আর ওর দুই ছোটবোন চিমনির বাগানে ছুটোছুটি করে বেড়াতো আর তাই বিড়ালের মত গাছে ওঠার ব্যাপারে তারা দারুণ পাকা। বাণ্ডল তাই নিঃশব্দে কিছু ফুলগাছের ঝোপের উপর লাফিয়ে নামল। কোন আঘাত লাগেনি ওর

কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে ও সবদিক দেখে নিল। ও জানত জার্মান মন্ত্রী আর তার সেক্রেটারীর ঘর ছিল পশ্চিম দিকটায়। আর সেটা বাড়ির উলটোদিকে বাণ্ডল যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল। বাড়ির দক্ষিণে আর পশ্চিমে একটা লম্বা বারান্দা চলে গেছে।

বাণ্ডল ফুলগাছ মাড়িয়ে দক্ষিণের যে অংশে বারান্দা সেদিকে চলল। বাড়ির ছায়ার আড়ালে থেকে ও নিঃশব্দে এগিয়ে চলল। দ্বিতীয় কোণটা ছোড়াতেই ও বেশ ধাক্কা খেল, কারণ সেখানে একজন মানুষ দাঁড়িয়েছিলেন, তার হাবভাবে এটা স্পষ্ট যে তিনি পথ আটকাতে চাইছেন।

পরক্ষণেই তাকে চিনতে পারল বাণ্ডল।

'সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ব্যাটল। আমাকে বেশ ভয় পাইয়ে দিয়েছেন।'

'সেজন্যই এখানে রয়েছি', মিষ্টি করে বললেন সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট।

বাণ্ডল তার দিকে তাকাল। ওর আবার মনে হল লোকটির মধ্যে কি আশ্চর্য একটা খোলস আঁটা আছে যেটা বেশ স্পষ্ট। তিনি একজন খাঁটি

ইংরেজের মত। তবে একটা ব্যাপারে বাণ্ডল নিশ্চিত। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ব্যাটল মূর্খ নন।

'আপনি এখানে সত্যি কি করছেন ?' চাপা গলাতেই প্রশ্ন করল বাণ্ডল।

'একটু দেখছি যে যাদের বাইরে থাকার কথা নয় তারা যেন না আসে', ব্যাটল বললেন।

'ওহ !' বেশ বিহ্বল হয়ে বাণ্ডল বলে উঠল।

'যেমন আপনার কথাই ধরুণ, লেডি এইলিন। আমার ধারণা এত রাত্তিরে নিশ্চয়ই আপনি যেখানে সেখানে ঘুরে বেড়ান না।'

'আপনি বলতে চান', বাণ্ডল বলল, 'আমার ফিরে যাওয়া উচিত।'

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ব্যাটল সায় জানিয়ে মাথা দোলালেন।

'আপনি বেশ দ্রুত বুঝে ফেলেন, লেডি এইলিন। ঠিক এটাই বলতে চাইছিলাম। আপনি জানালা না দরজা দিয়ে বাইরে এসেছেন ?'

'জানালা। বাইরের আইভিলতা বেয়ে বেশ সহজেই নামলাম।'

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট একটু ভেবে বললেন, 'হ্যাঁ, কাজটা কঠিন নয় বটে।'

'আপনি আমাকে ফিরে যেতে বলছেন ?' বাণ্ডল আবার বলল। 'আমি ভাবছিলাম একটু পশ্চিম দিকটায় যাব। বড় মন খারাপ হয়ে যাবে না হলে।'

'আপনি বোধহয় একমাত্র নন যারা এরকম করতে চায়', ব্যাটল বললেন।

'আপনাকে যে কোন লোক কিন্তু না দেখে পারবে না' বাণ্ডল অনুযোগের ভঙ্গীতে বলল।

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট যে বেশ খুশি হলেন মনে হল।

'তারা না পারে তা চাইছি না,' তিনি বললেন। 'কোন ঝামেলা চাই না আমি। আমার কাজের নীতিই তাই। এবার আপনার পক্ষে কিন্তু শুতে যাওয়াই উচিত হবে, লেডি এইলিন।'

ব্যাটলের গলার স্বরের দৃঢ়তায় কোন সন্দেহ ছিলনা। একটু হতাশ হয়ে পিছন ফিরে হাঁটতে শুরু করল বাণ্ডল। আইভি লতা ধরে বেশ কিছুটা উঠতেই চকিতে একটা কথা ওর মনে খেলে গেল। আচ্ছা, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ওকে সন্দেহ করবে না তো ? প্রায় হাত ফসকে পড়ে যাচ্ছিল ও।

ব্যাটলের হাবভাবে এমন একটা ইঙ্গিত বেশ স্পষ্ট। জানালার ধারীতে পা দিয়ে ঘরে ঢুকতে নিজের মনেই হেসে উঠল বাণ্ডল। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট

ওকে সন্দেহ করেন এর চেয়ে লজ্জার ব্যাপার আর হয় না।

স্থপারিন্টেণ্ডেন্টের হুকুম মেনে ঘরে এলেও শুয়ে ঘুমোনোর কোন ইচ্ছেই বাণ্ডলের ছিলনা। অবশ্য ব্যাটল যে মনে মনে সেটা আশা করেন নি এটাও ঠিক। অসম্ভবকে মেনে নেবার মত মানুষ তিনি নন। আবার অন্যদিকে যখন কোন দুঃসাহসিক আর উত্তেজনাকর ঘটনা ঘটতে চলেছে তখন চুপচাপ বসে থাকার মত মেয়েও নয় বাণ্ডল।

ও আবার ঘড়ি দেখল। রাত দুটো বাজতে দশ মিনিট বাকি। কয়েকটা মুহূর্ত কি করবে ঠিক না করতে পেরে ও চুপচাপ বসে থাকার পর ও দরজা খুলল। সবই শান্ত, নিস্তব্ধ। ও নিঃশব্দে বারান্দা দিয়ে এগোলো।

একবার ও থমকে দাঁড়াল। ওর যেহেতু মনে হল কোথাও যেন শব্দ হল। সেটা ঠিক নয় ভেবেই ও আবার এগোলো। এবার প্রধান বারান্দায় পৌঁছে ও পশ্চিম দিকে চলল। দুটো মুখের সংযোগে পৌঁছে ও যখন সামনে তাকালো তখন বেশ আশ্চর্য হয়ে গেল ও।

পাহারাদারের জায়গাটা খালি। জিমি থেসিজার ওর জায়গায় ছিলনা।

দারুণ বিস্ময়ে তাকলো বাণ্ডল। কি ঘটেছে? জিমি ওর জায়গা ছেড়ে কোথায় গেছে? এর মানে কি?

ঠিক তখনই ও কোথাও ঘড়িতে রাত দুটো বাজার শব্দ শুনল।

ও তখনও ওখানেই দাঁড়িয়ে কি করণীয় ভাবার মুখে আচমকাই ওর হৃৎপিণ্ড যেন লাফিয়ে উঠল। ও থমকে গেল। টেরেস ও'রুরকের ঘরের দরজার হাতলটা আস্তে আস্তে খুলতে শুরু করেছিল।

প্রায় সম্মোহিত হয়েই সেটা লক্ষ্য করে চলল বাণ্ডল। তবে দরজাটা খুলল না। উল্টে হাতলটা আবার নিজের জায়গাতেই ফিরে গেল। এ সবের মানে কি হওয়া সম্ভব?

হঠাৎই বাণ্ডল কাজ করার সম্বিৎ ফিরে পেল। কোন অজানা কারণেই জিমি ওর জায়গা ছেড়ে গেছে। যে করেই হোক বিলকে টেনে আনতে হবে।

নিঃশব্দে, দ্রুতলয়ে বাণ্ডল যে পথে এসেছিল সে পথেই ফিরে চলল। ও কোন কিছু চিন্তা না করেই ঢুকে পড়ল বিলের কামরায়।

'বিল, ওঠো, ওঠো, শিগ্‌গির—।'

ও চাপা স্বরে হলেও বেশ জোরেই বলেছিল কথাটা, কিন্তু কোন উত্তর এল না।

'বিল', চাপাস্বরে আবার ডাকল বাগুল। তারপর সুইচ টিপে দিল। সারা ঘরে আলো ছড়িয়ে পড়তেই হতভম্ব হয়ে গেল ও।

ঘরটা একদম খালি, বিছানাতেও কেউ শোয়নি।

তাহলে কোথায় গেল বিল?

এবার শ্বাস বন্ধ করে দাঁড়াল বাগুল। ঘরখানা বিলের নয়।

পাতলা একটা রাত্রিবাস। টুকিটাকি মেয়েলি জিনিস। ড্রেসিং টেবিলে রাখা আরও কিছু কালো ভেলভেটের পোশাক। চেয়ারে রাখা ছিল আরও কিছু জিনিস। বাগুল বুঝল তাড়াহুড়োয় ও ঘর ভুল করেছে। এটা হল কাউন্টেস র‍্যাডকির ঘর।

কিন্তু, কিন্তু -কাউন্টেস কোথায়?

বাগুল হতভম্ব হয়ে যখন ব্যাপারটা নিয়ে ভাবতে চাইছিল ঠিক ওই মুহূর্তেই রাত্রির নিস্তব্ধতা বিচিত্র ভাবেই ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল।

গোলমালটা এল নিচে থেকেই। পলকের মধ্যেই কাউন্টেসের ঘর ছেড়ে বাগুল নিচে ছুটল। শব্দটা আসছিল লাইব্রেরী থেকে—প্রচণ্ড শব্দে কেউ চেয়ার টেবিলগুলো যেন আছড়ে ফেলছিল।

বাগুল উন্মত্তের মত লাইব্রেরীর বন্ধ দরজায় ঘা মারতে লাগল। কিন্তু দরজা বন্ধ। ও অবশ্য ঘরের ভিতরে চিৎকার আর আসবাবপত্র ভাঙার জোড়ালো আওয়াজ শুনতে পেল। লড়াই বেশ জোরেই হচ্ছিল।

আর তারপরেই ভয়াল আর স্পষ্টভাবেই রাত্রির নৈঃশব্দ ভেঙে গুঁড়িয়ে গেল পরপর দুটো গুলিব আওয়াজে।

॥ কুড়ি ॥

লোরেনের অ্যাডভেঞ্চার

লোরেন বিছানায় বসে আলো জ্বাললো। রাত ঠিক একটা বাজতে দশ। ও একটু আগেই ঠিক রাত সাড়ে নটায় শুতে এসেছিল। ঠিক সময় মত ঘুম থেকে জেগে ওঠার ব্যাপারে ও দক্ষ তাই কয়েক ঘণ্টার মত শরীর ঝরঝরে করা ঘুম ওর হয়েছে।

ওর সঙ্গে ঘরে দুটো কুকুরও ঘুমোচ্ছিল। তাদের একজন সপ্রশ্ন নজরে ওর দিকে তাকাল।

'চুপচাপ থাক, লার্চার', লোরেন বলতেই কুকুরটা আবার মাথা নিচু করে তাকিয়ে রইল বাধ্য ভাবে।

এ কথা ঠিক বাণ্ডল একবার লোরেনের ভীরু ভীরু ভাবটাকে সন্দেহ করেছিল। তবে সেই সন্দেহ কেটেও যায়। লোরেন যুক্তি মেনে যেন চুপচাপ থাকাই ঠিক ভেবেছিল। তবুও লোরেন ওয়ডের মুখ দেখে, ওর শক্ত ছোট্ট চোয়ালের দৃঢ়তার ছাপ দেখলে যে কেউ বুঝে নিতে বাধ্য হবে ওর মনের জোর।

লোরেন উঠে একটা টুইডের কোট আর স্কার্ট পরে পকেটে একটা টর্চ ভরে নিল। তারপর টেবিলের ড্রয়ার থেকে বের করে নিল হাতির দাঁতের হাতলের একটা ছোট্ট পিস্তল। একদম খেলনার মতই সেটা। গতকালই ও ওটা হ্যারডের দোকান থেকে কেনে। পিস্তলটা নিয়ে ওর বেশ গর্বও।

ও এবার কিছু ভুলে গেছে কিনা যাচাই করতেই চারপাশে তাকালো। ইতিমধ্যে লার্চার উঠে দাঁড়িয়ে ল্যাজ নাড়তে নাড়তে ওর মুখের দিকে কাতর দৃষ্টিতে তাকালো।

'না, লার্চার এখন না,' লোরেন বলে উঠল। 'তোমাকে নিয়ে যাচ্ছি না। ভাল ছেলের মত ঘরেই থাকতে হবে তোমাকে।'

লার্চার কে আদর করে আবার শুতে বাধ্য করে ঘরের বাইরে এসে দরজা টেনে দিল লোরেন। পাশের একটা দরজা দিয়ে বাইরে এসে তৈরি রাখা টু সীটারটাতে উঠে বসল।

একসময় গাড়ি চালু হলে এগিয়ে চলল লোরেন। বাড়টার একটু দূরেই সেটা থামিয়ে নিঃশব্দে নেমে এল ও। বাড়ির বেড়ায় খানিকটা গর্ত—সেই গর্তের মধ্য দিয়ে সহজেই ভিতরে ঢুকল লোরেন। কয়েক মিনিটের মধ্যেই ও ওয়াইভার্ণ অ্যাবীর বাগানে এসে পড়ল।

যতটা নিঃশব্দে সম্ভব পায়ে পায়ে শ্বেতশুভ্র বাড়িটার দিকে এগোলো লোরেন। দূরে কোথায় রাত দুটো বাজল। বারান্দার কাছে আসতেই লোরেনেব হৃৎপিণ্ডের গতি বেড়ে উঠল। কোথাও প্রাণের সাড়া নেই। বারান্দায় পৌঁছে ও চারিদিকে তাকালো।

আচমকা কোন সতর্কতা ছাড়াই উপর থেকে ওর ঠিক পায়ের সামনে কিছু আছড়ে পড়ল। লোরেন ঝুঁকে সেটা তুলে নিল। একটা বাদামী রঙের কাগজের প্যাকেট। লোরেন ওটা নিয়ে উপর দিকে তাকালো।

ওর ঠিক মাথার উপর একটা খোলা জানালা। ঠিক তখনই জানালা

থেকে একটা পা বেরিয়ে এল আর একটা লোক আইভি লতা বেয়ে নামতে শুরু করল।

লোরেন আর এক মুহূর্তও দাঁড়াল না। বাদামী কাগজের প্যাকেটটা নিয়ে ও ছুটতে শুরু করল। ওর পিছনে শোনা গেল হুটোপাটির শব্দ। কেউ খসখসে গলায় চেঁচিয়ে উঠল 'আমাকে ছেড়ে দিন'। অন্যজনের গলা লোরেনের পরিচিত। সে বলল 'আপনি কে না জেনে ছাড়ছি না···।'

প্রায় ভয়ে সিঁটিয়ে তখনও ছুটছিল লোরেন—বারান্দা পেরিয়ে যাওয়ার মুখেই ওকে দুহাতে জাপটে ধরল একজন স্বাস্থ্যবান পুরুষ।

'ভয় নেই, ভয় নেই,' সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট দয়ার্দ্র স্বরে বললেন।

লোরেন অতি কষ্টে বলল, 'তাড়াতাড়ি তাড়াতাড়ি করুন! ওরা দুজনে দুজনকে বোধ হয় মেরে ফেলছে।'

পরক্ষণেই পর পর দুবার রিভলবারের গুলির শব্দ ভেসে এল।

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ব্যাটল সেদিকে ছুটলে লোরেনও অনুসরণ করল। বারান্দার কোণেই লাইব্রেরীর খোলা জানালা।

ব্যাটল টর্চ জ্বালতে গিয়েই হোঁচট খেলেন। লোরেন তার কাঁধের উপর দিয়ে তাকিয়ে প্রায় কান্না ভেজা গলায় চেঁচিয়ে উঠল।

জানালার প্রায় নিচেই রক্তের স্রোতের মধ্যে পড়ে ছিল জিমি থেসিজার। ওর ডান হাতটা অদ্ভুতভাবে বাঁকানো।

লোরেন প্রায় ককিয়ে উঠল। 'ও মরে গেছে। জিমি – ওহ্ – জিমি মরে গেছে।'

'কাঁদবেন না, কাঁদবেন না, ভয় নেই,' সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ব্যাটল বলে উঠলেন। 'উনি মারা যাননি। আমি বলছি ঠিকই আছেন। বরং আলোটা জ্বালতে পারেন কি না দেখুন।'

বাধ্য মেয়ের মত ঘরে ঢুকে সুইচ খুঁজে আলো জ্বালল লোরেন। ঘরটা আলোয় ভরে যেতে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ব্যাটল স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন।

'সব ঠিক আছে – ওর শুধু ডান হাতে গুলি লেগেছে। রক্ত বেরোনোয় অজ্ঞান হয়ে গেছেন। আসুন, একটু হাত লাগান।'

দরজার বাইরে নানা কণ্ঠের আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল, তারা ঘরে ঢোকার চেষ্টা চালাচ্ছিলেন।

লোরেন বলে উঠল, 'খুলে দেব—?'

'তাড়া কিসের,' ব্যাটল বললেন। 'সময় মতই ঢুকতে দেব। তার আগে

একটু সাহায্য করুন তো।'

ব্যাটল একটা রুমাল বের করে জিমির হাতের ক্ষতটা বেঁধে দিলেন, লোরেন সাহায্য করল।

'ঠিক হয়ে যাবেন,' ব্যাটল বললেন। 'ভাববেন না। এই সব তরুণ অনেকটা বিড়ালের মত, সহজে কিছু হবেনা। রক্তপাতের জন্য উনি জ্ঞান হারান নি, পড়ে গিয়ে মাথায় আঘাত লেগেছে।'

বাইরে দরজায় করাঘাতের শব্দ আরও জোরালো হয়ে উঠেছিল। জর্জ লোম্যাক্সের কণ্ঠস্বর সবাইকে ছাপিয়ে উঠেছিল।

'ঘরে কে? শিগ্‌গিরি দরজা খোল।'

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন ব্যাটল। 'নাঃ দরজাটা খুলতেই হবে, ভারি আপশোসের কথা।'

তার চোখ সারা ঘর একটু জরিপ করে নিল। জিমির পাশেই পড়েছিল একটা অটোমেটিক। তিনি সেটা তুলে পরীক্ষা করে টেবিলে রেখেও দিলেন। তারপর এগিয়ে গিয়ে দরজার খিল খুলে দিলেন।

বেশ কজন ঘরে ঢুকে পড়ল। সবাই এক সঙ্গে কথা বলতে চাইছিলেন। জর্জ লোম্যাক্সের গলা থেকে কিছু দ্রুত আর অর্থহীন শব্দই শোনা গেল। 'ইয়ে - মানে—এর মানে কি? আহ! সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ব্যাটল, আপনি এখানে। কি হয়েছে? এসব কি?'

বিল এভারসলে বলে উঠল, 'ওঃ ভগবান! বেচারি জিমি!' ওর নজর পড়েছিল মেঝেয় পড়ে থাকা দেহটার উপর।

দামী রাত্রিবাস পরিহিতা লেডি কুট বলে উঠলেন, 'উঃ বেচারি।' তিনি ব্যাটলকে পাশ কাটিয়ে মাতৃসুলভ ভঙ্গীতে ঝুঁকে পড়লেন জিমির উপর।

বাণ্ডল বলে উঠল, 'লোরেন।'

হের এবারহর্ড বলে ফেললেন 'হা ভগবান!' এরকম আরও কিছুও।

স্যর স্ট্যানলি ডিগবী বলে উঠলেন, 'হা ঈশ্বর, এ সমস্ত কি?'

বাড়ির এক পরিচারিকা অত রক্ত দেখে বেশ মধুর উত্তেজনায় বলে উঠল, 'উঃ কি রক্ত দেখেছেন?'

নানা ধরণের কথা ভেসে আসতে লাগল অফুরন্ত ভাবেই। প্রধান পরিচারক বুদ্ধিমানের মত বাকি চাকর বাকরদের হটিয়ে দিল।

প্রথম ধাক্কা কাটার পর দক্ষ মিঃ রিউপার্ট বেটম্যান জর্জকে বলল, 'এদের কাউকে সরিয়ে দেব, স্যর?'

জর্জ লোম্যাক্স শুধু বললেন, 'অবিশ্বাস্য! কি ঘটেছে, ব্যাটল?'

ব্যাটল কেবল মুখ তুলে তাকাতেই জর্জ নিজের আসল দক্ষতা যেন ফিরে পেলেন। তিনি বলে উঠলেন, 'আপনারা যে যার ঘরে শুতে যান দয়া করে। এখানে একটা—ইয়ে—।'

'একটা ছোট দুর্ঘটনা ঘটেছে,' সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ব্যাটল সহজ ভাবেই বললেন।

'হ্যাঁ, মানে একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে সবাই শুতে গেলে খুশি হব।'

কেউ যে যেতে ইচ্ছুক নন স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছিল।

'লেডি কুট, আপনি—দয়া করে এবার—।'

অস্ফুট স্বরে লেডি কুট বলে উঠলেন মায়ের মতই, 'আহা, ছেলেটা।'

তিনি এবার উঠে দাঁড়াতেই জিমিও নড়ে চড়ে একেবারে উঠে বসল।'

'হ্যাল্লো। 'ও ভারি গলায় বলে উঠল,' 'কি হয়েছে?'

ও এবার চারদিক যেন জরিপ করে নিয়ে সব বুঝতে পারল।

'আপনারা লোকটাকে ধরতে পেরেছেন?' ও তীব্র স্বরে জানতে চাইলো।

'কাকে ধরব?'

'সেই লোকটাকে। সে আইভিলতা ধরে উঠেছিল, আমি তখন জানালার তলায় ছিলাম ওকে ধরেও ছিলাম কিন্তু দারুণ মারামারি করেও—।'

'এ সেই খুনি বদমাইশ বিড়াল-তস্কর নিশ্চয়ই,' লেডি কুট বলে উঠলেন। 'বেচারি।'

জিমি ওর চারপাশে তাকাচ্ছিল।

'আমার মনে হচ্ছে আমরা সব ভণ্ডুল করে দিয়েছি—লোকটার গায়ে ষাঁড়ের মত শক্তি। বেশ লড়াই করেও—।'

ঘরখানা দেখেই ওর কথার সত্যতা বুঝতে দেরি হয় না। কয়েক হাতের মধ্যে যা ছিল সবই ভেঙে চুরমার।

'তারপর কি ঘটল?'

কিন্তু জিমি চারপাশে তাকিয়ে কিছু খুঁজছিল।

'লিওপোল্ড কোথায়? সেই নীল মুখো গর্বে পিস্তলটা?'

'এটাই কি আপনার সেই লিওপোল্ড, মিঃ থেসিজার?' ব্যাটল টেবিলে ইঙ্গিত করলেন।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওটাই তো লিওপোল্ড। কটা গুলি করা হয়েছে?'

'একটা।'

জিমি যেন হতাশ। ও বলে উঠল, 'লিওপোল্ডের উপর এত ভরসা করলাম। ঠিক মত ট্রিগার টানতে পারিনি বোধ হয়, না হয় সেই—।'

'কে আগে গুলি চালায়?'

'বোধ হয় আমিই,' জিমি বলল। 'লোকটা হঠাৎ আমার হাত ছাড়িয়ে নিয়েছিল পাঁকাল মাছের মত। সে জানালার কাছে দৌড়ে যেতে আমি গুলি ছুঁড়ি। লোকটা ঘুরে আমাকে গুলি করে—।' মাথায় হাত বোলালো জিমি।

এবার স্যর স্ট্যানলী ডিগবি টান টান হয়ে গেলেন।

'লোকটা আইভিলতা ধরে উঠছিল বলছ? হা ভগবান, লোম্যাক্স, ওরা সেটা নিয়ে পালায় নি তো?'

তিনি ঘর ছেড়ে ছুটলেন। যে কোন কারণেই হোক কেউ তার অসাক্ষাতে কোন কথা বলল না। একটু পরেই স্যর স্ট্যানলী ফিরে এলেন। তাঁর গোল মুখখানা একেবারে ছাইয়ের মতই সাদা।

'হায় ভগবান, ব্যাটল,' তিনি বলে উঠলেন, 'ওরা সেটা হাতিয়েছে। ও'রুরকে গভীর ঘুমে অচেতন– কেউ তাকে ঘুমের ওষুধ খাইয়েছে, কিছুতেই ওকে জাগাতে পারলাম না। কাগজগুলোও অদৃশ্য।'

॥ একুশ ॥

ফর্মুলা উদ্ধার

হের এবারহার্ড চাপা গলায় কিছু বলে উঠলেন। তার মুখখানা একদম রক্তশূন্য।

জর্জ তীক্ষ্ণ অনুযোগের দৃষ্টিতে অভিষিক্ত করলেন ব্যাটলকে।

'একথা সত্যি, ব্যাটল? আমি সব তোমার হাতেই ছেড়ে দিয়েছিলাম।'

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের পাথুরে মুখের কোন রেখাও কাঁপল না। কোন মাংস-পেশীও নড়ল না।

'সেরাদেরও মাঝেমাঝে হার হয়, স্যর', তিনি শান্তভাবে বললেন।

'তাহলে—তাহলে—বলতে চাও কাগজগুলো সত্যিই নেই?'

সকলকেই অবাক করে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ব্যাটল মাথা নাড়লেন।

'না, না, মিঃ লোম্যাক্স, আপনারা যা ভাবছেন অবস্থা তত খারাপ নয়।

সবই ঠিক আছে। তবে এ জন্য প্রশংসা আমার নয়, এ জন্য প্রশংসা করুন এই তরুণীকে।'

তিনি লোরেনকে ইঙ্গিত করতে সে অবাক হয়ে তাকালো। ব্যাটল এগিয়ে গিয়ে তখনও লোরেনের ধরে থাকা বাদামী কাগজের প্যাকেটটা নিলেন।

'আমার ধারণা, মিঃ লোম্যাক্স', তিনি বললেন, 'সব এর মধ্যেই আছে।

স্যর স্ট্যানলী ডিগবি জর্জের চেয়ে ঢের চটপটে, তাই তিনি প্রায় কেড়ে নিয়ে প্যাকেটটা খুলে ফেললেন। তার মুখভাবে স্বস্তির চিহ্ন জেগে উঠল। হের এবারহার্ড তার সেরা মস্তিষ্কের ফসল প্রায় বুকে আঁকড়ে ধরে জার্মান ভাষায় অনর্গল কিছু বলে গেলেন।

স্যর স্ট্যানলী ডিগবি লোরেনের দু হাত ধরে গদগদস্বরে বললেন, 'প্রিয় মিস –. আপনার কাছে আমাদের কৃতজ্ঞতার সীমা নেই।'

'অবশ্যই, অবশ্যই', জর্জ বললেন। 'কিন্তু—ইয়ে—।'

তিনি একটু অবাক হয়েই লোরেনকে দেখছিলেন যেহেতু তার কাছে ও একদম অপরিচিত। লোরেন জিমির দিকে কাতরভাবে তাকাতে সেই ওকে উদ্ধার করল।

'আমরা—মানে, এ হল মিস ওয়েড', জিমি বলল। 'জেরাল্ড —ওয়েডের বোন।

'তাই নাকি?' জর্জ লোরেনের হাতে ঝাঁকুনি দিয়ে বললেন। 'প্রিয় মিস ওয়েড, আপত্তি যা করেছেন সেজন্য কৃতজ্ঞতা না জানিয়ে পারছি না, কিন্তু বুঝতে পারছি না আপনি কিভাবে—।'

উপস্থিত অন্ততঃ চারজন ব্যাখ্যাটা কি রকম হতে পারে ঠিক করতে পারল না। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ব্যাটলই এগিয়ে এলেন।

'আমার মানে হয় এ বিষয়টা এখন চাপা থাকাই ভাল,' তিনি বললেন।

দক্ষ মিঃ বেটম্যানও প্রসঙ্গটা বদলে দিলেন।

'মিঃ ও'রুরকের ব্যাপারটা একবার বোধ হয় দেখা উচিত, স্যর। একজন ডাক্তার আনা উচিত বোধ হয়।'

'অবশ্যই', জর্জ বলে উঠলেন। 'অবশ্যই। কথাটা না ভাবা অন্যায় হয়েছে।' তিনি বিলের দিকে তাকালেন এবার। 'ডঃ কার্টরাইটকে ফোন করে এখনই একটু আসতে বলো। একটু গুছিয়ে কায়দা করে ব্যাপারটা জানিও।'

বিল বিদায় নিতে জর্জ ডিগবীকে বললেন, 'আমি তোমার সঙ্গে যাচ্ছি, চল। ডাক্তার আসার আগে কি করা যায় দেখা যাক।'

তিনি অসহায় ভাবে রিউপার্ট বেটম্যানের দিকে তাকালেন। পঙ্গোই সত্যিকার সর্ব মুশকিল আসান। পঙ্গো তাই বলল, 'আমি সঙ্গে আসবো। স্যর।'

তিনজনে এবার রওয়ানা হলেন। লেডি কুট কেবল বললেন, 'বেচারা ছেলেটা। কিছু একটা করা দরকার আমার।' তিনিও তাই ওদের পেছনে গেলেন।

'একেবারে মাতৃসমা মহিলা,' সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ব্যাটল বলে উঠলেন। 'আমি ভাবছি—।' তিন জোড়া চোখ তার দিকে ঘুরে গেল কথাটায়।

'আমি ভাবছিলাম স্যর আসওয়াল্ড কুট এই মুহূর্তে কোথায়?'

'ওহ।' লোরেন কেঁপে উঠল। 'তিনি কি তবে খুন হয়েছেন ভাবছেন?'

'এত নাটুকে হওয়ার দরকার নেই,' ব্যাটল বললেন। 'না - আমার মনে হয়—।' কান পেতে কিছু শোনার চেষ্টা করে তিনি সবাইকে থামতে বললেন। তার অভিজ্ঞ কানে ধরা পড়েছিল বাইরের বারান্দায় ভারি কোন পদশব্দ। একটু পরেই দরজা ঠেলে ঘরে প্রবেশ করল বিরাট এক পুরুষ। মুহূর্তের মধ্যেই সব কিছু যেন তার কর্তৃত্বের মধ্যে চলে এলো। তিনি সকলকে দেখে নিয়ে বললেন, 'এখানে এসব কি ঘটছে, অফিসার?'

'চুরির চেষ্টা, স্যর।'

'চেষ্টা?'

'এই তরুণী মিস ওয়েডকে ধন্যবাদ, চোর সফল হয়নি।'

'আহ', স্যর অসওয়াল্ড বললেন সম্পূর্ণ অপরিচিত লোরেনকে লক্ষ্য করেই। জিমিকেও দেখলেন তিনি হাতে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা অবস্থায়। 'কিন্তু এটা কি, অফিসার?'

তিনি হাতল ধরে রাখা অবস্থায় একটা মাউসার পিস্তল দেখালেন।

'এটা কোথায় পেলেন, স্যর অসওয়াল্ড?'

'বাইরের লনে। মনে হয় চোর পালানোর সময় এটা ফেলে গেছে। আমি সাবধানেই এনেছি আপনি হাতের ছাপ পরীক্ষা করবেন নিশ্চয়ই।'

'সবদিকেই আপনার নজর থাকে, স্যর অসওয়াল্ড' ব্যাটল বললেন।

ব্যাটল আলতোভাবে পিস্তলটা নিয়ে টেবিলে জিমির পিস্তলের পাশে রেখে দিলেন।

"এবার বলুন, অফিসার, কি ঘটেছে।' স্যর অসওয়াল্ড বললেন।

সুপারিন্টেণ্ডেন্ট ব্যাটল রাতে যেসব ঘটনা ঘটেছে তার বর্ণনা দিলেন।

'আমার ধারণা,' স্যর অসওয়াল্ড তীব্রস্বরে বললেন, 'চোর মিঃ থেসিজারকে আহত করে পালাতে গিয়ে পিস্তলটা ফেলে যায়। আমি শুধু বুঝতে পারছি না কেউ তাকে তাড়া করল না কেন?'

'মিঃ থেসিজারের কথা শোনার আগে তাড়া করার কথা কেউ ভাবেন নি,' সুপারিন্টেণ্ডেন্ট ব্যাটল শুষ্কস্বরে বললেন।

'বারান্দার কোণে আসার সময় কাউকে দেখেন নি?'

'না, সম্ভবত চল্লিশ সেকেণ্ড দেরি হয় আমার। চাঁদ না ওঠায় অন্ধকারে তাকে দেখাও যেত না। গুলি ছুঁড়েই সে লাফ মেরেছিল মনে হয়।'

'হুম,' স্যর অসওয়াল্ড বললেন। 'তবু আমার মনে হয় একটু খোঁজ করা উচিত ছিল। কাউকে পাহারাতেও রাখা দরকার ছিল—।'

'নিচে তিনজনকে রাখা হয়েছিল' ব্যাটল ক্লান্ত স্বরে বললেন।

'ওঃ।' স্যর অসওয়াল্ড একটু আশ্চর্যই হলেন।

'কেউ বাগান ছেড়ে গেলেই তাদের আটকানোর আদেশ ছিল।'

'আর তা সত্ত্বেও তারা তা করেনি?'

'তা সত্ত্বেও তারা তা করেনি, ব্যাটল গম্ভীরভাবে স্বীকার করলেন।

স্যর অসওয়াল্ডের এ কথায় কিছুটা ধাঁধা লাগল।

তিনি তীব্রস্বরে বললেন, 'আপনি যা জানেন সব আমাকে বলেছেন, সুপারিন্টেণ্ডেন্ট?'

'যা জানি সবই, স্যর অসওয়াল্ড। আমি কি ভাবি সেকথা অবশ্য আলাদা। এমনও হতে পারে আমি অদ্ভুত কিছু ভাবছি—তবে সে ভাবনা কোথাও না পৌঁছে দিলে সে নিয়ে আলোচনা নিষ্ফল।'

'তাহলেও আপনি কি ভাবছেন আমার জানতে ইচ্ছে, সুপারিন্টেণ্ডেন্ট ব্যাটল।'

'প্রথমেই স্যর, আমার মনে হয় এই ব্যাপারে বড় বেশি রকম আইভি-লতা জড়িয়ে আছে। মাপ করবেন স্যর, আপনার কোটেও একটু লেগে রয়েছে—হ্যাঁ বড্ড বেশি আইভি লতা। এতে বিষয়টা জটিল হয়ে যাচ্ছে।'

স্যর অসওয়াল্ড অবাক হয়ে তাকালেন। কি উত্তর দেবেন ভাববার আগেই ঘরে ঢুকল রিউপার্ট বেটম্যান।

'ওঃ স্যর অসওয়াল্ড আপনি এখানে, বাঁচলাম। লেডি কুট এইমাত্র টের

পেয়েছেন আপনি নাকি অদৃশ্য। তিনি বারবার বলছেন নিশ্চয়ই খুন হয়েছেন আপনি চোরেদের হাতে। স্যর অসওয়াল্ড, আপনি গিয়ে তাকে একটু শান্ত করুন।'

'মারিয়া মহা বোকা মেয়েছেলে,' স্যর অসওয়াল্ড বলে উঠলেন। 'আমি খুন হব কোন দুঃখে? চল, দেখি।'

তিনি সেক্রেটারীকে নিয়ে চলে গেলেন।

'খুবই পাকা সেক্রেটারী', ব্যাটল বললেন। 'কি যেন নাম, বেটম্যান, তাই না।'

জিমি সায় দিয়ে বলল, 'বেটম্যান—রিউপার্ট। সবাই বলে পঙ্গো। আমি ওর সঙ্গে স্কুলে পড়তাম।'

'তাই বুঝি? দারুণ খবর, মিঃ থেসিজার। ওর সম্পর্কে কি ধারণা ছিল তখন?'

'ওঃ, একই রকম গাধা।'

'আমি অবশ্য ভাবতে পারছি না উনি গাধা ছিলেন,' ব্যাটল নরম করে বললেন।

'ওহ্, কি বলছি নিশ্চয়ই বুঝেছেন। সত্যি গাধা ছিলনা। বেশ বুদ্ধিমান ও। বড্ড বাস্তববাদী। রসকষ একদম নেই।'

'আহ্, দুঃখের কথা', ব্যাটল বললেন। 'কোন ভদ্রলোকের রসকষ না থাকা বড় খারাপ, তাতে গোলমালও হতে পারে।'

'পঙ্গো গোলমাল করছে ভাবতে পারিনা,' জিমি বলল। 'ভালই চালাচ্ছে ও, বুড়ো কুটের সঙ্গে ও বেশ মানিয়ে নিয়েছে, চাকরিটাও পাকা হয়েছে।'

'সুপারিন্টেডেন্ট ব্যাটল' বাণ্ডল বলে উঠল।

'বলুন, লেডি এইলিন।'

'স্যর অসওয়াল্ড বলেন নি এত রাতে বাগানে কি করছিলেন। কই, আপনি তো কিছুই জিজ্ঞাসা করলেন না?'

'আহ্!' ব্যাটল বললেন। 'স্যর অসওয়াল্ড বিরাট মানুষ—যে কোন বিরাট মানুষই জানেন কোন ব্যাখ্যা দাবী না করলে তা দিতে নেই। কোন ব্যাখ্যা দিতে চাওয়া এসব মানুষের কাছে দুর্বলতা। কথাটা স্যর অসওয়াল্ড যেমন জানেন তেমন আমিও জানি। তিনি ব্যাখ্যা করা বা মার্জনা চাওয়া পছন্দ করেন না। তিনি শুধু আমাকে তাড়িয়ে নিয়ে চলতে পারেন।

তিনি সত্যিকার মস্ত মানুষ। তিনি হলেন স্যর অসওয়াল্ড।'

বাগুলের কানে এরকম উচ্ছ্বসিত প্রশংসা বাণী পৌঁছতে বাগুল স্যর অসওয়াল্ড সম্পর্কে আর কোন প্রশ্ন করল না।

সুপারিণ্টেডেণ্ট ব্যাটল এবার বললেন, 'এবার তাহলে আমরা শুনতে পারব বন্ধুর মত, মিস ওয়েড অকুস্থলে কিভাবে হাজির হলেন।' তার চোখে দুষ্টুমি খেলে গেল।

'ওর লজ্জিত হওয়া উচিত', জিমি বলে উঠল। 'এভাবে আমাদের বোকা বানানো।'

'আমাকে সব কিছুর বাইরে রাখা হয় কেন?' লোরেন জোরের সঙ্গে বলে উঠল। 'প্রথম দিনেই তোমরা যখন আমায় বলেছিলে আমাকে চুপ-চাপ বাড়িতে বসে থাকতে হবে আমি কিছুতেই তা মেনে নিতে পারিনি। আমি তখনই মন স্থির করে নিই।'

'খানিকটা সেরকমই ভেবেছিলাম আমি,' বাগুল বলল। 'তুমি যেরকম ভীরু ভাব দেখালে। আমার বোঝা উচিত ছিল তোমার কোন মতলব ছিল।'

'আমি তো ভেবেছিলাম তুমি খুবই বিবেচক মেয়ে,' জিমি বলল।

'তুমিতো তা ভাববেই প্রিয় জিমি', লোরেন উত্তর দিল। 'তোমাকে ঠকানো বেশ সহজ।'

'কথাটার জন্য ধন্যবাদ দিচ্ছি', জিমি বলল। 'বলে যাও, কিছু মনে করছি না।'

'তুমি যখন ফোন করে বললে এতে বিপদ থাকতে পারে 'আমিও প্রতিজ্ঞা করলাম কিছু করবই,' লোরেন বলল। 'হ্যারোডে গিয়ে একটা পিস্তল কিনলাম তাই। এই যে দেখ।'

লোরেন ছোট্ট একটা পিস্তল দেখাতেই সুপারিণ্টেডেণ্ট ব্যাটল সেটা নিয়ে দেখলেন।

'সাংঘাতিক বটে', তিনি বললেন। 'মিস ওয়েড, এটা নিয়ে পরীক্ষা করেছেন?'

'মোটেই না', লোরেন বলল। 'কাছে রেখেছিলাম সাহস বাড়াতে।'

'ঠিকই', ব্যাটল গম্ভীর হয়ে বললেন।

'আমার ইচ্ছে ছিল এখানে এসে কি ঘটেছে দেখা। ঝোপের কাছে গাড়ি রেখে লতাগাছ বেয়ে উঠে বারান্দায় পৌঁছই। কি করব যখন ভাবছি

ঠিক তখনই পায়ের কাছে ধপ করে প্যাকেটটা পড়ল। ওটা তুলে কোথা থেকে পড়ল দেখতে উপরের দিকে তাকাতেই একটা লোককে লতা ধরে নামতে দেখে দৌড় লাগাই।'

'তাই', ব্যাটল বললেন। 'মিস ওয়েড, এবার বলুন তো লোকটা কি রকম দেখতে।'

মাথা ঝাঁকালো লোরেন। 'খুব অন্ধকার ছিল—চেহারাটা দেখে খুব বিরাট চেহারা মনে হয়—আর কিছু বলতে পারব না।'

'এবার আপনি, মিঃ থেসিজার', ব্যাটল বললেন। 'আপনি লোকটার সঙ্গে হাতাহাতি করেছেন—ওর সম্বন্ধে কিছু বলতে পারেন?'

'লোকটার গায়ে অসম্ভব জোর। এইটুকুই বলতে পারি। চাপা গলায় সে কয়েকটা শব্দ করে—যখন ওর গলা টিপে ধরি। ও বলেছিল 'আমাকে ছেড়ে দাও' এইরকম কিছু। •

'কোন অশিক্ষিত কেউ?'

'হ্যাঁ, তাই মনে হয়েছিল। ওইভাবে কথা বলে লোকটা।'

'প্যাকেটটার ব্যাপারটা এখনও বুঝতে পারছি না', লোরেন বলল। 'ওটা যে ছুঁড়ে ফেলবে কেন? উঠতে গিয়ে বাধা পায় বলে?'

'না', ব্যাটল বললেন। এ বিষয়ে আমার ধারণা একদম অন্যরকম। প্যাকেটটা ইচ্ছে করেই আপনাকে সে দেয়, এই আমার বিশ্বাস।'

'আমাকে?'

'বরং চোর আপনাকে যে মানুষ ভেবেছিল তাকে।'

'ব্যাপারটা গোলমেলে হয়ে যাচ্ছে', জিমি বলল।

'মিঃ থেসিজার এ ঘরে আলোটা আপনিই জ্বালিয়ে ছিলেন?'

'হ্যাঁ।'

'ঘরে তখন কেউ ছিল না?'

'কেউই না।'

'আলো নিভিয়ে আবার আপনি দরজা বন্ধ করেন?'

জিমি সায় দিতে সুপারিন্টেন্ডেন্ট ব্যাটল চারদিকে তাকাতে একটা স্পেনীয় চামড়ার পরদা টাঙানো দেখে সেদিকে এগিয়ে গেলেন। আস্তে আস্তে ওটার পিছনে তাকিয়েই অস্ফুট একটা বিস্ময়ের শব্দ করে উঠলেন।

বাকি তিনজনই সেখানে ছুটে গেল।

মেঝের উপর একেবারে অজ্ঞান অবস্থায় পড়েছিলেন কাউন্টেস র‍্যাডকি।

॥ বাইশ ॥

কাউণ্টেস র‍্যাডকির কাহিনী

কাউণ্টেস র‍্যাডকির সম্বিৎ ফিরে আসার ব্যাপারটা জিমির কাছে অন্য ধরণের বলেই মনে হল। অনেক সময় নিয়ে বেশ শৈল্পিক সুষমায় তিনি জ্ঞান ফিরে পেলেন।

শৈল্পিক কথাটা বাণ্ডলের। বেশ ঈর্ষার সঙ্গেই বাণ্ডল কাউণ্টেসের মুখে চোখে জল ছিটিয়ে দিচ্ছিল। কাউণ্টেস অবশ্য সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় সাড়া দিলেন। আস্তে আস্তে তিনি কপালে হাত বুলিয়ে অস্ফুট স্বরে কিছু বলেও উঠলেন।

ঠিক তখনই টেলিফোন করে ডাক্তারকে খবর দিয়ে দ্রুত ঘরে ঢুকল বিল আর চরম গর্দভের মত আচরণ (অবশ্য বাণ্ডলের মতে) করে বসল।

বিল কাউণ্টেসের প্রায় মুখের কাছে ঝুঁকে বোকার মত কিছু কথা বলতে আরম্ভ করল।

'আমি বলছি, কাউণ্টেস, কোন ভয় নেই, সব ঠিক হয়ে গেছে। খুব আঘাত পেয়েছেন কিনা, একটু শুয়ে থাকলেই ভাল লাগবে। সুস্থ না হয়ে কিছুই বলতে হবেনা আপনাকে। আর একটু জল খাবেন? বাণ্ডল, একটু ব্র্যাণ্ডি···।'

'ঈশ্বরের দোহাই ওঁকে চুপ করে থাকতে দাও,' বেশ রাগান্বিত স্বরে বলল বাণ্ডল। 'উনি ঠিক আছেন।'

বাণ্ডল পাকা হাতে বেশ খানিকটা জল আবার কাউণ্টেসের প্রসাধন করা মুখে ছিটিয়ে দিতে তিনি ধরফর করে উঠে বসলেন জেগে।

'আঃ।' কাউণ্টেস বলে উঠলেন। 'আমি···আমি এখানে?'

বিল বলে উঠল, 'না, না, এখন কথা বলবেন না।'

কাউণ্টেস তার স্বচ্ছ রাত্রিবাস গায়ে জড়িয়ে নিলেন।

'সব মনে পড়ছে', তিনি বিড়বিড় করে বললেন। 'হ্যাঁ, সবই মনে আসছে।' তিনি তার সামনে উপস্থিত দলটিকে তাকিয়ে দেখলেন। খুব সম্ভবতঃ তাদের মুখভাবে কাউণ্টেসের মনে হল সেখানে সহানুভূতির স্পর্শ প্রায় নেই, শুধু একজনের মুখে ছাড়া, যাই হোক তিনি অন্যভাব যে মুখে

দেখলেন তার দিকে তাকিয়ে হাসলেন।'

'আঃ আমার বন্ধু', তিনি বিলকে বলে উঠলেন। 'চিন্তা করবেন না, আমি ভালই আছি।

'সত্যি?' বিল জানতে চাইলো উৎকণ্ঠিত হয়ে।

'নিশ্চয়ই', মিষ্টি হাসলেন কাউন্টেস। 'আমাদের হাঙ্গারীয়দের স্নায়ু ইস্পাতের মতই।'

বিলের ভঙ্গীতে গদগদ ভাব প্রকাশ পেতে বাগুলের ইচ্ছে হল ওকে একটা লাথি কষিয়ে দেয়। বদলে ও কড়া গলায় বলল, 'জল খেয়ে নিন।'

কাউন্টেস জল খাবেন না বললে জিম ককটেলের কথা বলল। শেষ পর্যন্ত তাই গলায় ঢেলে কাউন্টেস যেন সজীবতা ফিরে পেলেন।

'এবার বলুন তো কি হয়েছিল?' তিনি জিজ্ঞাসা করলেন।

'আমরা ভাবছিলাম কি হয়েছিল আপনিই বলবেন আমাদের', সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ব্যাটল বলতেই কাউন্টেস এই প্রথম দীর্ঘদেহী ব্যাটলকে লক্ষ্য করলেন।'

'আমি আপনার ঘরে গিয়েছিলাম', বাগুল বলল। 'দেখলাম আপনি ঘরে নেই, বিছানাতেও শোননি।'

বাগুলের চোখে অনুযোগের চিহ্ন দেখে কাউন্টেস মাথা দোলালেন।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে পড়ছে', কাউন্টেস বললেন। 'সব কথা বলতে বলছেন? কি ভয়ঙ্কর ঘটনা!'

ব্যাটল বলে উঠলেন, 'যদি বলেন।' বিল বলে উঠল, 'সুস্থ না বোধ করলে বলতে হবে না।'

কাউন্টেস সকলের মুখের দিকে তাকালেন। সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ব্যাটলের কর্তৃত্বব্যঞ্জক ভঙ্গীই জয়ী হল।

'আমার ঘুম আসছিল না,' কাউন্টেস বলে চললেন। 'বাড়িটাই কেমন লাগছিল আমার। বিছানায় শুয়ে থেকে লাভ নেই ভেবে কিছুক্ষণ বই পড়লাম কিন্তু মন বসাতে পারলাম না। ভাবলাম বাইরে গিয়ে দেখলে হয়।'

'খুবই স্বাভাবিক', বিল বলে উঠল।

'লোকে প্রায়ই এ রকম করে বটে,' ব্যাটল বললেন।

'তাই নিচে নেমে এলাম। বাড়ি একদম নিঝুম—।'

'মাপ করবেন', ব্যাটল বললেন। 'তখন কটা বাজে বলতে পারেন।'

'আমি সময়ের হিসাব রাখিনা,' মিষ্টি করে বললেন কাউন্টেস। 'বাড়ি

শান্ত। নেঙটি ইঁদুর ছুটে চলার শব্দও পাওয়া যেত থাকলে। আমি পায়ে পায়ে নিচে নেমে এলাম নিঃশব্দে—।'

'একদম নিঃশব্দে?'

'স্বাভাবিক। আমি কাউকে জাগাতে চাইনি', অনুযোগের দৃষ্টি মেলে বললেন কাউন্টেস। 'তারপর এই ঘরে ঢুকে আলো জ্বেলে তাকে একটা বই খুঁজতে লাগলাম।

'আহ্।' সুপারিন্টেন্ডেন্ট বললেন।

'হঠাৎই এরপর', নাটকীয় ভঙ্গীতে বললেন কাউন্টেস, 'কিছু শুনতে পেলাম। অস্পষ্ট একটা শব্দ। চাপা পদশব্দ। টর্চ বন্ধ করে শুনতে চাইলাম। পায়ের শব্দ আস্তে আস্তে এগুচ্ছিল—ভয়াল সে শব্দ। আমি পর্দার আড়ালে লুকিয়ে পড়লাম। পরক্ষণেই দরজা খুলল আর সুইচ টিপে আলো জ্বালল কেউ। সেই চোর—লোকটা ঘরে ঢুকল।'

'হ্যাঁ, কিন্তু—,' মিঃ থেসিজার বলতে গেলেন।

মস্ত এক বুট পরা পা ওর পা চেপে ধরল। সুপারিন্টেণ্ডেন্ট ওকে ওইভাবে ইঙ্গিত করছেন বুঝেই জিমি থেমে গেল।

'ভয়ে প্রায় আধমরা হয়ে গেলাম,' কাউন্টেস বলে চললেন। 'প্রায় নিঃশ্বাস বন্ধ করে রইলাম। লোকটাও একটু থেমে শুনতে চাইল, তারপর সেই ভয়াল শব্দের সঙ্গে—।'

জিমি আবার প্রতিবাদ করতে গিয়েও থেমে গেল।

'—সে জানালার কাছে গিয়ে মাথা বের করল। তারপর আবার ফিরে এসে আলো নিভিয়ে দরজা বন্ধ করল। ভীষণ ভয় পেলাম। লোকটা ঘরের মধ্যে নিঃশব্দে ঘুরছে। ভয়ঙ্কর ব্যাপার। ও যদি আমার উপর চড়াও হয়। আবার সে জানালার কাছে গেল। আবার সব চুপচাপ। ভাবলাম লোকটা চলে গেছে। প্রায় টর্চটা জ্বেলেও ফেলেছিলাম, আর ঠিক তখনই ব্যাপারটা ঘটে গেল।'

'বলে যান।'

'উঃ কী ভয়ানক কাণ্ড—জীবনে কোনদিন ভুলব না। দুজন লোক পরস্পরকে মেরে ফেলতে চাইছে। কী ভয়ঙ্কর। তারা মেঝেয় গড়াগড়ি খেয়ে জিনিসপত্র ভাঙচুর করে ফেলছিল। মনে হল কোন মেয়ে চিৎকার করে উঠল কোথাও। লোকটার গলা কর্কশ, চাপাস্বর। সে খালি বলছিল, 'যেতে দাও আমাকে—ছেড়ে দাও।' অন্যজন ভদ্রলোক, গলার স্বর ইংরেজদের মত।'

জিমিকে আত্মতুষ্ট মনে হল কথাটায়।

'খুবই ভদ্রলোক,' ব্যাটল বললেন।

'আর তারপর,' কাউন্টেস বললেন, 'আগুনের ঝলক আর গুলির শব্দ। গুলিটা আমার পাশের বইয়ের আলমারীতে লাগল। আমার মনে হল আমি অজ্ঞান হয়ে গেছি।'

তিনি বিলের দিকে তাকালে সে হাতে হাত রেখে বলল, 'আহা বেচারি। কি কষ্টই পেয়েছেন।'

'বেহদ্দ বোকা,' বাণ্ডল মন্তব্য করল।

সুপারিন্টেণ্ডেন্ট ব্যাটল নিঃশব্দ পরদার পাশে বইয়ের আলমারীর কাছে গিয়ে মাটী থেকে কিছু কুড়িয়ে নিলেন।'

'এটা বুলেট নয়, কাউন্টেস,' ব্যাটল বললেন। 'এটা বুলেটের খোল। যখন গুলি করেন তখন কোথায় দাঁড়িয়ে ছিলেন, মিঃ থেসিজার?'

জিমি জানালার কাছে গিয়ে বলল, 'এই রকম জায়গায়।'

ব্যাটলও পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে বললেন, 'ঠিক। এই একটা ·৪৫৫। কাউন্টেস এটাকেই গুলি ভেবেছিলেন, আলমারীতে ঘা খেয়ে এখানে পড়ে। গুলিটা জানালা দিয়ে বাইরে গেছে. কালই খুঁজে পাব। অবশ্য আক্রমণ-কারী সেটা সঙ্গে না নিয়ে গেলে।'

জিমি বলে উঠল, 'নাঃ লিওপোল্ডের গৌরব রইল না।'

কাউন্টেস ওর দিকে প্রশংসার দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, 'আপনার হাতে ব্যাণ্ডেজ—তাহলে আপনিই কি—?'

জিমি উত্তরে বলল, 'আপনি আছেন জানলে ওই ধরণের ভাষা প্রয়োগ করতাম না।'

'আমি সবটা বুঝিনি। অবশ্য আমাকে একজন গভর্ণেস—।'

'উঁহু. কোন গভর্ণেস এসব নিশ্চয়ই শেখাবেন না।'

'কিন্তু কি হয়েছিল আমি জানতে চাই,' কাউন্টেস বললেন।

সবাই একদৃষ্টে ব্যাটলের দিকে তাকালো।

ব্যাটল বললেন, 'খুবই সহজ ব্যাপার। 'চুরির চেষ্টা। স্যার স্ট্যানলী ডিগবির কাছ থেকে দরকারী কিছু রাজনীতি সংক্রান্ত কাগজ চুরি। চোরেরা সব নিয়ে প্রায় পালাচ্ছিল, কিন্তু এই তরুণীটিকে ধন্যবাদ—' তিনি লোরেনকে দেখালেন—, 'ওরা পারেনি।

কাউন্টেস অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকালেন। 'তাই বুঝি!'

'ভাগ্য ভাল উনি তখন ওখানেই কাকতালীয়ভাবে হাজির হন,' সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হাসি মুখে বললেন।

কাউণ্টেস দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'শরীরটা খারাপ লাগছে আবার।

'লাগারই কথা,' বিল বলে উঠল। 'চলুন আপনাকে ঘরে পৌঁছে দিই। বাগুল সঙ্গে যাবে।'

'ধন্যবাদ, তা আর লাগবে না, আমিই পারব,' কাউণ্টেস বললেন। 'শুধু সিঁড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিলেই হবে।'

কাউণ্টেস উঠে দাঁড়াতে বিল আর হাত ধরে নিয়ে চলতেই তার পাতলা রাত্রিবাসের আড়ালে চোখ পড়ল বাগুলের। প্রায় কাঠ হয়ে গেল ও। কাউণ্টেসের কাঁধের উপর ছোট্ট, কালো একটা আঁচিল।

বাগুল প্রায় কাঠ হয়েই ঘুরে তাকালো। বিল কাউণ্টেসকে নিয়ে যেতে জিমি আর লোরেন ব্যাটলের পিছনে ঘরে এল।

ব্যাটল বলে উঠলেন, 'এবার ঘর বন্ধ করে চাবি দিয়ে দেব। তারপর ফরাসীরা যেমন বলে আগামীকাল সকালে সব ব্যাপারটা আবার গোড়া থেকে আলোচনা করব। আঃ কি ব্যাপার, লেডি এইলিন ?'

'সুপারিণ্টেডেণ্ট ব্যাটল—আমি এখনই আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাই।'

'নিশ্চয়ই—নিশ্চয়ই, কিন্তু—।'

এই মুহূর্তে ঘরে ঢুকলেন জর্জ লোম্যাক্স, সঙ্গে ওর কার্টরাইট।

'ওঃ, ব্যাটল এখানে। শুনে নিশ্চিত হবে, ও'রুরকের কোন ভয় নেই।'

'আমি কখনই ভাবিনি মিঃ ও'রুরকের কিছু হয়েছে,' ব্যাটল বললেন।

'তাকে কড়া ইঞ্জেকশান দেয়া হয়েছিল,' ডাক্তার বললেন। 'কালই ঠিক হয়ে যাবেন সকালে। এবার আসুন আপনার হাতের ক্ষতটা দেখি।' তিনি জিমিকে বললেন।

'চললাম,' জিমি লোরেনের দিকে তাকিয়ে বলল। 'আমার স্নায়ুর কত জোর এবার দেখতে পাবে।'

ডাক্তারের সঙ্গে জিমি আর লোরেন চলে গেলে বাগুল কাতরভাবে ব্যাটলের দিকে তাকালো। ব্যাটলকে কিন্তু আটকালেন জর্জ লোম্যাক্স।

ব্যাটল বেশ কৌশলী ভঙ্গীতে বললেন, 'ভাবছিলাম, একটু আড়ালে স্যর স্ট্যানলী ডিগবির সঙ্গে কথা বলা যাবে কিনা।'

'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই,' জর্জ বললেন। 'আমি ওকে ডেকে আনছি।' তিনি দ্রুত উপরে উঠে গেলেন।

ব্যাটল সঙ্গে সঙ্গে বাগুলকে নিয়ে ড্রয়িংরুমের দরজা বন্ধ করলেন।

'এবার বলুন, লেডি এইলিন; কি ব্যাপার?'

'যত তাড়াতাড়ি পারি, বলছি—সে অনেক আর জটিল কথা।'

অল্প কথায় বাগুল এবার ওর সেভেন ডায়ালস ক্লাবের কথা শোনা আর তার পরের ঘটনার কথাগুলো শুনিয়ে দিল। ওর কথা শেষ হলে সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ব্যাটল লম্বা শ্বাস টানলেন। এই বোধ হয় প্রথম তার মুখের কঠিনতা নরম হয়ে গেল।

'লক্ষ্যনীয় ব্যাপার!' তিনি বলে উঠলেন। 'সত্যিই দারুণ। আপনার ক্ষেত্রেও এটা সম্ভব বলে ভাবতে পারতাম না, লেডি এইলিন। আমার বোঝা উচিত ছিল আগেই।'

'কিন্তু আপনিই আমাকে ইঙ্গিত দিয়েছিলেন, সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ব্যাটল। আপনি আমাকে বিল এভারসলের সঙ্গে কথা বলতে বলেছিলেন।

'আপনার মত মেয়েদের কোন ইঙ্গিত দেয়া মারাত্মক, লেডি এইলিন। আমি স্বপ্নেও ভাবিনি আপনি এতদূর এগোবেন।'

'ঠিক আছে, আমার মৃত্যু আপনাকে ভোগাতে চায়নি।'

'এখনও পর্যন্ত নয় তা ঠিক, 'ব্যাটল গম্ভীর করে বললেন। একটু থেমে ব্যাটল কিন্তু চিন্তা করে চললেন। তারপর আবার বললেন,' 'জিমি থেসিজারের কাজটা বুঝলাম বা আপনাকে এরকম বিপদে ঠেলে দিলেন। এটা ভাবতেই পারছি না।'

'সে আগে জানতনা,' বাগুল বলল। 'তাছাড়া মিস লয়েডকে দেখতেই সে ব্যস্ত।'

'তাই নাকি?' ব্যাটল বলে উঠলেন। 'আহ্!' তার চোখে হাসির ঝিলিক। 'এবার আমার কর্তব্য হল মিঃ বিল এভারসনেকে আপনার উপর নজর রাখতে বলা।'

'বিল।' বাগুল অনুযোগের সুরে বলল। 'সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ব্যাটল, আপনি আমার গল্পের শেষটুকু শোনেননি। যে মহিলাকে দেখলাম - ওই আমাকে—'এক নম্বর। উনিই হলেন কাউন্টেস র‍্যাডকি।' বাগুল দ্রুত সেই আঁচিলটা আবিষ্কারের কথা বলল।

বাগুল অবাক হল ব্যাটল কথাটায় হাই তুললেন দেখে।

'আঁচিল তেমন বড় প্রমাণ নয়, লেডি এইলিন। দুজন মহিলার একইরকম আঁচিল থাকতে পারে। মনে রাখবেন কাউণ্টেস র‍্যাডকি হাঙ্গারীর একজন

স্বনামখ্যাতা মহিলা।'

'তাহলে ইনি সত্যিকার কাউণ্টেস র‍্যাডকি নন। আমি বলছি আমি-
সেদিন তাকেই দেখেছি। আর আজ তাকে কিভাবে আবিষ্কার করলাম
ভাবুন। আমার নিশ্চিত ধারণা আজ উনি জ্ঞান হারাননি।'

'না, না, তা মনে হয়না, লেডি এইলিন। আলমারির গায়ে এই বুলেট
লাগলে যে কোন মহিলাই ভড়কে যেতেন।'

'তাবলে উনি ওখানে কি করছিলেন। টর্চ নিয়ে কেউ বই খুঁজতে
আসে না।'

ব্যাটল চিবুকে হাত বোলালেন। স্পষ্ট বোঝা যায় তিনি কথা বলতে
ইচ্ছুক নন। ঘরে পায়চারি করতে করতে তিনি মন তৈরী করে তাকালেন।

'দেখুন, লেডি এইলিন, আমি আপনাকে বিশ্বাস করে বলছি, কাউণ্টেসের
ব্যবহার সন্দেহজনক। এটা আপনিও যেমন জানেন আমিও জানি।
খুবই সন্দেহজনক—তবে আমাদের সাবধানে এগোতে হবে। দূতাবাসের
সঙ্গে কোন অপ্রিয় ব্যাপার চাই না। তাই নিশ্চিত হতে হবে—।'

'বুঝলাম। আপনি নিশ্চিত হলে –।'

'আর একটা ব্যাপার আছে। যুদ্ধের সময়, লেডি এইলিন, জার্মান গুপ্ত-
চরদের নিয়ে প্রচুর হৈ চৈ হয়। কাগজে অনেক খবরও বের হয়। আমরা
নজর দিইনি। পুঁটি মাছদের ধরিনি কারণ আমরা জানতাম রাঘব বোয়াল-
দের ধরতে পারবই। তাদের দিয়েই মাথায় যে আছে তাকে ধরতে পারব।'

'তাহলে বলতে চান—?'

'কি বলতে চাই তা নিয়ে ভাববেন না, লেডি এইলিন। শুধু মনে রাখবেন
কাউণ্টেস সম্পর্কে আমি সবই জানি, তাকে তাই ছেড়ে দিতে বলব,' ব্যাটল
বললেন। 'এখন আমাকে স্যর স্ট্যানলী ডিগবিকে কিছু বলতে হবে।

॥ তেইশ ॥

সুপারিণ্টেডেণ্ট ব্যাটল দায়িত্ব নিলেন

পরদিন সকাল দশটা। লাইব্রেরীর জানালা দিয়ে সকালের রোদ্দুর
ছড়িয়ে পড়েছে। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ব্যাটল সেখানে সকাল ৬টা থেকে কাজ
করছেন। তার অনুরোধে এসেছেন স্যর অসওয়াল্ড কুট, জর্জ লোম্যাক্স আর
কাপড়ে হাত ঝুলিয়ে জিমিও। রাতের বিভীষিকা কেটে গেছিল ইতিমধ্যে

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ব্যাটল দয়ার্দ্র ভঙ্গীতে সকলের দিকে একবার তাকালেন। পাশে টেবিলে নম্বর দিয়ে সাজানো ছিল নানা দ্রষ্টব্য, জিমি তার মধ্যে লিওপোল্ডকে চিনতে পারল।

'আর সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট,' জর্জ বললেন, 'কতটা এগোলেন ভাবছিলাম, লোকটাকে ধরেছেন ?'

'ধরতে সময় লাগবে. তবে ধরা সে পড়বেই', ব্যাটল বললেন ব্যর্থতার কোন ভাবেই বিচলিত না হয়ে। 'আমরা দুটো বুলেট পেয়েছি। বড়টা '৪৫৫, মিঃ থেসিজারের কোল্ট থেকে বেরিয়েছিল, একটা সেডার গাছে বেঁধা অবস্থায় পেয়েছি। আর ছোটটা এসেছে মউসার .২৫ থেকে। সেটা মিঃ থেসিজারের হাতের মধ্য দিয়ে ওই আরাম কেদারায় আটকায়।'

'কোন হাতের ছাপ নেই পিস্তলে?' স্যর অসওয়াল্ডের গলায় আগ্রহ জাগল। মাথা নাড়লেন ব্যাটল। 'না, লোকটা দস্তানা পরেছিল।'

'দুঃখের কথা', স্যর অসওয়াল্ড বললেন।

'যে কাজ চায় সে তৈরি হয়েই আসে। আমার কথা কি ঠিক, স্যর অসওয়াল্ড যে পিস্তলটা আপনি সিঁড়ির বিশ গজ দূরে পেয়েছিলেন?'

স্যর অসওয়াল্ড জানালার সামনে গিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ, তাইই হবে।'

'আমি কোন দোষ ধরছি না, তবে ওটা ওখানে ফেলে রাখলেই ভাল হত, স্যর।'

'আমি দুঃখিত', স্যর অসওয়াল্ড কাঠ হয়ে বললেন।

'ওহ্., তাতে কিছু যায় আসেনা। সবটাই আমি পর্যালোচনা করেছি। ওখানে আপনার পায়ের ছাপ বাগান থেকে এসেছে, আপনি নিচু হয়ে পিস্তলটা তোলেন ঘাসগুলো তাই লেপ্টে আছে। পিস্তলটা ওখানে গেল কেন এ বিষয়ে আপনার মত কি?'

'আমার ধারণা মানুষটা পালানোর সময় ফেলে যায়।'

মাথা নাড়লেন ব্যাটল।

'না। সে ফেলে যায়নি, স্যর অসওয়াল্ড। এ ব্যাপারে দুটো কথা আছে। ওখানে মাত্র একটা পদচিহ্ন আছে ঘাসের বুকে—আপনার।'

'বুঝেছি', স্যর অসওয়াল্ড চিন্তিতভাবে বললেন।

'এ ব্যাপারে তুমি নিশ্চিত, ব্যাটল?' জর্জ প্রশ্ন করলেন।

'হ্যাঁ, স্যর। ওখানে আরও এক পদচিহ্ন আছে, একটু তফাতে। সেটা মিস ওয়েডের।' একটু থেমে তিনি বললেন, 'মাটীতে বেশ গর্তও আছে।

সম্ভবতঃ পিস্তলটা বেশ কেউ জোরেই ছুঁড়ে ফেলে।'

'নয় কেন ?' স্যর অসওয়াল্ড বললেন। 'লোকটা পথের বাঁদিকে ছোটে, তাই কোন পদচিহ্ন পড়েনি। সে পিস্তলটাও ছুঁড়ে ফেলে, কি বল লোম্যাক্স ?'

জর্জ সায় দিয়ে বললেন, 'তাতে পায়ের ছাপ পড়বে না। কিন্তু মাটীতে দেখে আমার বিশ্বাস এই বারান্দা থেকেই পিস্তলটা কেউ ছুঁড়ে দেয়।'

'এটার কি কোন তাৎপর্য আছে ?' জর্জ প্রশ্ন করলেন।

'হয়তো নেই, তবু নিশ্চিত হতে চাই। স্যর অসওয়াল্ড, আপনি জানালায় দাঁড়িয়ে পিস্তলটা একবার ছুঁড়ে ফেলবেন ?'

স্যর অসওয়াল্ড সেটা করলেন এবার।

জিমি থেসিজার প্রায় উদগ্রীব হয়ে ব্যাপারটা লক্ষ্য করার ফাঁকে ব্যাটল বলে উঠলেন. 'দেখুন সেই একই দাগ পড়েছে মাটীতে। কিন্তু, মনে হচ্ছে কেউ দরজার বাইরে এসেছে।'

সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ব্যাটলের শ্রবণশক্তি সকলের চেয়েই তীক্ষ্ণ কারণ দেখা গেল একটা গ্লাস হাতে বাইরে দাঁড়িয়েছিলেন লেডি কুট।

'তোমার ওষুধ, অসওয়াল্ড। খেতে ভুলে গেছ', লেডি কুট বললেন।

'আমি ব্যস্ত রয়েছি, মারিয়া', স্যর অসওয়াল্ড বলে উঠলেন।

'আমি না আনলে তুমি ওষুধ খাবে না জানি। নাও, খেয়ে নাও।'

বিখ্যাত ইস্পাত শিল্পপতি এবার বাধ্য ছেলের মত ওষুধটা খেয়ে নিলেন।

লেডি কুট চারপাশে তাকিয়ে নিয়ে বললেন, 'আপনাদের কাজে ব্যাঘাত করছি না তো ? উঃ কি বিশ্রী সব পিস্তল। তোমাকে চোরেরা গুলি করেছে ভেবে কি আতঙ্কে কাল রাত কাটিয়েছি, অসওয়াল্ড।'

'ওঁকে না দেখে খুবই ভয় পান বোধ হয়, লেডি কুট ?' ব্যাটল বললেন।

'প্রথমে ভাবিনি। কিন্তু ওই ছেলেটাকে দেখে', তিনি জিমিকে দেখালেন। 'মিঃ বেটম্যানই শেষে বললেন অসওয়াল্ড বাইরে গেছে।'

'ঘুমোতে পারেন নি বুঝি, স্যর অসওয়াল্ড' ব্যাটল বললেন।

'এমনিতে আমি ভালই ঘুমোই', স্যর অসওয়াল্ড বললেন। 'কিন্তু গত-রাতে ঘুম আসছিল না, তাই ভাবলাম বাইরের হাওয়ায় ভাল লাগবে।'

'আপনি এই জানালা দিয়েই বেরিয়ে আসেন ?' ব্যাটল প্রশ্ন করলেন।

স্যর অসওয়াল্ড কি একটু ইতস্ততঃ করলেন উত্তর দিতে ? ভাবলেন ব্যাটল।

'হ্যাঁ।'

'পুরু জুতোটাও না পড়ে ?' দুঃখিতভাবে বললেন লেডি কুট। 'আমি না থাকলে কি যে করবে তুমি ?'

'মারিয়া, এবার যাও, দেখছ না আমরা ব্যস্ত আছি,' স্যর অসওয়াল্ড বললেন।

'জানি। আচ্ছা যাচ্ছি।'

লেডি কুট চলে গেলে জর্জ লোম্যাক্স বললেন, 'তাহলে মিটে গেল। লোকটা মিঃ থেসিজারকে গুলি করে পিস্তলটা ছুঁড়ে ফেলে বারান্দা দিয়ে পালায়।'

'সেখানে তারা আমার লোকেদের হাতে ধরা পড়ার কথা', ব্যাটল বললেন।

'তোমার লোকজন, ব্যাটল, আমার ধারণা অত্যন্ত দায়িত্বজ্ঞানহীন। তারা মিস ওয়েডকেও আসতে দেখেনি। তারা তাকে না দেখে থাকলে চোরকে পালাতে না দেখতেও পারে।'

সুপারিন্টেণ্ডেন্ট ব্যাটল কিছু বলতে গিয়েও বললেন না। জিমি তার দিকে অদ্ভুতভাবে তাকাল। ব্যাটলের মনের কথাই ও টের পেতে চাইছিল।

'লোকটা বোধহয় পাকা দৌড়বাজ', স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের গোয়েন্দা হাসিমুখে বললেন।

'কি বলতে চাও ব্যাটল ?'

'যা বলছি তা এই, মিঃ লোম্যাক্স। বারান্দার কোনে আমি পৌঁছই গুলি ছোঁড়ার পঞ্চাশ সেকেণ্ডের মধ্যেই। অতএব তাকে যখন দেখিনি সে অবশ্যই পাকা দৌড়বাজ।'

'তোমার কথা বুঝতে পারছি না, ব্যাটল। তোমার নিজস্ব মত থাকতে পারে, যেটা আমরা জানি না। তুমি বলছ লোকটা বাগান পেরিয়ে যায়নি, পথ দিয়েও না। তাহলে সে গেল কোথায় ?'

উত্তর না দিয়ে ব্যাটল বুড়ো আঙুল উপরের দিক ইঙ্গিত করল।

'মানে ?' জর্জ প্রশ্ন করলেন।

'উপরে', ব্যাটল বললেন। 'আবার সেই আইভিলতা।'

'বাজে কথা। তুমি যা বলছ সেটা অসম্ভব।'

'মোটেই অসম্ভব নয়, স্যর। যে একবার এটা করেছে দ্বিতীয়বারও পারে।'

'আমি অসম্ভব বলছি না। তবে লোকটা পালাতে চাইলে বাড়িতে ঢুকত না।'

'তার পক্ষে বাড়িই নিরাপদ, মিঃ লোম্যাক্স।'

'কিন্তু মিঃ ও'রুরকের দরজা ভিতর থেকে বন্ধ ছিল যখন আমরা আসি।'

'তাহলে তার কাছে যাবেন কিভাবে? স্যর স্ট্যানলীর ঘরের মধ্য দিয়ে। এই ভাবেই সে যায়। লেডি এইলিন বলেছেন তিনি দরজার হাতল নড়তে দেখেন। তখনই আমাদের বন্ধু ওই ঘরে ছিলেন প্রথমবার। আমার সন্দেহ চাবিটা ছিল মিঃ ও'করকের বালিশের নিচে। লোকটার দ্বিতীয়বারের বেরোনোর পথ স্পষ্ট—স্যর স্ট্যানলীর ঘরের মধ্য দিয়ে, যেটা খালি ছিল কারণ সকলের মত তিনি নিচে ছোটেন। আমাদের লোকটির পথও সাফ।'

'সে তবে গেল কোথায়?'

সুপারিন্টেন্ডেন্ট ব্যাটল তার বৃষস্কন্ধ ঝাঁকালেন, মুখভাব তার ধরা না দেবার মত।

'অনেক পথই ছিল। পাশের একটা খালি ঘর—তাছাড়া আইভিলতা। আর– আর ভিতরের কেউ হলে সে ভিতরেই থেকে যায়।'

জর্জ ধাক্কা খাওয়া বিস্ময়ের দৃষ্টিতে তাকালেন।

'সত্যি, ব্যাটল—আমার পরিচারকেরা সকলেই অত্যন্ত বিশ্বাসী। তাদের সন্দেহ করার মত—।'

'কাউকে সন্দেহ করতে কেউ বলছে না, মিঃ লোম্যাক্স। আমি সম্ভাবনার কথা বললাম। পরিচারকেরা সবাই সন্দেহের বাইরেই মনে করি।'

'আমাকে বড় ভাবনায় ফেললে', জর্জ বলে উঠলেন। 'সত্যিই ভাবনায় পড়লাম।' জিমি তার নজর ঘুরিয়ে দেবার জন্যই টেবিলে একটা জিনিস ইঙ্গিত করল।

'এ জিনিসটা কি?' ও বলল।

'এ হল এক্সিবিট নং জেড', ব্যাটল বললেন। 'এটাই শেষ, আর একটা দস্তানা।'

'কোথায় পেয়েছেন?' স্যর অসওয়াল্ড প্রশ্ন করলেন।

ব্যাটল বললেন, 'ওই চুল্লীর মধ্যে, আধপোড়া অবস্থায়। অদ্ভুত, মনে হচ্ছে যেন কোন কুকুর চিবিয়েছে।'

'এটা হয়তো মিস ওয়েডের। তার অনেক কুকুর আছে।'

ব্যাটল মাথা ঝাঁকালেন। 'এটা কোন মেয়ের দস্তানা নয়। একটু

পরুন তো।'

জিমি পরতেই তিনি আবার বললেন, 'দেখলেন, এটা আপনারও বড় হচ্ছে।'

'এই আবিষ্কারের কোন গুরুত্ব আছে?' ঠাণ্ডা স্বরে বললেন স্যর অসওয়াল্ড।

'কোনটা গুরুত্বপূর্ণ কে বলতে পারে?'

দরজায় শব্দ জেগে উঠতে এবার ঘরে ঢুকল বাণ্ডল।

'মাপ করবেন,' ও বলল 'বাবা এইমাত্র ফোন করলেন। তিনি আমায় এখনই বাড়ি ফিরতে বললেন কারণ সবাই তাকে বিরক্ত করছে।'

বাণ্ডল একটু দম নিতেই জর্জ বললেন,' 'তারপর, প্রিয় এইলিন?'

'আপনাদের বাধা দিতাম না,' বাণ্ডল বলল। 'কিন্তু মনে হল এর সঙ্গে এখানকাব কোন সম্পর্ক থাকতে পারে। বাবার চিন্তার কারণ হল আমাদের একজন ফুটম্যানকে পাওয়া যাচ্ছে না। সে গতরাতে চলে গিয়ে আর ফেরেনি।'

'লোকটার নাম কি?' জর্জই প্রশ্ন করলেন।

'জন বাওয়ার।'

'ইংরেজ?'

আমার ধারণা সে জার্মান। যদিও ভালই ইংরাজী বলে।'

'আহ্।' স্যর অসওয়াল্ড বলে উঠলেন হিস হিস শব্দে 'লোকটা কতদিন চিমনিতে ছিল?'

'এক মাসের কিছু কম।'

স্যর অসওয়াল্ড অন্য দুজনের দিকে তাকালেন। 'এই সেই হারিয়ে যাওয়া লোক। এটা নিশ্চয়ই বুঝেছ, লোম্যাক্স, বহু বিদেশী সরকারই জিনিসটার পিছনে ছুটছে। লোকটাকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি লম্বা চেহারা। আমরা চলে যাওয়ার পনেরো দিন আগে আসে। দারুণ চালাকি। এখানে নতুন চাকর এলে খোঁজ খবর নেয়া হবেই। কিন্তু চিমনিতে তা হত না।'

'বলতে চাও পরিকল্পনা ঢের আগেই হয়?'

'কেন নয়? ওই ফর্মুলার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে লক্ষ লক্ষ টাকা, লোম্যাক্স। বাওয়ার নিশ্চয়ই চিমনিতে আমার গোপন কাগজপত্র ঘাঁটা-ঘাঁটি করে কি হতে যাচ্ছে সেটা জেনে নেয়। বাড়ির ভিতরে তার কোন

সহকারীও থাকতে যে ও'রুরকে ওষুধ খাওয়ানোর ব্যবস্থাও করে। বাওয়ার-কেই মিস ওয়েভ আইভিলতা ধরে উঠতে দেখেন।'

॥ চব্বিশ ॥

বাণ্ডলের চিন্তাধারা

কোন সন্দেহ রইল না সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ব্যাটল একটু আশ্চর্য হলেন। তিনি চিন্তিতভাবে চিবুকে হাত বোলাতে চাইলেন।

'স্যর অসওয়াল্ডই ঠিক ব্যাটল', জর্জ বললেন। 'এই সেই লোক। তাকে ধরার আশা আছে?'

'থাকা সম্ভব, স্যর। ব্যাপারটা নিশ্চিতেই সন্দেহজনক। অবশ্য লোকটি আবার চিমনিতে ফিরে আসতেও পারে।'

'সেটা হতে পারে, ভাবো?'

'না, তা ভাবিনা', ব্যাটল স্বীকার করলেন। 'হ্যাঁ, বাওয়ারকেই সেই লোক মনে হয়। তবে সে কারও দৃষ্টি এড়িয়ে এখানে কিভাবে এল সেটাই বুঝতে পারছি না।'

'আপনার লোক সম্পর্কে আমার ধারণার কথা আগই বলেছি,' জর্জ বললেন এবার। 'অপদার্থ সব - আপনাকে দোষ দেবনা, কবে—,' থেমে যাওয়াতেই সব বোঝা গেল।

'বুঝেছি', ব্যাটল বললেন। 'আমার কাঁধ অনেক চওড়া। আমাকে এখনই টেলিফোন করতে হবে, মিঃ লোম্যাক্স। সবটাই কেমন বাঁধা বলতেই হবে।' তিনি দ্রুত চলে গেলেন।

'বাগানে চল,' বাণ্ডল জিমিকে ডাকল। 'তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাই।' দুজনে বাইরে বেরিয়ে এল।

'ব্যাপারটা কি বলতো?' বাণ্ডল প্রশ্ন করল।

জিমি পিস্তল ছুঁড়ে ফেলার ঘটনাটা শোনাল। ও বলল, 'ব্যাটলের মনে কোন একটা কিছু আছে নিশ্চয়ই। ও গভীর জলের মাছ, বাণ্ডল।'

'উনি অসাধারণ', বাণ্ডল বলল। 'তোমাকে গত রাতের কথা বলছি, শোন।' বাণ্ডল সব কথাই শোনাল।

'হুঁ, তাহলে কাউন্টেসই হলেন ১ নম্বর', জিমি শুনে বলল। '২ নম্বর হল বাওয়ার—যে চিমনি থেকে আসে। ও'রুরকে ওষুধ খাইয়ে অচেতন করা হয়েছে জেনে সে তার ঘরে ঢোকে। কাউন্টেস খাওয়ায়। কথা ছিল

সে কাগজগুলো জানালা দিয়ে ছুঁড়ে দেবে আর নিচে দাঁড়িয়ে কাউন্টেস সেগুলো নেবেন আর নিজের ঘরে চলে যাবেন লাইব্রেরী পেরিয়ে। বাওয়ার-কে ধরা গেলেও কিছুই পাওয়া যাবেনা। চমৎকার ছক, কিন্তু একটু গোলমাল হয়ে যায়। কাউন্টেস লাইব্রেরীতে ঢুকেই আমার পায়ের শব্দ শোনেন আর দ্রুত পর্দার আড়ালে ঢোকেন। অস্বস্তিকর অবস্থা যেহেতু তিনি তার জুড়িকে সতর্ক করতে পারছেন না। ২ নম্বর কাগজগুলো নিয়ে নিচে ছুঁড়ে ফেলে আইভি লতা বেয়ে নামতে শুরু করে। কিন্তু আমাকে দেখেই সে চমকে যায়। এদিকে কাউন্টেসের স্নায়ুও নড়বড়ে। অবশ্য গল্পটা তিনি ভালই ফেঁদে বসেন।'

'বেশি রকম ভাল', বাণ্ডল বলল।

'মানে?' জিমি অবাক হল।

'৭ নম্বরের ব্যাপার কি? যে ৭ নম্বরকে কখনই নাকি দেখা যায়না। কাউন্টেস আর বাওয়ার? না অত সহজ না। ও হল বলির পাঁঠা। আসলে এ হচ্ছে নম্বরের উপর থেকে সন্দেহ কাটিয়ে দেয়া।'

'বাণ্ডল, তুমি নিশ্চয়ই বেশি রোমাঞ্চ কাহিনী পড়ছ না?'

বাণ্ডল বেশ অনুযোগে দৃষ্টিতেই কেবল তাকাল।

'আমি অবশ্য প্রাতরাশের আগে ছটা অসম্ভব ব্যাপার বিশ্বাস করছি না,' জিমি বলল।

'প্রাতরাশ হয়ে গেছে', বাণ্ডল বলল।

'বা প্রাতরাশের পরেও। তথ্যগুলো স্পষ্ট, অথচ তুমি তার মধ্যেও বিচিত্র সবকিছু দেখছ।'

'আমি দুঃখিত', বাণ্ডল বলল। 'তবু রহস্যময় ৭ নম্বর যে এই বাড়িতেই আছে এ বিশ্বাস তাড়াতে পারছি না।'

'বিল কি ভাবছে?'

'বিল অসহ্য', বাণ্ডল ঠাণ্ডাস্বরে বলল।

'ওহ!' জিমি বলে উঠল। 'মনে হয় তুমি ওকে কাউন্টেসের কথা বলেছ? ওকে সতর্ক করা দরকার না হলে সব ভুরভুর করে বলে ফেলবে।'

'ও কাউন্টেসের বিরুদ্ধে কোন কথাই শুনবে না', বাণ্ডল বলল। 'একদম গাধা ও। ওকে তাই আচিলের কথাটা বলা দরকার।'

'দেয়াল আলমারীতে তুমিই ছিলে আমি নয়', জিমি বলল। তবে আমি বিলের মহিলা বন্ধুকে নিয়ে তর্ক করছি না।'

'একেবারে গাধা ও', বাগুল বলল। 'ওকে এর মধ্যে না টানলেই পারতে।'

'এই সব বিদেশীনী কি যে না করতে পারে জানি না।'

'যাক গে,' জিমি বলল, 'তুমি বলছ ব্যাটল চান কাউন্টেসকে যেন না ঘাটাই?'

'হ্যাঁ।'

'মতলবটা হল তার মাধ্যমে তিনি অন্যদের ধরবেন?'

'ও'রুরকে এ সবের মধ্যে থাকতে পারেন ভাবছ?'

'হতে পারে', বাগুল চিন্তিত ভাবে বলল। 'তার ব্যক্তিত্ব একেবারে জলন্ত। আমি কিছুতেই আর আশ্চর্য হব না। তবে অন্ততঃ একজন ৭ নম্বর নন, তিনি সুপারিন্টেণ্ডেন্ট ব্যাটল।'

'ওঃ। আমি ভাবছিলাম তুমি জর্জ লোম্যাক্সের নাম বলবে।'

'না না—উনি আসছেন।'

জর্জ এসে পড়তেই জিমি ছুতো করে পালালো।

জর্জ বাগুলের পাশে বসে বললেন, 'প্রিয় এইলিন, সত্যিই চলে যাচ্ছ তুমি?'

'বাবা খুবই ভাবনায় পড়ে গেছেন', বাগুল বলল।

'এই ছোট্ট হাতদুটো খুবই উত্তাপ জড়ানো', বাগুলের হাত নিজের হাতে নিয়ে বললেন জর্জ। 'প্রিয় এইলিন, তোমার মতকে আমি সম্মান দিই। বর্তমানের এই পরিবর্তিত অবস্থায়—।'

'ওর মাথা ঘুরে গেছে'—ভাবল বাগুল।

—'মানে পারিবারিক জীবন যখন দোদুল্যমান—মূল্যমান যখন আর থাকছে না তখন আমরা অন্ততঃ দেখাতে পারি আমরা প্রভাবিত নই। প্রিয় এইলিন, আমি পুরণো মূল্যবোধের কথাই বলছি। তোমার যৌবনের সুবিধাকেও আমি ঈর্ষা করি। তোমাকে আমি নানা বিষয় পড়তে সাহায্য করতে চাই। আর আমি চাই আমার সম্পর্কে তোমার কোন ভয় যেন না থাকে।'

'ধন্যবাদ', বাগুল অস্পষ্ট স্বরে বলল।

'আমার খুবই খারাপ লেগেছে যখন লেডি কেটারহ্যাম বললেন আমায় তুমি ভয় পাও। আমি সত্যিই একজন গতানুগতিক ধরণের মানুষ।'

জর্জ যে এমন মানুষ ভাবতেই বাগুল প্রায় স্তম্ভিত।

'আমার কাছে লজ্জা বোধ করবে না, প্রিয় এইলিন। আমাকে কখনই

ভয়ও পেয়ো না। আমাকে তোমার রাজনৈতিক গুরু ভাবতে পারো। রূপসী অথচ রাজনীতি ভালবাসে এমন তরুণীর বড় অভাব আজকাল। তুমি হয়তো তোমার বিখ্যাত কাকিমা লেডি কেটারহ্যামের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে পারো।'

এই ভয়ঙ্কর ভবিষ্যতের কথাটা ভেবে বাগুল প্রায় কাত। ও শুধু অসহায় ভাবে জর্জে'র দিকে তাকালো। তাতে তিনি অবশ্য হতাশ হলেন না বরং বাগুলের দিকে তাকিয়ে হাসলেন।

'প্রজাপতির জন্ম হচ্ছে শুঁয়োপোকা থেকে। চমৎকার এক দৃশ্য। আমি রাজনৈতিক অর্থনীতি নিয়ে কাজ করছি, প্রিয় এইলিন, সেটা তুমি চিমনিতে নিয়ে যেতে পারো। তোমার পড়া হলে আমি আলোচনা করব। বন্ধুদের জন্য আমি সব সময়েই কাজ করছি।'

জর্জ চলে গেলেন। বাগুল প্রায় ঘোরের মধ্য দিয়ে তাকিয়ে রইল। আচমকা বিল এসে পড়লে চমক ভাঙল ওর।

'এই, শোন', বিল বলল। 'কডার্স তোমার হাত ধরে কি করছিল ?'

'ওটা আমার হাত নয়', বাগুল প্রায় ক্ষেপে উঠে বলল। 'ওটা হল আমার প্রস্ফুটিত মন।'

'গাধার মত কথা বোলোনা, বাগুল।'

'দুঃখিত, বিল, একটু চিন্তায় পড়েছি। তোমার কি ধারণা জিমি বেশ ঝুঁকি নিয়েছিল এখানে।'

'ও তা নেয়' বিল বলল। 'কথা হল কডার্স তোমার উপর নজর দিলে তার হাত থেকে রেহাই মেলা শক্ত। জিমি ফাঁদে না পড়া পর্যন্ত বোঝেনা কি হচ্ছে।'

'জিমি নয়', বাগুল বলল। 'ফাঁদে পড়েছি আমি। আমাকে অসীম বার মিসেস মাকাটার সঙ্গে দেখা করতে হবে, রাজনৈতিক অর্থনীতি পড়তে হবে আর জর্জের সঙ্গে এ নিয়ে আলোচনা করতেও হবে। ভগবান জানেন এর শেষ কোথায়।'

শিস দিয়ে উঠল বিল। 'বেচারি বাগুল, মহা ফ্যাসাদে পড়েছ দেখছি।'

'সত্যিই তাই, বিল। কি করি বুঝতে পারছি না।'

'মা ভৈঃ,' সান্ত্বনা জানাল বিল। জর্জ সত্যি নারীদের পার্লামেন্টে যাওয়া পছন্দ করেনা। তোমাকেও বক্তৃতা দিয়ে নোঙরা বাচ্চাদের চুমু খেতেও হবে না। চল, এবার কিছু পান করা যাক।'

দুজনে উঠে এগিয়ে চলল।

'আমি রাজনীতি একদম পছন্দ করিনা', বাণ্ডল বলল।

'প্রত্যেক বুদ্ধিমান মানুষই তাই করে। শুধু কডার্স আর পঙ্গোর মত মানুষেরা রাজনীতি ভালবাসে। তবে ভবিষ্যতে কডার্সকে তোমার হাত ধরতে দেবে না।'

'কেন নয়? তিনি আমাকে বহুদিন ধরে চেনেন।

'আমার পছন্দ নয়।'

'পবিত্র উইলিয়াম—ওহ্, ওই যে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ব্যাটলকে দেখ'

ওদের চোখে পড়ল হলঘরের পাশের একটা ঘরে ব্যাটল কিছু গলফ খেলার ক্লাব নির্দিষ্ট হয়ে পরীক্ষা করছেন। তিনি বাণ্ডলের কণ্ঠস্বর শুনে ভীরু চোখে তাকালেন।

'গলফ খেলতে যাচ্ছেন নাকি, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ব্যাটল?'

'আরও খারাপ কিছু করতে পারি, লেডি এইলিন। কথায় বলে শেখার কোন বয়স নেই। যে কোন খেলায় জয়ী হওয়ার গুণ আমার আছে।'

'সেটা কি রকম?' বিল প্রশ্ন করল।

'কখন হারতে হয় আমার জানা নেই। সব ভুল হলে আবার গোড়া থেকে শুরু করি আমি।'

ব্যাটল দৃঢ়তা নিয়েই ওদের সঙ্গে যোগ দিলেন।

॥ পঁচিশ ॥
পরিকল্পনা ছকে নিল জিমি

বেশ মুষড়ে পড়েছিল জিমি। জর্জকে ইচ্ছে করেই এড়িয়ে গেল ও পাছে সান্টাতে সীমান্ত বিরোধ নিয়ে ওকে কিছু বলতে হয়।

একটু পরেই ও যা ভেবেছিল তাই হল, লোরেন ওয়েড ওর সঙ্গে যোগ দিল। ওরা বাগানের পথ ধরে এগোল।

'লোরেন?' জিমি বলল।

'বল।'

'দেখ, আমি গুছিয়ে কথা বলতে পারি না—মানে আমরা বিয়ে করে সুখে বাস করতে পারি না।'

লোরেন আচমকা এই প্রস্তাবে অবশ্য বিব্রত হলনা, উল্টে ও জোরে হেসে উঠল।

'এভাবে হেসে উড়িয়ে দিও না,' জিমি অনুযোগ জানাল।

'না হেসে পারছি না, তোমাকে দেখে মজা লাগছে।'

'লোরেন—তুমি একটা বিচ্ছু।'

'কখনও না। আমি অতি সুন্দর মেয়ে।'

'যারা তোমাকে চেনেনা তাদের কাছে—তোমার বাইরেটা দেখে তারা ভুল করে।'

'তোমার কথাগুলো বেশ লাগছে। খুব শিক্ষণীয়।'

'লোরেন বাজে কথা ছাড়ো। করবে কি করবে না?'

লোরেনের মুখখানা নরম হয়ে এল। ও বলল, 'এখন না জিমি। আমরা যতক্ষণ না নিরাপদ হচ্ছি।'

'তোমার ধারণা আমরা বিপদের মুখে?'

'তুমি তা ভাবো না?'

জিমির মুখে আঁধার নামল। 'তোমার কথাই ঠিক। বাণ্ডলের অবাস্তব কথা যদি ঠিক হয় তাহলে ৭ নম্বরের সঙ্গে বোঝাপড়া না হওয়া পর্যন্ত আমরা নিরাপদ নই।'

'আর বাকিরা?'

'অন্যদের কথা থাক। ৭ নম্বরের কাজের ধারাতেই ভয় পাচ্ছি। সে কে জানিনা।'

লোরেন কেঁপে উঠে বলল, 'আমিও ভয় পেয়েছি সেই জেরির মৃত্যু থেকে ।'

'কোন ভয় নেই। সব আমার হাতে ছেড়ে দাও। কথা দিচ্ছি, লোরেন ৭ নম্বরকে আমি ধরবই। ধরলে বাকিদের ঠিক শায়েস্তা করব।'

'তুমি তাকে ধরলে। সেই যদি তোমাকে ধরে?'

'অসম্ভব', জিমি হেসে বলল। 'আমি ঢের বেশি চালাক।'

'তোমার কোন মতলব আছে মনে হয় জিমি। সেটা কি বলবে?'

'উঁহু, তরুণ বীর আগেভাগে সব বলে না, সব আড়ালেই রাখে।'

'তুমি একটা গাধা, জিমি।'

'জানি, জানি', জিমি বলল, 'সবাই তাই বলে বটে। তবে আড়ালে অনেকেই মাথা খাটাচ্ছে। তোমার পরিকল্পনা আছে নাকি?'

'বাগুল বলেছে ওর সঙ্গে চিমনিতে যেতে।'

'চমৎকার,' জিমি বলল। 'এর চেয়ে ভাল হয়না। বাগুলের উপর নজর রাখা দরকার, ও কখন কি করে বসবে কেউ জানেনা।'

'বিলই নজর রাখবে।'

'বিল অন্য জায়গায় ব্যস্ত।'

'এটা বিশ্বাস করতে যেও না।'

'মানে? বিল কাউণ্টেসকে নিয়ে ব্যস্ত নয়? ওতো একদম গদগদ।'

মাথা ঝাঁকাল লোরেন। ও গদগদ বাগুলের ব্যাপারে। আজ সকালে মিঃ লোম্যাক্স বাগুলের হাত ধরে কিছু বলছিলেন, ব্যস রকেটের মত বিল ছুটেছিল।'

'মানুষের মন বড় বিচিত্র, লোরেন। কেউ তোমার হাত ধরলে আমি ক্ষেপে যাব বলছ? আমার স্পষ্ট ধারণা বিল ওই কাউণ্টেসের প্রেমে পড়েছে। বাগুলও তাই ভাবছে।'

'বাগুল ভাবতে পারে', লোরেন বলল। 'কিন্তু, জিমি, আমি বলছি তা নয়।'

'তাহলে ব্যাপারটা কি?'

'বিল নিজে কোন তদন্ত করছে এমন নয়তো?'

'বিল? ওর তেমন মাথাই নেই।'

'আমি নিশ্চিত নই। ওরকম পেশীওয়ালা ছেলে যখন সূক্ষ্ম নয় তখনই সন্দেহ জাগে।'

'হয়তো তাতে ভাল কাজও বিল করতে পারে। কিন্তু আমার ধারণা বিলের ব্যাপারে ভুল করছ, লোরেন, ও আমার মত নয়।'

লোরেন তবু মাথা ঝাঁকালো।

'যাকগে', জিমি বলল। 'যা খুশি ভাবো। এখন চিমনিতে গিয়ে দয়া করে বাগুলের দিকে নজর রাখ যাতে ও কিছুতেই সেভেন ডায়ালসে আর যেতে না পারে। ঈশ্বর জানেন আবার গেলে কি ঘটবে। এবার আমাকে লেডি কুটের সঙ্গে একটা কথা বলতে হবে।'

লেডি কুট বাগানে বসে উলের জামা বুনছিলেন। জিমিকে দেখে পাশে বসতে দিলেন। জিমি চালাক ছেলে, সঙ্গে সঙ্গেই সে লেডি কুটের বোনার তারিফ করল।'

'ভাল না?' লেডি কুট বললেন। 'এটা শুরু করেছিলেন আমার ঠাকুমা

সেলিসাঙ্ক মারা যাওয়ার এক সপ্তাহ আগে। লিভারের ক্যান্সার।'
'দুঃখের কথা,' জিমি বলল।
'হাত কেমন আছে ?'
'এখন বেশ ভাল, তবে বড্ড অসুবিধা হচ্ছে।'
'একটু সাবধান হবেন কিন্তু।'
'এরপর যাচ্ছেন কোথায় ?' জিমি জানতে চাইল।
লেডি কুট দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, 'স্যর অসওয়াল্ড ডিউক অ্যালটনের ডিউকের বাড়িটা নিয়েছেন, ওটা লেদার বারীতে। তার কথা জানেন বোধ হয় ?'
'মোটামুটি জানি। নামী জায়গা, তাই না ?'
'তা জানি না', লেডি কুট বললেন, 'বেশ বড় বাড়ি, তবে কিছুটা— । গাদা গাদা ছবির গ্যালারী আছে, ভয়ঙ্কর সব মানুষের। প্রাচীন গুণী শিল্পী যাদের বলে তাদের ছবি যাচ্ছেতাই। স্যর অসওয়াল্ড যখন শুধু মিঃ কুট ছিলেন তখনকার ইকশায়ারের ছোট বাড়িটা যদি দেখতেন, মিঃ থেসিজার। ভারি সুন্দর লাগত।'
কথা বলার ফাঁকে লেডি কুটের হাত থেকে পশমের গুলী গড়িয়ে পড়তে জিমি তা তুলেও দিল, আর বলল, 'স্যর অসওয়াল্ড নিজেও নিশ্চয়ই একখানা বাড়ি কিনবেন।'
তখন আপনি মনের মত করে সাজাতে পারবেন।'
'স্যর অসওয়াল্ড একটা কোম্পানীকে দায়িত্ব দিচ্ছেন,' বিষাদভরা গলায় বললেন লেডি কুট।
কথাবার্তা এবার স্যর অসওয়াল্ডকে ঘিরেই চলল।
লেডি কুট এবার বললেন, 'স্যর অসওয়াল্ড থামতে জানেন না, উনি এগিয়েই চলেছেন। ইংল্যাণ্ডের মস্ত ধনী মানুষ তিনি, কিন্তু আমার খালি ভয় হয় কখন যে অসুস্থ হয়ে পড়বেন—।' প্রায় চোখে জল এল তার।
'ভাবনার কথা অবশ্যই', জিমি সমঝদারের মত বলল।
মিঃ বেটম্যান আছেন তাই শান্তি, ছেলেটি ভারি ভাল', লেডি কুট বললেন।
'চমৎকার বিবেচক ছেলে', জিমি বলল।
'অসওয়াল্ড মিঃ বেটম্যানের বিচার বুদ্ধির দারুণ তারিফ করেন। তিনি বলেন 'মিঃ বেটম্যান সব সময়েই ঠিক।'
'আপনাদের সঙ্গে গত সপ্তাহে চিমনিতে চমৎকার কাটিয়েছি', জিমি

বলল। 'বেচারি জেন্নি মারা না গেলেই ভাল হত। মেয়েটা বেশ হাসি-খুশি ছিল।

'আজকালকার মেয়েরা রোমান্টিক নয়। আমি অসওয়াল্ডকে আমার মাথার চুল দিয়ে রুমালে এমব্রয়ডারি করে দিয়েছিলাম।

'তাই নাকি?' জিমি বলল। 'তবে আজকাল মেয়েদের তো লম্বা চুলই থাকে না।'

'আচ্ছা', এখানে এমন মেয়ে নেই, যাকে বিয়ে করে ঘর বাঁধতে ইচ্ছে হয় আপনার?' লেডি কুট বলে উঠলেন।

একটু লাল হয়ে উঠল জিমি। ও আমতা আমতা করতে লাগল।

'আমার তো ধারণা আপনি ভেরা ডেভেনট্রির সঙ্গে বেশ মিশছিলেন।'

'কে শকস?'

'হ্যাঁ, ওকে সবাই তাই বলে; জানিনা কেন, এটা ঠিক নয়।'

'হ্যাঁ, ও ভাল। ওর সঙ্গে আবার দেখা হওয়ার ইচ্ছে আছে।'

'সে আগামী সপ্তাহের শেষে এখানে থাকতে আসছে', লেডি কুট বললেন।

'তাই নাকি?' বেশ আগ্রহ দেখাতে চাইল জিমি।

'হ্যাঁ—আপনিও আসবেন নাকি?'

'হ্যাঁ, আসব', জিমি খুশির স্বরে বলল। 'আপনাকে ধন্যবাদ, লেডি কুট।' জিমি এবার বিদায় নিল।

একটু পরেই এসে পড়লেন স্যর অসওয়াল্ড।

'সর্বঘটে কাঠালি কলা ছোকরা এখানে তোমায় জ্বালাচ্ছিল কেন?' জানতে চাইলেন তিনি।' ছোকরাকে একদম সহ্য করতে পারি না।'

'ছেলেটা বেশ ভাল,' লেডি কুট বললেন। 'কি রকম সাহসী। গত-রাত্তিরে কিভাবে আহত হল।'

'তা হল। সব কাজে নাক গলানো স্বভাব।'

'না, না, তুমি অযথা একথা বলছ, অসওয়াল্ড।'

'জীবনে কোনকালেও ভাল কাজ করেনি। আলসে ছোকরা, কোনকালে কিছু হবে না।'

'গতরাত্তিরে তোমার পায়ে ঠাণ্ডা লাগিয়েছ', লেডি কুট বললেন। 'নিউমোনিয়া না হলেই বাঁচি। তোমার ওভাবে ঘোরা ঠিক হয়নি, অসওয়াল্ড। একটা খুনে চোর ঘোরাফেরা করছিল। তোমায় গুলি

করতেও পারত। তার জন্যই মিঃ থেসিজারকে সপ্তাহের শেষে এখানে থাকতে বলেছি।'

'যাচ্ছে তাই ব্যাপার', স্যর অসওয়াল্ড বলে উঠলেন। 'আমার বাড়িতে ওই ছোকরাকে কিছুতেই আসতে দেবনা, মারিয়া।'

'কেন?'

'সেটা আমার ব্যাপার।'

'আমি দুঃখিত, সোনা', লেডি কুট নরম করে বললেন। 'ওকে তো বলে ফেলেছি এখন আর কি করব। আমাব পশমের গুলিটা তুলে দাও তো।'

থমথমে মুখ করে বাধ্য ছেলের মত স্যর অসওয়াল্ড কাজটা করলেন। তারপর স্পষ্ট করে বললেন আমি কিছুতেই ওই থেসিজারকে আমার এখানে আসতে দিচ্ছি না। বেটম্যান ওর বিষয়ে অনেক কথা বলেছে। ও তার সঙ্গে স্কুলে পড়ত।'

'মিঃ বেটম্যান কি বলেছেন?'

'ভাল কিছুই বলেনি, উল্টে ওর বিষয়ে আমায় সাবধান কবে দিয়েছে।'

'তাই নাকি?' লেডি কুট বললেন।

'বেটম্যানেব কথা বিচার বুদ্ধিতে আমার খুবই বিশ্বাস। ওকে কখনও ভুল কবতে দেখিনি।'

'ওঃ, তাহলে তো বড় ভুল করে বসেছি', লেডিকুট বললেন। ওকে তো থাকতে বলে ঠিক করিনি। সব কথা আমাকে আগে বলা উচিত ছিল, অসওয়াল্ড। বড় দেরি হয়ে গেছে।'

লেডি কুট এগিয়ে যেতে স্যর অসওয়াল্ড একদৃষ্টে সেদিকে তাকিয়ে কাঁধ ঝাঁকালেন।

লেডি কুটের মুখে হাসি জাগলো। স্বামীকে খুবই ভালবাসেন তিনি তবু নিজের মতে চলতেও চান।

॥ ছাব্বিশ ॥

প্রধানতঃ গলফের কথা

'তোর বন্ধু বেশ চমৎকার মেয়ে, বাণ্ডল', লর্ড কেটারহ্যাম বললেন।

লোরেন প্রায় এক সপ্তাহ চিমনিতে রয়েছে আর বাড়ির কর্তার কাছ থেকে খুবই প্রশংসা আদায় করেছে গলফ খেলা শিখে।

লর্ড কেটারহ্যাম তার শীতের আবাসে বিরক্ত বোধ করে গলফ খেলায় মেতেছেন। এ খেলায় তিনি অসাধারণ বলা চলে। সকাল থেকে গলফ বলে শট নেয়া তার দৈনন্দিন কাজ।

কথা বলে চলেছিলেন লর্ড কেটারহ্যাম। 'যা বলছিলাম, বাণ্ডল, তোর বন্ধু ভারী চমৎকার মেয়ে। ওকে ভাল করে খেলাটা শেখাচ্ছি। ও চমৎকার কটা শট মেরেছে।

বাণ্ডল অবশ্য বলল, 'বাবা, তোমার ম্যাকডোনাল্ড কুটদের সঙ্গে যেমন খারাপ ব্যবহার করেছিল তার জন্য বেশ শাস্তিও মিলেছে ওর।'

'কেন? আমার বাগানে আমার ইচ্ছেমত কাজ করতে পারি না? ম্যাকডোনাল্ড আমার ইচ্ছেটাই দেখে। তোর ওই কুটও খারাপ নয় গলফের ব্যাপারে।'

'উনি বোধহয় সব ব্যাপারে নিশ্চিত হতে চান', বাণ্ডল বলল।

'তা ঠিক', লর্ড কেটারহ্যাম বললেন।' ওই বেটহ্যামের মত অবশ্য নয়।'

হঠাৎ ট্রেডওয়েল হাজির হয়ে বলল বাণ্ডলকে, 'মিঃ থেসিজার আপনার সঙ্গে কথা বলতে চান।'

বাণ্ডল 'লোরেন', 'লোরেন' বলে হাঁক দিয়ে ছুটল।

একটু পরে লোরেন ওর সঙ্গে যোগ দিলে বাণ্ডল রিসিভার তুলল', হ্যাল্লো, জিমি নাকি?'

'হ্যাল্লো। কেমন আছো?'

'বেশ চমৎকার।'

'লোরেন কেমন আছে?'

'দারুণ। ও এখানেই, কথা বলবে?'

'এক মিনিটের মধ্যেই। শোন, সপ্তাহের শেষে কুটদের বাড়িতে কাটাতে যাচ্ছি', কায়দা করে বলল জিমি। 'বাণ্ডল, সব-খোল চাবি কোথায় পাওয়া যায় জানো?'

'কোনই ধারণা নেই আমার। কুটদের বাড়িতে সব খোল চাবি নিয়ে যাবে?'

'আমার কি রকম ধারণা এটার দরকার হবে।'

'অর্থাৎ চোর বন্ধুকে দড়ি দেখাবার কথা বলছ।'

'ঠিক তাই, বাণ্ডল। আমার কাছে ওটা নেই তাই ভাবলাম তোমার উর্বর মস্তিষ্কে কিছু থাকতে পারে। আমায় অগত্যা স্টিভেন্সেরই স্মরণাপন্ন

হতে হবে। ও হয়তো ভাববে অপরাধীদের সংসর্গে পড়েছি।'

'জিমি?' বাগুল বলল।

'বলে ফ্যালো।'

'দেখ—তোমায় সাবধান হতে হবে, কেমন? মানে, স্যর অসওয়াল্ড যদি দেখেন তুমি সব-খোল চাবি নিয়ে ঘুরঘুর করছ তাহলে ব্যাপারটা খুব জটিলও করে ফেলতে পারেন তিনি।'

সুন্দর যুবক কাঠগড়ায়। ঠিক আছে, আমি সতর্ক হব। আমার সত্যিকার ভয় পঙ্গোকে। ও নিঃশব্দে চলাফেরা করে। অসম্ভব সব জায়গায় ও হঠাৎ হাজির হয়।'

'যাই হোক, লোরেন আর আমি যদি তোমার উপর নজর রাখতে ওখানে যেতাম।'

'ধন্যবাদ, আসলে আমার একটা মতলবও আছে।'

'যেমন?'

'ধর, কাল সকালে তোমার আর লোরেনের একটা গাড়ির দুর্ঘটনা ঘটল লেদারবারীর কাছে, ওটা খুব দূরে না, তাই না?'

'চল্লিশ মাইল। এটা কিছুই না।'

'তা জানি—তবে দেখ, লোরেনকে মেরে ফেলোনা যেন। ওকে বড় ভালবাসি। তাহলে সাড়ে-বারোটা নাগাদ?'

'যাতে তারা আমাদের মধ্যাহ্নভোজে নেমন্তন্ন করে?'

'তাই। শকস নামে মেয়েটার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল, বাণ্ডল। জানো, ও'রুরকেও যাচ্ছেন।'

'জিমি, তোমার কি মনে হয়—?'

'সবাইকেই সন্দেহ করতে হয়। গোপন সমিতিতে তিনিও থাকতে পারেন। তিনি আব কাউন্টেস একদলের হতে পারেন। তিনি গত বছর হাঙ্গারীতে গিয়েছিলেন।'

'কিন্তু, তিনি তো যখন ইচ্ছে ফর্মুলাটা হাতিয়ে নিতে পারতেন?'

'উঁহু। এমন ভাবে নিতে পারতেন না যাতে কেউ তাকে সন্দেহ করে। এবার শোন, যে করেই হোক তোমাদের পঙ্গো আর ও'রুরকেকে আটকে রাখতে হবে মধ্যাহ্নভোজ পর্যন্ত। তোমাদের মত সুন্দরীদের একাজ কঠিন নয়।'

'চমৎকার। এবার লোরেনের সঙ্গে কথা বল।'

॥ সাতাশ ॥

রাতের অ্যাডভেঞ্চার

জিমি থেসিজার রৌদ্রকরোজ্জ্বল এক বিকেলে লেদারবারীতে হাজির হতে স্নেহার্দ্রভাবে অভ্যর্থনা জানালেন লেডি কুট। স্যর অসওয়াল্ডের দৃষ্টিতে অবশ্য ঠাণ্ডা বিতৃষ্ণা। লোর্ড কুটের ঘটকালীর দৃষ্টির সামনে জিমি অতি কষ্টে শকস ডেভেনট্রির কাজে নিজেকে আদর্শ প্রমাণ করার চেষ্টা করল।

দারুণ ফূর্তিতে ছিলেন ও'রুরকে। তিনি সে রাতের অ্যাবীর ঘটনার ব্যাপারে গোপনীয়তা রক্ষা করে গেলেও শকসের প্রশ্নের খাতিরে এমনভাবে বর্ণনা দিলেন যে কোনটা সত্যি বোঝা গেলনা।

'চারজন মুখোস পরা মানুষ রিভলবার নিয়ে আসে? সত্যি?' শকস প্রায় হাঁ হয়ে গেল।

'আহ্! এখন মনে পড়ছে আরও আধ ডজন লোক আমাকে চেপে ধরে কিছু জোর করে গেলাতে চাইছিল। আমি ভাবলাম নিশ্চয়ই বিষ আর আমিও বোধ হয় শেষ।'

'আর কি চুরি গেল?'

'ব্যাঙ্ক অব ইংল্যাণ্ডে জমা দেবার জন্য মিঃ লোম্যাক্সের কাছে পাঠানো রাশিয়ার রত্ন ছাড়া আর কি?'

'আপনি কি অসম্ভব মিথ্যেবাদী', শকস সোজা বলল।

'আমি মিথ্যেবাদী? আমার সেরা বন্ধু পাইলট হয়ে এত রত্ন নিয়ে এল। আমি যা বলছি নিছক গোপন ইতিহাস। মিঃ জিমি থেসিজারকেই জিজ্ঞেস কর। অবশ্য ও অন্য কিছু বললে আমি দায়ী নই।'

'এটা কি সত্যি যে জর্জ লোম্যাক্স তার নকল দাঁত ছাড়াই নিচে নেমে আসেন?' শকস প্রশ্ন করল

'দুটো রিভলবারও ছিল', লেডি কুট বললেন। 'কি ভয়ঙ্কর দেখতে। ছেলেটি যে মরে যায়নি তাই ভাগ্য।'

'আমার জন্ম হয়েছে ফাঁসীতে ঝোলার জন্য', জিমি বলে উঠল।

'শুনলাম এক রুশী কাউন্টেস ছিলেন', শকস বলল। 'বেশ সুন্দরী আর বিলকে নাকি প্রায় মুঠোয় পুরেছিলেন।'

আলোচনা এই খাতেই বয়ে চলার ফাঁকে লেডি কুট প্রশ্ন করলেন জিমিকে, 'হাতটা কেমন আছে ?'

'ওহ্, বেশ ভালোই। আমি বাঁ হাত দিয়েই সব কাজ চালাচ্ছি।'

'সব বাচ্চাকেই দু হাত ব্যবহার শেখানো উচিত', স্যর অসওয়াল্ড বললেন।

'সরকারী অফিসে ডান হাত বাঁ হাতের কথা না জানলে ভাল হত', মিঃ ও'রুরকে বললেন।

'আপনি দুহাত ব্যবহার করেন ?'

'অবশ্যই না, আমি ডান-হাতি।'

'কিন্তু সেদিন আপনাকে বাঁ হাতে তাস বাঁটতে দেখলাম', মিঃ বেটম্যান বললেন।

'ওহ্ সেটা অন্য ব্যাপার', ও'রুরকে সহজভাবে বললেন।

নৈশভোজের পর বসল ব্রিজ খেলার আসর। জিমি শুধু সিঁড়ি বেয়ে ওঠার সময় শুনল স্যর অসওয়াল্ড স্ত্রীকে বললেন, 'তুমি ভাল ব্রিজ খেলতে পারবে না, মারিয়া।'

দু ঘণ্টার মত পরে জিমি নিঃশব্দে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল। রান্নাঘরে এক মুহূর্ত উঁকি দিয়ে স্যর অসওয়াল্ডের স্টাডিরুমের দিকে চলল। দু এক মিনিট কান পেতে শুনে ও কাজ শুরু করল। টেবিলের কটা ড্রয়ার চাবি আঁটা ছিল, কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে একটা তার ঢুকিয়ে দিতেই সেগুলো খুলে গেল। প্রত্যেকটা ড্রয়ারই ও দেখল, কাগজপত্র ঠিক করে সাজিয়েও রাখল।

শেষটাতে ও কিছু কাগজপত্র পেলেও দরকারী যা খুঁজছিল ও সেটা পেলনা। সেটা হল হের এবারহার্ডের সেই ফর্মূলার কোন উল্লেখ যার সাহায্যে রহস্যময় ৭ নম্বরের পরিচয় জানা যায়।

ভাল করে ড্রয়ারগুলো বন্ধ করে একবার সব দেখে নিল জিমি। ওর ভয় বেটারম্যানকে। তার দৃষ্টিশক্তি অতি তীক্ষ্ণ তাই পাছে কারও উপস্থিতি সে টের না পায়।

নিঃশব্দে ফিরে আসতে গিয়ে ওর মনে হল অস্পষ্ট কোন শব্দ শুনল ও। জিমি বুঝল হলঘরে ও একা নেই, আর কেউ হাজির হয়েছে। হৃৎপিণ্ডের গতি যেন বেড়ে উঠল ওর। প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ে ও আলোর সুইচ টিপে দিল। উজ্জ্বল আলোয় ঘর ধাঁধিয়ে যেতেই ও দেখল মাত্র কহাত দূরেই দাঁড়িয়ে রয়েছে রিউপার্ট বেটম্যান।

'হা ভগবান, পঙ্গো', জিমি বলে উঠল। 'প্রায় চমকে গেছি। অন্ধকারে এভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছ ?'

'একটা শব্দ শুনলাম', বেটম্যান বলে উঠল। 'ভাবলাম চোর ঢুকেছে, তাই দেখতে এলাম।'

জিমির নজর পড়ল বেটম্যানের রবার শোলের জুতোর দিকে।

'সব দিকেই তোমার নজর থাকে মনে হচ্ছে', জিমি বলল।' মারাত্মক অস্ত্রও আছে।' ওর চোখ পড়েছিল বেটম্যানের পকেটের দিকে।

'তৈরী থাকাই ভাল, কার মুখে পড়ব কে জানে।'

'গুলি করোনি আমার ভাগ্য।' গুলি খেয়ে অরুচি ধরে গেছে।

'আর একটু হলেই করতাম', বেটম্যান বলল।

'হুম, ভবিষ্যতে সতর্ক থেকো', জিমি বলল। 'তুমি আর একটু হলেই একজন নিরীহ অতিথিকে মেরে বসতে। এটা আইন বিরুদ্ধ।'

'কিন্তু তুমি এখানে কি করছিলে ?'

'দারুণ খিদে পাচ্ছিল, ভাবলাম কিছু বিস্কুট পাওয়া যায় কিনা।'

'তোমার বিছানার পাশে কৌটোয় বিস্কুট আছে', বেটম্যান বলল।

শিংএর ফ্রেমের চশমার মধ্য দিয়ে সে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে জিমিকে লক্ষ্য করছিল।

'আহ! এখানেই বাড়ির চাকরবাকরেরা বড্ড গোলমাল করে ফেলেছে, তাই। বিস্কুটের একটা টিন আছে বটে যার উপরে বলটাও আছে 'উপোসী অতিথিদের জন্য' অথচ খুললে দেখা যাবে মধ্যে ফাঁকা। অতএব বাধ্য হয়েই আমাকে নিচে নেমে আসতে হয়।'

মিষ্টি অথচ বুদ্ধিমানের মত হাসি দিয়ে অভিসিক্ত করে জিমি ওর ড্রেসিং গাউনের পকেট থেকে এক থোকা বিস্কুট বের করে দেখাল।

এক মুহূর্তের নৈঃশব্দ।

'এবার মনে হচ্ছে শুতে যেতে হবে', জিমি বলল। 'শুভরাত্রি, পঙ্গো।'

কিছুটা অগ্রাহ্য করার ভঙ্গী করেই ও সিঁড়িতে উঠতে লাগল, রিউপার্ট বেটম্যানও ওকে অনুসরণ করতে লাগল। নিজের ঘরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে জিমি আরও একবার শুভরাত্রি জানাবার জন্য থামল।

'এই বিস্কুটের ব্যাপারটা ভারি আশ্চর্য রকমের', মিঃ বেটম্যান বলে 'যদি একবার দেখি তাহলে কিছু—?'

'অবশ্য, অবশ্য, নিজেই দেখে নাও, খোকা।'

মিঃ বেটম্যান বিছানার পাশে গিয়ে কৌটো খুলেই অবাক হয়ে তাকালো। ভিতরে একদম ফাঁকা।

'ভারি ভুল', জিমি বলে উঠল। 'তাহলে শুভরাত্রি।'

বেটম্যান চলে যেতে জিমি বিছানায় চুপ করে কিছুক্ষণ বসে শোনার চেষ্টা করল।

'অল্পের জন্য বেঁচে গিয়েছি', আপন মনেই বলল জিমি। 'সন্দেহ প্রবণ ছোকরা পঙ্গো। রাত্তিরে ব্যাটা ঘুমোয় না। বিচ্ছিরি অভ্যেস রাত্তিরবেলা রিভলবার নিয়ে ঘুরে বেড়ানো।'

ও উঠে ড্রেসিং টেবিলের ড্রয়ার খুলে কাগজপত্রের মধ্য থেকে একগাদা বিস্কুট টেনে বের করল।

'কিছুই করার নেই', ও আপন মনে বলল। 'এই একগাদা বিস্কুট এখন বসে গিলতে হবে। পঙ্গো কালই আবার সকালে দেখতে আসবে।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে ইচ্ছে না থাকলেও জিমি বেজার মুখে সব বিস্কুট চিবোতে শুরু করল।

॥ আঠাশ ॥
সন্দেহ

ঠিক ব্যবস্থা মত বারোটার সময় বাণ্ডল আর লোরেনকে পার্কের গেট দিয়ে ঢুকতে দেখা গেল। বাণ্ডল ওর হিসপানোকে একটা গ্যারেজেই রেখে এসেছিল।

লেডি মেয়ে দুজনকে বেশ অবাক হয়েই অভ্যর্থনা করলেন। তিনি বেশ খুশি মনেই তাদের মধ্যাহ্নভোজে ডাকলেন।

ও'রুরকে বিশাল এক আরাম কেদারায় শুয়ে সঙ্গে সঙ্গেই লোরেনের সঙ্গে কথাবার্তায় মশগুল হয়ে পড়লেন। লোরেনের কানে এরই মধ্যে ভেসে আসছিল হিসপনোয় কি ধরণের গণ্ডগোল হয়েছে সে সম্পর্কে বাণ্ডলের ব্যাখ্যা।

বাণ্ডল এক নাগারে বলে চলেছিল, 'কি সুন্দর ব্যাপার হল যখন দেখলাম গাড়িটা এ বাড়ির কাছেই খারাপ হয়ে গেছে। সেবার কি বিপদ, রবিবার গাড়িটা খারাপ হল পাহাড়ের কাছে লিটল স্পেডলিংটন নামে একটা জায়গায়। যেমন জায়গা তেমন জমি।'

'সিনেমার মত', ও'রুরকে মন্তব্য করলেন।

'কিন্তু মিঃ থেসিজার কোথায় গেলেন?' লেডি কুট বলে উঠলেন।

'বোধহয় বিলিয়ার্ড রুমে', শকস বলে উঠল। 'আমি ডেকে আনছি।' শকস চলে যাওয়ার ফাঁকে হাজির হলো রিউপার্ট বেটম্যান, মুখে গাম্ভীর্য।

'কি বলছেন, লেডি কুট, থেসিজার বলল আপনি আমাকে খুঁজছেন? কেমন আছেন লেডি এইলিন—?'

মেয়ে দুজনকে ও অভ্যর্থনা করতে চাইতেই লোরেন ওকে পাকড়াও করল।

'ওঃ মিঃ বেটম্যান। আপনাকেই খুঁজছিলাম। আপনিই সেদিন বললেন না কুকুরের থাবায় ঘা হলে কি করতে হবে?'

মাথা ঝাঁকালো সেক্রেটারি। 'না আমি নই। তবে ব্যাপারটা আমারও অবশ্য জানা আছে।'

'ওঃ আপনি কত খবর রাখেন।'

'আজকাল খবর রাখতেই হয়', বেটম্যান জবাব দিল। 'কুকুরের পায়ে—।'

টেরেন্স ও'রুরকে আড়ালে বাণ্ডলকে বললেন, 'এই ধরণের লোকরাই খবরের কাগজে নানা ব্যাপার নিয়ে লেখে। যেমন 'পিতলের জিনিষ কিভাবে চকচকে রাখা যায়', 'সিংহলী ভারতীয়দের বিবাহের আচার হল—,' এইরকম সব কিছু।

'সাধারণ সব খবরাখবর আর কি।'

'ভগবানকে ধন্যবাদ', ও'রুরকে বললেন, 'এরকম আমার জ্ঞান নেই। আমি শিক্ষিত মানুষ, আর কোন বিষয়েই কিছু জানিনা।'

'আপনাদের এখানে গলফ খেলার ব্যবস্থা আছে?' বাণ্ডল গলফের স্টিক লক্ষ্য করে লেডি কুটকে প্রশ্ন করল।

'আপনাকে আমি খেলতে নিয়ে যাব, লেডি এইলিন', ও'রুরকে বললেন।

'ওদের সঙ্গে খেলা যাক', বাণ্ডল বলল। 'লোরেন, আমি আর মিঃ ও'রুরকে তোমাকে আর মিঃ বেটম্যানের সঙ্গে খেলব।'

'যান, খেলে আসুন, মিঃ বেটম্যান,' লেডি কুট বেটম্যানকে ইতস্ততঃ করতে দেখে বললেন। 'অসওয়াল্ড নিশ্চয়ই আপনাকে এখন খুঁজবেন না।'

'বেশ কৌশলে কাজ হাঁসিল করা গেছে', বাণ্ডল চাপা স্বরে লোরেনকে বলল। 'আমাদের মেয়েলী কায়দায় বেশ কাজ হয়েছে।'

একটার সময় খেলা শেষ হল, জয় হলেন বেটম্যান আর লোরেন।

'আমরাও কিন্তু খারাপ খেলিনি, পার্টনার', ও'রুরকে একটু পিছিয়ে পড়ে

বাগুলকে বললেন। 'পঙ্গো বেশ সাবধানী খেলোয়াড়—কোন ঝুঁকি নেয় না।'

আমার মত একদম উল্টো হয় গলফ ভাবটা না হয় কিছুই না।'

হেসে ফেলল বাগুল, 'এতে কখনও ঝামেলায় পড়েন নি?'

'লক্ষ লক্ষ বার পড়েছি, তবু বেশ চালিয়ে যাচ্ছি। আমাকে ফাঁসাতে হলে এলেম দরকার, আমার নাম টেরেন্স ও'রুরকে।'

ঠিক তখনই বাড়ির কোনের দিক থেকে জিমি থেসিজার বেরিয়ে এল।

'বাগুল! কি আশ্চর্য ব্যাপার!' ও বলে উঠল। 'এরা আবার কোথা থেকে এসে গেল?'

'আমাদের গাড়ি হিসপানো খারাপ হয়ে গেল তাই এখানে এসে পড়লাম', বাগুল বলল। ও সব ব্যাপার খুলে বলল।

জিমি সব শুনে বলল, 'ভাগ্য খারাপ। গাড়ি সারাতে তো সময় নেবে। মধ্যাহ্নভোজের পর আমিই পৌঁছে দেব।'

তখনই ঘণ্টা বেজে উঠতে সবাই ভিতরে ঢুকল। বাগুল জিমিকে গভীর মনযোগ দিয়ে লক্ষ্য করছিল। জিমির গলার স্বর শুনে ও নিশ্চিত হল সবই ভালভাবে হয়েছে।

মধ্যাহ্নভোজের পর জিমি বাগুল আর লোরেনকে গ্যারেজে পৌঁছে দেবার জন্য তুজনকে নিয়ে গাড়িতে উঠতেই তুজন মেয়ের মুখ থেকেই একই প্রশ্ন বেরিয়ে এল।

'তারপর?'

জিমি যেন ইন্ধন জোগানোর জন্যই বলল, 'সবই ভাল। তবে বেশি মাত্রায় বিস্কুট ভোজনে বদহজম।'

'কি হল ভাই বলনা?'

'বলছি। কাজ উদ্ধার করতে গিয়ে শয়ককে একগাদা বিস্কুট খেতে হয়। তবে .স কি তাতে কাজ হয়েছে? না, তা হয়নি।'

'ওঃ জিমি,' লোরেন অনুযোগ জানাতে নরম হল জিমি।

'কি জানতে চাও?'

'সবকিছু। আমরা সব ভালভাবে করিনি? পঙ্গো আর টেরেন্স ও'রুরকে কে যেভাবে খেলতে পাঠালাম?'

'পঙ্গোকে যেভাবে সামলেছো তারজন্য ধন্যবাদ। পঙ্গো অন্য ধাতুতে তৈরি সে ও'রুরকে নয়। সেদিন কাগজে একটা শব্দ দেখলাম—যার মানে

সর্বসময় সর্বত্র। পঙ্গো যে তাই। যে কোন জায়গায় গেলেই তার সঙ্গে দেখা না হয়ে যায় না। সবচেয়ে খারাপ হল ওর আসা টের পাওয়া যায় না।'

'তোমার কি ধারণা ও বিপজ্জনক?'

'বিপজ্জনক? কখনই না। পঙ্গো বিপজ্জনক ভাবলেই হাসি পায়। ও হল একটা গাধা। তবে যা বলছিলাম সর্বত্র বিরাজমান গাধা। সকলের মত ঘুমোয় না পর্যন্ত। মোট কথা ও একটা নোঙরা জীব।'

জিমি এবার সন্ধ্যার ঘটনাগুলো শোনালো।

বাগুল তেমন সহানুভূতিশীল ছিলনা।

'এখানে ঘুরঘুর করে কি করে চলেছ জানিনা।'

'৭ নম্বর। আমি ৭ নম্বর কে তাই জানার চেষ্টা করছি।'

'তোমার ধারণা তাকে এই বাড়িতে পাবে?'

'এ বাড়িটায় কোন সূত্র পাব ভেবেছিলাম।'

'সেটা পাওনি?'

'গত রাত্তিরে পাইনি।'

'আর আজ সকালে?' লোরেন বলে উঠল। 'তোমার মুখ দেখেই বুঝতে পেরেছি আজ সকালে কিছু পেয়েছ।'

'জানি না একে কিছু পাওয়া বলে কি না, ঘুরে বেড়াতে গিয়ে—।'

'বাড়ির বেশি দূরে যাওনি।'

'না। বাড়ির আনাচে কানাচে ঘুরেছি আর এই জিনিসটা পেয়েছি,' জিমি বলে যাদুকরের মত একটা ছোট্ট বোতল বের করে ওদের দিকে ছুঁড়ে দিল। বোতলটা সাদা গুঁড়ো পাউডারে ভর্তি।

'জিনিসটা কি হতে পারে?' বাগুল জানতে চাইল।

'সাদা দানা,' জিমি বলল। 'গোয়েন্দা বাহিনীতে আকছার পড়া যায় এরকম। অবশ্য জিনিসটা কোন নতুন ধরনের দাঁতের মাজন হলে মন খারাপই হবে।'

'এটা কোথায় পেয়েছ?' তীব্রস্বরে প্রশ্ন করল বাগুল।

'আহ। সেটা আমার গোপন কথা।' জিমি উত্তর দিল।

মেয়ে দুজন নানা ভাবে ওকে চাপ দিয়েও বা অপমান করেও কিছু বলাতে পারল না।

'যাক গ্যারেজে এসে পড়েছি,' জিমি বলল। 'আশা করি বিখ্যাত হিসপানোর তেমন কিছু হয়নি।'

প্যারেজের লোকটা পাঁচ শিলিংয়ের বিল দিলে বাগুল হাসিমুখে সেটা মিটিয়ে দিল।

ও চাপা গলায় জিমিকে বলল, 'আমরা সবাই মাঝে মাঝে বিনা কাজেই টাকা পাই।'

তিনজন রাস্তায় দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ।

আচমকা বাগুল বলে উঠল ; আমি জানি।'

'কি জানো?'

'তোমাকে যা জিজ্ঞাসা করব ভেবেও ভুলে গিয়েছিলাম। সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ব্যাটল যে দস্তানাটা আধপোড়া অবস্থায় পেয়েছিলেন মনে আছে?

'হ্যাঁ।'

'উনি সেটা তোমাকে পরতে বলেন তাই না?'

'হ্যাঁ, একটু বড় ছিল। দেখে মনে হচ্ছিল কোন বিরাট কারো হবে।'

'আমি এ নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি না। ওটার আকার যাই হোক। জর্জ আর অসওয়াল্ড দুজনেই তো সেখানে ছিলেন, তাই তো?'

'হ্যাঁ।'

'তিনি তাদের দুজনকে ওটা পরতে দিতে পারতেন?

'হ্যাঁ—তা পারতেন, তবে—?'

'কিন্তু তিনি তা করেন নি। তিনি তোমায় বলেছিলেন, জিমি, এর অর্থ কি বুঝতে পারছ না?'

মিঃ থেসিজার অবাক হয়ে তাকালেন।

'আমি দুঃখিত বাগুল। হয়তো আমার বৃদ্ধ বয়সের মস্তিষ্ক কাজ করছে না। আমি বুঝতেই পারছি না কি বলতে চাও।'

'লোরেন, তুমি বুঝতে পারছ?'

অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকাল লোরেন। ও মাথা ঝাঁকালো।

'এতে বিশেষ কিছু বোঝাচ্ছে?'

'নিশ্চয়ই। দেখতে পাচ্ছ না—জিমির ডান হাত বাঁধা ছিল।'

'তাইতো! বাগুল,' জিমি বলে উঠল। 'এখন মনে পড়ছে, দস্তানাটা বাঁ হাতের ব্যাটল কিছু বলেও নি।'

'তিনি সেটা চাননি। তোমার হাতে পরার কথা বলে উনি সকলের নজর ঘুরিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। এটাই তবে নিশ্চিত তোমাকে যে গুলি করে সে বাঁহাতি লোক।'

'অতএব আমাদের এমন লোককেই খুঁজতে হবে,' লোরেন বলল।

'হ্যাঁ, আরও একটা কথা বলছি। ব্যাটল গল্‌ফ ক্লাবগুলো কেন খোঁজ করছিলেন জানো? তিনি বাঁ হাতি কারো খোঁজ করছিলেন।'

'ওহ!' জিমি বলে উঠল। 'একটা কথা মনে পড়ছে।'

'কি?'

'ব্যাপারটা তেমন কিছু নয়, তবে ভাববার মতই। সে রাতে জেরিওয়েড মারা গেল, তার আগে চিমনিতে ব্রিজ খেলার আসর বসেছিল। সকলে যখন একে একে তাস বাঁটছিল আমার কেমন অদ্ভুত লাগছিল। দেখলাম স্যর অসওয়াল্ড বাঁ হাতে তাস বাঁটছিলেন।'

'তিনি তবে বাঁহাতি?'

লোরেন মাথা ঝাঁকালো। 'স্যর অসওয়াল্ড কুটের মত মানুষ! অসম্ভব। এতে তার লাভ কি?'

'হ্যাঁ, অসম্ভবই মনে হয়। তবু—,' জিমি বলল।

'৭ নম্বরের নিজস্ব কাজের ধারা আছে,' বাণ্ডল শান্তস্বরে বলল।' যদি ধরা যায় স্যর অসওয়াল্ড এইভাবেই ভাগ্য ফিরিয়েছেন?'

'তাহলে অ্যাবীতে ওই ধরণের নাটক করার কি দরকার ছিল ফর্মূলা যখন তারই হাতে?'

'তারও ব্যাখ্যা আছে। ও'রুরকে যেমন করেছিলেন,' লোরেন বলল। 'নিজের উপর থেকে সন্দেহটা অন্যের উপর ফেলা।'

বাণ্ডল সায় দিল। 'হ্যাঁ, সবই মিলে যাচ্ছে। সন্দেহ পড়ছে বাওয়ার আর কাউন্টেশের উপর। কে স্যর অসওয়াল্ড কুটকে সন্দেহ করতে পারবে?'

'আমি ভাবছি ব্যাটল করবেন কিনা?' জিমি বলল নিচুস্বরে।

একটা দৃশ্য বাণ্ডলের স্মৃতিপটে জেগে উঠল, সুপারিন্টেণ্ডেন্ট ব্যাটল কাটিপতি মানুষটির কোট থেকে আইভির একটা পাতা—তুলে নিচ্ছেন।

তবে কি ব্যাটল মারাত্মক এই সন্দেহই পোষণ করছিলেন?

॥ ঊনত্রিশ ॥

লর্ড লোম্যাক্সের বিচিত্র ব্যবহার

'মিঃ লোম্যাক্স এসেছেন মাই লর্ড।'

লর্ড কেটারহ্যাম মস্ত একটা ঝাঁকুনি খেলেন। নিজের বাঁ হাতের কব্জি খায় ব্যস্ত থাকায় ট্রেডওয়েলের নিঃশব্দ আগমন তিনি টের পাননি।

তিনি তাই যতটা না রাগে তার চেয়ে বেশি দুঃখিতভাবেই তাকালেন।

'তোমাকে প্রাতরাশের সময়েই বলেছি আজ সকালে আমি ব্যস্ত থাকব।'

'হ্যাঁ, মাই লর্ড, কিন্তু—।'

'যাও, মিঃ লোম্যাক্সকে গিয়ে বল তোমার ভুল হয়েছে, আমি বাইরে গেছি, বা হাতে কষ্ট পাচ্ছি। এতে কাজ না হলে বলে দাও আমি মারা গেছি।'

'মিঃ লোম্যাক্স আপনাকে বাগানে এক ঝলক দেখে ফেলেছেন, মাই লর্ড।'

লর্ড কেটারহ্যাম দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। 'ঠিক আছে, ট্রেডওয়েল, আমি আসছি।'

বিচিত্র চরিত্র লর্ড কেটারহ্যামের মনে তার যা থাকে তার উল্টো আচরণ করার ব্যাপারে তার তুলনা হয়না। জর্জকে তিনি যে রকম সাদর অভ্যর্থনা জানালেন তার বোধহয় তুলনা হয়না।

'কী বন্ধু, কী বন্ধু। আজ আপনাকে দেখে কি আনন্দ হচ্ছে বলে বোঝাতে পারব না। বসুন, বসুন। কিছু পান করতেই হবে। স'ত্যিই ভারি খুশি হয়েছি।'

জর্জকে বড় আরাম কেদারায় বসিয়ে সামনে বসে লর্ড কেটারহ্যাম নার্ভাস ভঙ্গীতে চোখ পিট পিট করতে লাগলেন।

'আপনার কাছে একটা বিশেষ দরকারে এলাম,' জর্জ বললেন।

'ওহ্।' জর্জ কেটারহ্যাম শুধু এই শব্দটা উচ্চারণ করে এব পিছনে কি থাকতে পারে সেটাই ভাবতে লাগলেন।

'বিশেষ দরকার ছিল,' জর্জ বললেন।

লর্ড কেটারহ্যামের বুকটা আরও দমে গেল। তিনি বুঝলেন যা ভাবছেন তার চেয়েও সাংঘাতিক কিছু লাগছে।

'বসুন,' তিনি কোন রকমে বসলেন।

'এইলিন বাড়িতে আছে?'

লর্ড কেটারহ্যাম হাঁফ ছাড়লেও আশ্চর্য হলেন।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, বাণ্ডল বাড়িতেই আছে। ওর এক বান্ধবী সেই ওয়েড মেয়েটা আছে। ভারি ভাল মেয়ে—একদিন চমৎকার গলফ খেলোয়াড় হয়ে উঠবে।' 'ঠিক—।'

জর্জ বেশ নির্মমভাবেই তাকে থামিয়ে বলে উঠলেন, 'ভালই হল। এইলিন বাড়িতে রয়েছে। ওর সঙ্গে এখনই দেখা করতে হবে।'

'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই', আরও আশ্চর্য হলেন লর্ড কেটারহ্যাম। 'কিন্তু—।'

'কোন কিন্তু নেই', জর্জ বললেন। 'তুমি নিশ্চয়ই জানো, কেটারহ্যাম, এইলিন আর বাচ্চা নেই সে বড় হয়েছে। সে একজন মহিলা হয়ে উঠেছে। খুবই সুন্দরী আর বুদ্ধিমতী মহিলা। যে মানুষ ভালবেসে তার মন জয় করবে সে খুবই ভাগ্যবান। আমি সত্যিই বলছি সে খুবই ভাগ্যবান ব্যক্তি।'

'মানে। কথাটা ঠিক—। যাকগে ও বড় বেশি ছটফটে। এক জায়গায় দু মিনিট থাকেনা। তবে আজকালকার ছেলেরা তাতে কিছু মনে করবে না।'

'তার মানে বলতে চাও ও এক অবস্থায় থাকতে চায় না। এইলিনের মাথা আছে, কেটারহ্যাম। ও উচ্চকাঙ্খী। আধুনিক সমস্যা নিয়ে ও মাথা ঘামায়। মনকেও আধুনিক রাখতে চায়।'

লর্ড কেটারহ্যাম একটু অবাক হয়ে জর্জের দিকে তাকালেন। এইলিন সম্পর্কে তার ধারণা এ সবের একদমই বিপরীত। আধুনিক জীবন ব্যাপারটাও তাই।

'যা বলছ সব ঠিক কি?' তিনি চিন্তিতভাবে বললেন।

জর্জ ব্যাপারটা উড়িয়ে দিলেন।

'আমার আজ সকালে এখানে ছুটে আসার উদ্দেশ্য বোধ হয় কিছুটা আন্দাজ করে থাকতে পার তুমি। আমার মত মানুষ সহজে নতুন দায়িত্ব নিতে রাজী হয় না। আমি অনেক চিন্তা ভাবনা করেই এগিয়েছি। আমার মত বয়সে বিয়ের দায় নেওয়াটা অনেক ভেবেই ঠিক করেছি। বংশ মর্যাদা রুচির ব্যাপার, ধর্ম সম্পর্কে ধ্যানধারণা, এমন সব নানা বিষয় নিয়েই ভাবতে হয়। আমি আমার স্ত্রীকে সমাজে এমন প্রতিষ্ঠা দিতে সক্ষম যা উড়িয়ে দেবার মত নয়। এইলিন চমৎকারভাবেই এটা মানিয়ে নিতে পারবে। আমার বংশ মর্যাদা আর প্রতিষ্ঠার সম্পূর্ণ উপযুক্ত এইলিন। ওর বুদ্ধি, রাজনীতিতে আগ্রহ, এসব আমারও প্রতিষ্ঠাকে আরও উন্নত করবে, এটা আমার আশা। একটা কথা কেটারহ্যাম,—হ্যাঁ, বয়সের তফাৎটা অবশ্য একটু বেশিই। মানে, ইয়ে, বয়স আন্দাজেও আমি প্রাণ প্রাচুর্যে ভরপুর এখনও। বয়সের তফাতে কিছু এসে যাবে না। একটা সাধারণ যুবককে বিয়ে করার চেয়ে আমার মত সমাজে প্রতিষ্ঠিত মানুষকে—। কেটারহ্যাম, দেখে নিও, যৌবনবতী এইলিনকে আমি একেবারে মাথায় করেই রাখব।

ওর মনের পুষ্প আমিই প্রস্ফুটিত হয়ে উঠতে সাহায্য করব। উঃ কথাটা আগে বুঝিনি তাই আশ্চর্য হচ্ছি—।'

'জর্জ লোম্যাক্স লর্ড কেটারহ্যামের দিকে তাকাতে তিনি যেন অসহায় বোধ করতে করতে বললেন,' মানে, ইয়ে, তাহলে কি তুমি বাণ্ডলকে বিয়ে করতে চাও?'

'আশ্চর্য হচ্ছ? একটু হঠাৎই কথাটা বললাম। তাহলে ওর সঙ্গে কথা বলার অনুমতি দিচ্ছ?'

'ওহ্ হ্যাঁ', লর্ড কেটারহ্যাম বললেন। 'যদি অনুমতি চাও তাহলে আপত্তি করছি না। তবে, লোম্যাক্স, তোমার জায়গায় থাকলে আমি একাজ করতাম না। আমার উপদেশ, সোজা বাড়ি গিয়ে আবার এক থেকে কুড়ি গুণতে গুণতে ভাবতে থাকো। বিয়ের প্রস্তাব করে বোকা বনে যাওয়ার চেয়ে ঢের ভাল কাজ হবে।

'খুব মন থেকে কথাটা বললে মনে হচ্ছে না, কেটারহ্যাম। স্বীকার করতেই হবে অদ্ভুত শোনাল তোমার কথা। যাই হোক, আমি আমার ভাগ্য একবার যাচাই করে দেখবই। এইলিনের সঙ্গে তাহলে দেখা করতে পারি?'

'ওহ্, এ ব্যাপারে আমার করার কিছুই নেই', লর্ড কেটারহ্যাম তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন। 'নিজের ব্যাপারে এইলিন সর্বেসর্বা। ও যদি কালই এসে বলে সে তার গাড়ির সোফারকে বিয়ে করবে আমি তাতে কোন বাধা দেব না। আজকালকার নিয়মই এই। ছেলেমেয়েদের যদি তাদের নিজের মতে চলতে না দাও তাহলে তোমার জীবন তারা দুর্বিসহ করে তুলতে পারে। আমি তাই বাণ্ডলকে বলি 'তোর যা ইচ্ছে হয় কর, শুধু আমাকে দুশ্চিন্তায় ফেলিস না। আর সত্যি বলতে কি ও আজ পর্যন্ত কথা রেখে চলেছে।'

জর্জ নিজের উদ্দেশ্যসাধন করার জন্য তৈরি হয়েই উঠে দাঁড়ালেন।

'ওকে পাব কোথায়?'

'তা ঠিক বলতে পারব না' লর্ড কেটারহ্যাম না ভেবেই বললেন। 'সে যে কোন জায়গাতেই থাকতে পারে। আগেই বলেছি, এক জায়গায় ও দু মিনিটও থাকে না। ওর বিশ্রামের দরকার হয় না।

'মিস ওয়েড সম্ভবতঃ সেখানে থাকবে? সবচেয়ে ভাল হয়, কেটারহ্যাম তুমি যদি তোমার বাটলারকে ডেকে ওকে ডেকে পাঠিয়ে বল আমি একটু কথা বলতে চাই।'

লর্ড কেটারহ্যাম বাধ্য ভদ্রলোকের মত ঘণ্টা টিপলেন।

ট্রেডওয়েল আসতে তিনি বললেন, 'লেডি এইলিন কোথায় আছেন দেখে তাকে ড্রয়িংরুমে আসতে বল। মিঃ লোম্যাক্স তার সঙ্গে দেখা করতে চাইছেন।'

'হ্যাঁ, মাইলর্ড।'

ট্রেডওয়েল চলে যেতেই জর্জ লোম্যাক্স লড্ কেটারহ্যামের হাত ধরে খুশিতে ফেটে পড়লেন। 'ধন্যবাদ, অশেষ ধন্যবাদ। আশা করি ভাল খবর এনে দিতে পারব।' দ্রুত চলে গেলেন জর্জ।

জর্জ লোম্যাক্স বিদায় নিতেই লর্ড কেটারহ্যাম স্বগতোক্তি করলেন, 'এসব কি ব্যাপার ঘটছে?' তারপর একটু থেমে আবার বলে উঠলেন, 'বাণ্ডল কি সব করছে কে জানে।'

একটু পরেই আবার দরজা খুলে গেল।

'মিঃ বিল এভারমলে এসেছেন, মাই লর্ড।'

বিল ঘরে ঢুকতেই লর্ড কেটারহ্যাম তার হাত জড়িয়ে ধরে বললেন, 'হ্যাল্লো বিল, নিশ্চয়ই লোম্যাক্সের খোঁজে এসেছ তুমি? শোন, আমার একটু উপকার যদি করতে চাও তাহলে এখনই একটু ড্রইংরুমে চলে যাও। লোম্যাক্সকে বল এখনই তাকে ক্যাবিনেটের জরুরী সভায় ডাক পড়েছে, বা অন্য যেভাবেই হোক তাকে তাড়াও। যেমন করেই একটা চ্যাঙরা মেয়ের পাল্লায় পড়ে এমন একজন বুড়ো বেচারাকে হেনস্থায় ফেলা উচিত নয়।'

'আমি কডার্সের খোঁজে আসিনি', বিল বলল। 'সে যে এখানে এসেছে জানতাম না। আমি বাণ্ডলের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। ও কাছাকাছি আছে না কি?'

'তার সঙ্গে এখন দেখা করতে পারবে না,' লর্ড কেটারহ্যাম উত্তরে জানালেন। 'অন্ততঃ এখনই নয়। জর্জ ওর কাছেই আছে।'

'কিন্তু, তাতে হবেটা কি?'

'হবে অনেক কিছুই', লর্ড কেটারহ্যাম উত্তর দিলেন। 'সে বোধহয় ঠিক এখনই সব গুবলেট করে ফেলেছে। ব্যাপারটা ওর পক্ষে আরও খারাপ না করে দেয়াই ভাল।'

'কিন্তু ও কি বলছে সেটাই বলুন না?'

'ভগবানই জানেন', লর্ড কেটারহ্যাম বললেন। 'বোধহয় আবোল

ভাবোল বকছে। আমার নীতি হল বেশি কথা না বলা। মেয়েটার হাত ধরে', ব্যাস তরতর করে ঘটনা এগিয়ে চলবে।'

বিল হাঁ করে তাকালো।

'কিন্তু···দেখুন স্যর, আমার তাড়া আছে। আমি এখনই বাঙলের সঙ্গে কথা বলে-- ।'

'আমার মনে হচ্ছে বেশিক্ষণ তোমায় অপেক্ষা করতে হবে না। স্বীকার করতে বাধা নেই তুমি আমার কাছে থাকো সেটাই চাই। আমার ধারণা ব্যাপারটা মিটে গেলেই লোম্যাক্স আমার কাছে এসে কথা বলতে চাইবে।'

'কোন ব্যাপার মিটে গেলে? লোম্যাক্স কি করছে বলুন তো?'

'চুপ!' লর্ড কেটারহ্যাম বলে উঠলেন। 'সে প্রস্তাব দিচ্ছে।'

'প্রস্তাব? কিসের প্রস্তাব?'

'বিয়ের। বাঙলের সঙ্গে। কেন আমার কাছে জানতে চেওনা। আমার ধারণা জর্জ যাকে বলে মারাত্মক বয়সে পৌঁছেছে। আর কিছু ব্যাখ্যা খুঁজে পাচ্ছি না।'

'বাঙলকে বিয়ের প্রস্তাব দিচ্ছে? হতচ্ছাড়া শুয়োর। এই বয়সে বিয়ে?' বিলের মুখ ম্লান হয়ে উঠল।

'ও বলছে ওর যৌবন অটুট রয়েছে,' লর্ড কেটারহ্যাম সতর্কভাবে বললেন।

'হতভাগা? ভণ্ড—বেহায়া কোথাকার? আমি, আসি —,' বিলের প্রায় রাগে কথা আটকে গেল।

'মোটে না,' লর্ড কেটারহ্যাম বললেন। 'ও আমার চেয়ে পাঁচ বছরের ছোট।'

'কি বেয়ারা ব্যাপার। বাঙল আর কডার্স! বাঙলের মত মেয়ে? আপনার এটা মেনে নেয়া উচিত হয়নি।'

'আমি এসবে মাথা গলাই না,' লর্ড কেটারহ্যাম জবাব দিলেন।

'ওকে বলা উচিত ছিল ওর সম্বন্ধে কি ভাবেন।'

'দুর্ভাগ্যবশতঃ আধুনির সভ্যতায় সেটা অচল,' লর্ড কেটারহ্যাম অনুতাপের স্বরে বললেন প্রস্তর যুগ হলে অবশ্য—না, না, তাও সম্ভব হত না, আমার ছোটখাটো এই চেহারায়—।'

'বাঙল! বাঙল! কেন যে ওকে আমায় বিয়ে করার কথা বলতে পারিনি। আমি জানতাম হেসে উঠবে। কিন্তু জর্জ? একটা ফোলানো

বেলুন, একটা শয়তান ভণ্ড, মাথামোটা বেয়াকুব, বিষাক্ত নিজের ঢাক পেটানো গবেট — ।'

'বলে যাও, বলে যাও,' লর্ড কেটারহ্যাম বললেন। 'বেশ লাগছে।'

'হা ভগবান?' বিল বলে উঠলো বেশ অনুভূতির সঙ্গে। 'দেখুন, আমায় এখনই যেতে হবে।'

'না, না, এখনই যেও না। আমার ইচ্ছে তুমি থাক। তাছাড়া তুমি তো বাণ্ডলের সঙ্গে দেখাও করতে এসেছে।'

'এখন না। এই ব্যাপারটা আমার মাথা গরম করে দিয়েছে। জিমি থেসিজার কোথায় থাকতে পারে জানেন? শুনেছিলাম সে কুটসদের সঙ্গে রয়েছে। এখনও সেখানে আছে সে?'

'আমার মনে হয় সে গতকালই শহরে ফিরে গেছে। বাণ্ডল আর লোরেনও গতকাল সেখানে ছিল। তুমি যদি একটু অপেক্ষা কর —।'

কিন্তু বিল সজোরে মাথা নেড়ে দ্রুত ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল। লর্ড কেটারহ্যাম পা টিপে টিপে হলঘরে ঢুকে নিজের টুপিটা তুলে নিয়ে দ্রুত পাশের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলেন। তার চোখে পড়ল একটু দূরে বিল ওর গাড়িতে উঠছে।

'ছেলেটা দুর্ঘটনা ঘটিয়ে বসবে মনে হচ্ছে', লর্ড কেটারহ্যাম ভাবলেন।

বিল অবশ্য কোন দুর্ঘটনা না ঘটিয়ে লণ্ডনে পৌঁছে সেণ্ট জেমস স্কোয়ারে গাড়িটা রেখে জিমি থেসিজারের ঘরের সামনে পৌঁছল।

জিমি বাড়িতেই ছিল।

'হ্যালো, বিল, কি ব্যাপার? তোমাকে যেমন খুশি দেখাচ্ছে না, ব্যাপার কি?' জিমি বলল।

'কিছু দুশ্চিন্তায় পড়েছি', বিল বলল। 'আগেই দুশ্চিন্তা ছিল, তার উপর এমন একটা ব্যাপার ঘটেছে যে মস্ত ধাক্কা খেয়েছি।'

'ওহ!' জিমি বলে উঠল। 'কি ব্যাপার? সেই ব্যাপারে কি আমি কোন সাহায্য করতে পারি?'

বিল কোন জবাব দিলনা। ও মেঝের কার্পেটের দিকে এমনভাবে অস্বস্তি নিয়ে তাকিয়েছিল যে জিমির অনুসন্ধিৎসা বেড়ে উঠল?

'কোন অস্বাভাবিক কিছু ঘটেছে, উইলিয়াম?' ও প্রশ্ন করল নরম স্বরে।

'অদ্ভুত কিছু। মাথামুণ্ডু, কিছু বুঝতে পারছি না।'

'সেভেন ডায়ালসের ব্যাপারে?'

'হ্যাঁ—সেভেন ডায়ালসের ব্যাপারে। আজ সকালে একটা চিঠি পেয়েছি।'

'একটা চিঠি? কি ধরণের চিঠি?'

'রণি ডেভেরোর আইনজ্ঞের কাছ থেকে।'

'হা ভগবান! এতদিন পরে?'

'এতে বোঝা যাচ্ছে সে কোন নির্দেশ রেখে যায়। আচমকা ওর মৃত্যু হলে একটা খাম ঠিক পনেরো দিন পরে আমার কাছে পাঠিয়ে দেবার নির্দেশ ছিল।'

'আর তারা সেটা পাঠিয়ে দিয়েছে'?

'হ্যাঁ।'

'তুমি সেটা খুলেছ?'

'হ্যাঁ।'

'তাতে কি লেখা ছিল?'

বিল ওর দিকে তাকালো, এমন অদ্ভুত, বিচিত্র সে দৃষ্টি যে জিমি চমকে গেল।

'দেখ', জিমি বলে উঠল। 'একটু সামলে নাও নিজেকে। মনে হচ্ছে তোমাকে এটা বড়ই বিচলিত করেছে। একটু পান করে দেখ।'

জিমি হুইস্কি আর সোডা মিশিয়ে বিলের দিকে এগিয়ে ধরলে বিল সেটা হাতে নিলেও সহজ হতে পারল না।

'চিঠিটায় যা ছিল তার জন্যই অস্থির হয়েছি', বিল বলল। 'আমি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছি না, তাই।'

'বাজে কথা', জিমি বলল। 'প্রাতরাশের আগে ছ'টা অসম্ভব ব্যাপার ভাবতে চাইবে। আমি রোজ এরকম কবি। বল, সবটা এবার শোনা যাক। এক মিনিট দাঁড়াও।'

ও বাইরে চলে গেল।

'ষ্টিভেনস্?'

'বলুন, স্যর।'

'বাইরে গিয়ে গোটাকয়েক সিগারেট নিয়ে এসোতো। একটাও নেই।'

'ঠিক আছে, স্যর।'

বাইরের দরজা বন্ধ হওয়া পর্যন্ত—অপেক্ষা করল জিমি, তারপর ও

বসার ঘরে ফিরে এল। বিল ওর খালি গ্লাসটা টেবিলে নামিয়ে রাখছিল। তাকে বেশ কিছুটা প্রকৃতিস্থ মনে হচ্ছিল এবার।

'এবার ঠিক আছে', জিমি বলল। 'ষ্টিভেনসকে বাইরে পাঠিয়ে দিয়েছি কেউ শুনতে পাবে না। এবার কি সব কথা বলবে ?'

'একেবারে অবিশ্বাস্য।'

'তাহলে নিশ্চয়ই সত্যি হবে। এবার বল।'

বিল দীর্ঘশ্বাস টানল।

'হ্যাঁ, সবটাই তোমাকে বলব।'

॥ ত্রিশ ॥

জরুরী ডাক

লোরেন একটি ছোট্ট কুকুর ছানাকে আদর করে চলেছিল, প্রায় বিশ মিনিট পরে বাণ্ডল ফিরে আসতে ও অবাক হয়েই তাকালো কারণ বাণ্ডল প্রায় হাঁফাচ্ছিল, ওর মুখে বর্ণনা করা চলেনা এমন ভাব।

ধপাস করে বাগানের একটা চেয়ারে বসে বাণ্ডল বলে উঠল,' উপস!'

'কি হল, ব্যাপারটা কি ?' লোরেন অবাক হয়ে বলল।

'ব্যাপার হল জর্জ—লোম্যাক্স।'

'আমাকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছে। কি সাংঘাতিক। তোতলাতে তোত-লাতে হিমসিম খেয়ে কথাটা বলল। বোধ হয় কোন বই পড়ে এসেছিল। ওকে থামানো যাচ্ছিল না। ওঃ তোতলানো পুরুষ একদম সহ্য করতে পারিনা। দুর্ভাগ্যের কথাটা হচ্ছে আমি এর উত্তরও জানিনা।'

'নিশ্চয়ই কি করবে সেটা জানতে ?'

'স্বাভাবিক 'আমি জর্জের মত একটা তোতলানো আহাম্মুককে বিয়ে করব না। আসল কথা হল নহমত শাখার বইয়ের কোন উত্তর আমার জানা নেই। আমি সরাসরি কেবল 'না' বলতে পারিনি যে বিয়ে করব না তাকে। আমার বলা উচিত ছিল এই অসামান্য সম্মান প্রদর্শনের জন্য আমি ধন্য হয়েছি। ইত্যাদি। কিন্তু প্রস্তাবটিতে আমি এমনই ধাক্কা খেলাম যে প্রায় লাফিয়ে উঠে জানালা পেরিয়ে ছুটে পালালাম।'

'সত্যি বাণ্ডল, এটা কিন্তু তোমার স্বভাব অনুযায়ী হয়নি।'

'আসলে এ রকম ব্যাপার ঘটতে পারে আশাই করিনি। জর্জ—যে

আমাকে ঘৃণা করে বলেই ভাবতাম সে এমন করল। কোন পুরুষের শখের ব্যাপারে আগ্রহ দেখানো যে কত সাংঘাতিক বুঝিনি। একবার যদি তুমি জর্জের আমার সম্পর্কে প্রশংসাগুলো শুনতে। ও আমার মনকে প্রস্ফুটিত করার কথা বলছিল। আমার মন। হুঁ, জর্জ যদি আমার মনটায় কি ভাবের উদয় হচ্ছিল সেটা জানত তাহলে ভয়ে বোধ হয় কেঁপে উঠত।'

লোরেন হেসে উঠল থাকতে না পেরে।

'যাকগে, এসব আমারই দোষ। এই যে বাবা বোডোডেনড্রন গাছের ফাঁকে বেড়াচ্ছেন। হ্যাল্লো, বাবা।'

লর্ড কেটারহ্যাম ঝুলে পড়া মুখ নিয়ে এগিয়ে এলেন।

'লোম্যাক্স বিদেয় হয়েছে, অ্যাঁ?' বেশ জোর করেই প্রফুল্লতা নিয়ে বললেন তিনি।

'আমাকে বেশ ঝামেলায় ফেলেছিলে', বাণ্ডল বলল। 'জর্জ বললেন সব নাকি তোমার মত নিয়েই হয়েছে।'

'বুঝলাম', লর্ড কেটারহ্যাম বললেন। 'আমি কি করতে পারতাম ভাবছিস? আসল ব্যাপার হল আমি এ ধরণের কোন কথাই বলিনি।'

'আমি তা অবশ্য ভাবিনি', বাণ্ডল বলল। 'জর্জ তোমাকে একটা কোনে টেনে নিয়ে নিজের মতলবের কথাটা গড়গড় করে বলে গিয়েছিল আর তোমারও মাথা নেড়ে সায় না দেয়া ছাড়া উপায় ছিলনা।'

'ঠিক ওই রকমই ঘটেছিল রে। ওর হাবভাব কেমন দেখলি? খুব বাজে?'

'আমি দেখার জন্য অপেক্ষা করিনি', বাণ্ডল উত্তর দিল। 'আমি বোধ হয় আগেই ছুটে পালাই।'

'ঠিক আছে', লর্ড কেটারহ্যাম বললেন। 'এটাই ভাল হয়েছে। আমার মনে হচ্ছে ভবিষ্যতে জর্জ কিছু বলার জন্য আমাকে আর জ্বালাতে আসবে না। বেশ ভালই হল। আমার গলফের স্টিকটা কোথায় জানিস?'

'দু একবার খেললে আমারও স্নায়ুগুলো ঠিক হবে', বাণ্ডল বলল। 'তোমাকেও নিয়ে যাব মাঠে লোরেন।'

একটা ঘণ্টা বেশ শান্তিতেই কাটল। বেশ খুশি মনে তিনজনেই বাড়িতে ঢুকল। টেবিলের উপর একটা চিরকুট পড়েছিল ওদের চোখে পড়ল।

'মিঃ লোম্যাক্স, আপনার জন্য এটা রেখে গেছেন মাই লর্ড,' ট্রেডওয়েল

জানালো। 'আপনি চলে গেছেন দেখে তিনি বড়ই হতাশ হয়েছিলেন।'

লর্ড কেটারহ্যাম খামটা ছিঁড়ে চিরকুটটা বের করলেন। তিনি বিস্ময়ের শব্দ করে মেয়ের দিকে তাকালেন। ট্রেডওয়েল অবশ্য বিদায় নিয়েছিল।

'সত্যি, বাণ্ডল, তোর অবশ্য পরিষ্কার হওয়া উচিত ছিল।'

'কি বলছ, বাবা?'

'বেশ, তবে পড়েই দেখ।'

বাণ্ডল নিয়ে পড়ে ফেলল।

'প্রিয় কেটারহ্যাম,

তোমার সঙ্গে একটু কথা না বলতে পাবার জন্য দুঃখিত। আমার পরিষ্কার মনে পড়ছে তোমায় বলেছিলাম এইলিনের সঙ্গে কথা বলার পর তোমার সঙ্গে কথা আছে। বেচারি ছোট্ট এইলিন বোধহয় ওর সম্পর্কে আমি কি মনোভাব পোষণ করি টের পায়নি। আমার মনে হয় ও একটু চমকেই যায়। ওকে তাড়াহুড়ো করতে দিতে আমার কোন ইচ্ছে নেই। ওর বালিকাসুলভ চপলতা আমার ভালই লাগে। আমি ওর রমণীসুলভ মনোভাবও পছন্দ করি। আমি প্রস্তাবটা নিয়ে ওকে ভাববার মত সময় দিতে চাই। ওর ওই বিহ্বলতা দেখে আমার মনে হয় প্রস্তাবটাতে ওর তেমন আপত্তি নেই। আমিও আমার শেষপর্যন্ত জয় নিয়ে কোন সন্দেহও পোষণ করি না।'

'আমার উপর বিশ্বাস রাখ, প্রিয় কেটারহ্যাম।

'তোমার একান্ত প্রিয় বন্ধু,
জর্জ লোম্যাক্স।

'উঃ, আমার মাথাই খারাপ হয়ে যাবে', বাণ্ডল বলে উঠল। ও কথা খুঁজে পেলনা।

'লোকটা নির্ঘাত পাগল', লর্ড কেটারহ্যাম বললেন। 'এ ভাবে কেউ তোর সম্বন্ধে চিঠি লিখতে পারত না তার মাথায় ছিট না থাকলে। বেচারা! কিন্তু কি রকম অধ্যবসায় একবার ভেবে নে। এবার বুঝলাম কি করে ও ক্যাবিনেটে ঢুকেছে। ওকে যদি বিয়ে করিস ও তাহলে ঠিক শায়েস্তা হত।'

তখনই টেলিফোন বেজে উঠলে বাণ্ডল সেটা ধরতে গেল। পরক্ষণেই জর্জ আর তার প্রস্তাব কোথায় মিলিয়ে গেল। ও লোরেনকে পাগলের মতই ডাকল। লর্ড কেটারহ্যাম তার নিজের ঘরের দিকে চলে গেলেন।

'জিমির ফোন', বাগুল বলল। 'কোন একটা ব্যাপারে ও দারুণ উত্তেজিত', বাগুল আবার বলল।

'উঃ তোমাকে এতক্ষণে পেলাম', জিমির গলা শোনা গেল। 'নষ্ট করার মত সময় হাতে নেই। লোরেনও ওখানে আছে নিশ্চয়ই?'

'হ্যাঁ, ও আছে।'

'তাহলে শোন। সব কথা বলার মত সময় হাতে নেই। আসলে টেলিফোনে সব বলাও যাবে না। বিল আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল ও যে কাহিনী শোনাল সেটা যেমন অদ্ভুত তেমনই অবিশ্বাস্য। এটা একদম সত্যি, নিছক সত্যি। এ শতাব্দীর সবচেয়ে অবাক করা খবর। এবার শোন তোমাদের কি করতে হবে। এখনই তোমাদের দুজনকেই শহরে চলে আসতে হবে। গাড়িটা কোথাও গ্যারেজে রেখে সোজা চলে যাবে সেভেন ডায়ালস ক্লাবে। তোমার কি মনে হয় সেখানে যাওয়ার পর কোন রকমে ওই ফুটম্যান লোকটাকে দূরে কোথাও সরিয়ে দিতে পারবে?'

অ্যালফ্রেড? নিশ্চয়ই। এটা আমার হাতে ছেড়ে দাও।'

'বেশ। এরপর ওকে সরিয়ে দেবার পর আমার আর বিলের জন্য অপেক্ষা করবে। বুঝেছ? সোজা ভিতরে ঢুকে যাবে, অপেক্ষা করবে না।'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে এই ঠিক রইল। ওহ, বাগুল কাউকে জানিও না তোমরা লণ্ডনে আসছ। অন্য কোন একটা কিছু বানিয়ে বলে দিও। তুমি লোরেন-কে সঙ্গে নিচ্ছ একথাও জানিও। পারবে তো?'

'নিশ্চয়ই। ওহ, জিমি, আমার মনে হচ্ছে দারুণ উত্তেজনা বোধ করছি?'

'তা বটে। বেরোনোর আগে বোধহয় তোমার উইল করতে পারো।'

'খুব ভালো হবে, কি বল। তবে সব কথা জানলে আরও ভাল হত।'

'আমার সঙ্গে দেখা হলেই জানবে। এখন এইটুকুই। আমরা ৭ নম্বরের জন্য বিরাট একটা চমক হাজির করতে চলেছি।'

বাগুল রিসিভার নামিয়ে লোরেনের দিকে তাকিয়ে ওদের কথাবার্তার সারটুকু দ্রুত শুনিয়ে দিল। লোরেন প্রায় ছুটে গিয়ে স্যুটকেসটা গুছিয়ে নিতে লাগলে বাগুলও তাড়াতাড়ি ওর বাবার ঘরে উঁকি মারল।

'আমি লোরেনকে ওর বাড়িতে পৌঁছে দিচ্ছি, বাবা।'

'কেন? ও যে আজই চলে যাবে জানতাম না তো।'

'ওরা যেতে বলেছে,' বাগুল জানালো, 'টেলিফোন এসেছিল। তাহলে বিদায়।'

'দাঁড়া, বাগুল, একমিনিট। কখন বাড়ি ফিরছিস?'

'তা জানিনা। যখন ফিরব তখনই দেখতে পাবে।'

এই ধরণের অদ্ভুত কথায় বিদায় নিয়ে বাগুল উপরে ছুটল। একটা টুপি নিয়ে, লোমের কোটটা গায়ে চড়িয়ে ও গাড়ি চালানোর জন্য তৈরি সে। হুসপানো আগেই বের করতে জানিয়ে দেয় ও।'

লণ্ডন পর্যন্ত পৌঁছতে কোন উত্তেজনার খোরাক অবশ্য জুটল না, শুধু বাগুল গাড়ি চালালে যে রকম হয় সেটুকুই। ওরা গাড়িটা একটা গ্যারেজে রেখে সোজা সেভেন ডায়ালস ক্লাবের দিকে চলল।

অ্যালফ্রেডই দরজা খুলল। বাগুল ওকে প্রায় ঠেলে সরিয়ে দিয়ে সোজা ভিতরে ঢুকে গেল, পিছনে .লারেনও।

'দরজা বন্ধ করে দাও, অ্যালফ্রেড', বাগুল বলল। 'শোন, আমি এসেছি তোমায় একটু প্রতিদান দিয়ে উপকার করার জন্য। পুলিশ তোমার পিছনে লেগেছে।'

'ওহ. মাই লেডি!'

অ্যালফ্রেড প্রায় সাদা হয়ে গেল ভয়ে।

'আমি তোমাকে সাবধান করতে এসেছি যেহেতু সেদিন রাত্তিরে তুমি আমায় অনেক সাহায্য করেছিলে', দ্রুত বলে গেল বাগুল। 'মিঃ মসগোরোভস্কির বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বেরিয়েছে, তাই সবচেয়ে ভাল হবে যত তাড়াতাড়ি পারো তুমি যদি কোথাও পালাও। তোমাকে যদি এখানে না পাওয়া যায় তাহলে কেউ তোমাকে নিয়ে মাথা ঘামাবে না। এই নাও দশ পাউণ্ড, তোমার পালাতে সাহায্য হবে।'

তিন মিনিটের মধ্যে দারুণভীত অ্যালফ্রেড আপন মনে কিছু বলতে বলতে ১৪ নং হান্সটন স্টিট ছেড়ে পালাল—তার মাথায় শুধু একটাই চিন্তা আর এখানে ফিরে আসবে না ও।

'যাক, এ ব্যাপারটা ভালোয় ভালোয় শেষ করেছি', বাগুল খুশি মনে বলল।

'এতটা করার দরকার ছিল? মানে এতটা বাড়াবাড়ি?' লোরেন প্রশ্ন করল।

'এটাই নিরাপদ', বাগুল বলল। 'বুঝতে পারছি না জিমি আর বিলের

মতলবটা কি, তবে সব কিছুর মাঝখানে অ্যালফ্রেড হাজির হোক চাই না যাতে ও সব ভণ্ডুল না করে দেয়। যাক, খুব বেশি সময় ওরা নষ্ট করেনি। মনে হয় ওরা কোথাও লুকিয়ে থেকে অ্যালফ্রেডকে চলে যেতে দেখছে। তুমি বরং গিয়ে ওদের জন্য দরজা খুলে রাখ, লোরেন।'

লোরেন তাই করল। জিমি থেসিজার ওর গাড়ি ছেড়ে তখনই নেমে দাঁড়াল।

'তুমি এখানে একমিনিট দাঁড়াও, বিল', ও বলল। 'কেউ লক্ষ্য করলে বরং হর্ন বাজিও।'

জিমি দৌড়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠেই বেশ খুশি হয়ে চিৎকার করে উঠল।

'হ্যাল্লো, বাণ্ডল, এসে গেছ। এবার কাজে নামতে হবে। যে ঘরে আগেরবার ঢুকেছিলে তার চাবিটা কোথায়?'

'নিচের তলার চাবির মধ্যে ছিল। সবগুলো নিয়ে আসলেই হবে।'

'ঠিক বলেছ। তাই কর। খুব তাড়াতাড়ি, সময় খুব কম।' চাবি বেশ সহজেই পাওয়া গেলে দরজা খুলে তিনজনেই ঢুকল।

বাণ্ডল যেমন দেখেছিল ঘরটা সেইভাবেই ছিল, টেবিলটার চারপাশে সেই সাতখানা চেয়ার সাজানো। জিমি কয়েক মিনিট চুপ করে লক্ষ্য করল সবকিছু। তারপর ওর নজর ঘুরে গেল দেয়াল আলমারী দুটোর দিকে।

'তুমি কোনটার মধ্যে ঢুকে ছিলে, বাণ্ডল?'

'এটা', বাণ্ডল ইঙ্গিত করল।

জিমি এগিয়ে গিয়ে পাল্লা দুটো খুলে ধরল। আলমারীর মধ্যে সেই একরাশ কাচের বাসনপত্র রাখা।

সব জিনিষগুলো সরিয়ে ফেলতে হবে', বলে উঠল জিমি। 'নিচে নেমে বিলকে ডেকে আনো, লোরেন। ওর আর বাইরে থাকার দরকার নেই।'

লোরেন সঙ্গে সঙ্গেই ছুটল।

'তুমি এবার কি করতে যাচ্ছো?' বাণ্ডল অসহিষ্ণুভাবে বলল।

জিমি আলমারীটা পরীক্ষা করে বলল, 'দাঁড়াও· আগে বিলকে আসতে দাও। ওর সব কথা আগে শোন। এসব ওরই কাজের ফল—দারুণ কাজ করেছে ও। আরে কি হল? লোরেনকে কি পাগলা ষাঁড় তাড়া করল নাকি যেভাবে ছুটে আসছে?'

লোরেন সত্যিই প্রাণপণে ছুটে আসছিল যত তাড়াতাড়ি পারে সিঁড়ি

বেয়ে। ওর মুখখানা ভয়ে সাদা আর দুচোখে রাজ্যের ভয়।

'বিল—বিল—ওহ্, বাগুল—বিল ?

'কি হল বিলের ?'

জিমি ওর কাঁধ চেপে ধরল। 'ভগবানের দোহাই, লোরেন, কি হয়েছে ?'

লোরেন তখনও হাঁফাচ্ছিল।

'বিল—বিল- মনে হচ্ছে ও মরে গেছে—ও এখনও গাড়ির মধ্যে আছে —নড়ছেও না, কথাও বলছে না। ও নিশ্চয়ই মরে গেছে।'

জিমি কি একটা শপথ করে সিঁড়ির দিকে ছুটল, পিছনে বাগুল। বাগুলের বুকটা হাপরের মত ওঠানামা করছিল, একটা বিচিত্র অমঙ্গলের আশঙ্কাও চেপে ধরল।

'বিল—মরে গেছে ? ওহ মা ! না ! কখনও না। হায় ভগবান।'

জিমি আর ও দুজনেই গাড়ির কাছে দৌড়ল, পিছনে লোরেন।

জিমি গাড়ির হুডের নিচে উঁকি মারল। যে ভাবে ও তাকে দেখে গিয়েছিল বিল সেইভাবেই বসেছিল আসনে পিঠ রেখে। ওর চোখ বন্ধ। জিমি ওর হাত ধরে টানলেও নড়ল না বিল।

'ব্যাপারটা বুঝছি না', জিমি বলে উঠল। তবে ও মারা যায়নি, ভাবনা নেই, বাগুল। শোন, ওকে আমাদের বাড়ির মধ্যে নিয়ে যেতে হবে। ভগবান করুন কোন পুলিশ যেন এসে না পড়ে। কেউ কোন প্রশ্ন করলে বলতে হবে আমাদের বন্ধু অসুস্থ তাই বাড়িতে নিয়ে যাচ্ছি।'

তিনজন ধরাধরি করে বিলকে বাড়ির মধ্যে নিতে তেমন কষ্ট হলনা। শুধু একজন শুকনো মুখের ভদ্রলোক দেখতে পেয়ে কিছু বললেন।

'ভদ্রলোক, দুএক গ্লাস টেনেছেন মনে হচ্ছে।'

'নিচের তলার পিছনের ঘরটাতে নিয়ে চল, ওখানে একটা সোফা আছে।'

ওরা বিলকে সোফায় এনে শুইরে দিতে বাগুল ওর একটা অবশ হাত নিজের হাতে তুলে নিল।

'ওর হৃৎপিণ্ড ধুকপুক করছে', বাগুল বলল। 'ওর কি হল ?'

'ওকে একটু আগে যখন রেখে এসেছিলাম তখনতো ঠিকই ছিল', জিমি বলল। 'মনে হচ্ছে কেউ ওকে কোন ইঞ্জেকশান দিয়েছে। কাজটা খুবই সহজ। হয়তো লোকটা এসে সময় কত জানতে চেয়েছিল। এক্ষুণি একজন ডাক্তার চাই। এখানে এর উপর নজর রাখ ততক্ষণ।'

জিমি দরজার কাছে ছুটে গিয়ে ফিরে তাকাল।

'শোন—তোমরা দুজনে ভয় পেওনা। আমি বরং আমার রিভলবারটা দিয়ে যাই। হঠাৎ যদি দরকার হয়। আমি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ফিরে আসছি।'

সোফার উপর রিভলবারটা রেখে জিমি দ্রুত চলে গেল। সদর দরজা বন্ধ করার শব্দও শুনল দুজনে।

বাড়িটা কেমন নিস্তব্ধ। দুজন মেয়েই স্থির হয়ে বসেছিল বিলের পাশে। ধীরগতিতে বিলের নাড়ী চলছিল টের পেল ওরা।

'আমার মনে হচ্ছে কিছু যদি করতে পারতাম', চাপা গলায় লোরেনকে বলল বাগুল। লোরেন সায় দিল।

'আমি বুঝতে পারছি। জিমি কতক্ষণ হয় গেছে মনে হচ্ছে। কিন্তু ও গেছে মাত্র দেড় মিনিট।'

'আমি কি সব শুনতে পাচ্ছি', বাগুল বলে উঠল। 'উপরে কাদের যেন পায়েয় আওয়াজ হচ্ছে —অথচ জানি সবটাই আমার কল্পনা।'

'এখন বুঝতে পারছি জিমি কেন রিভলবারটা রেখে গেছে', লোরেন বলল। 'সত্যিই কোন বিপদ নেই কোথাও।'

'ওরা যদি বিলকে খুঁজে পায় তাহলে—', বাগুল কথাটা শেষ করল না।

লোরেনও কেঁপে উঠল।

জানি—তবে আমরা বাড়ির মধ্যে রয়েছি। আমাদের না জানিয়ে কেউই ঢুকতে পারবে না। তাছাড়া আমাদের রিভলবারও রয়েছে।'

বাগুল আবার বিলের দিকে নজর দিল।

'কি করব যদি বুঝতাম। এখন দরকার গরম কফি। এ অবস্থায় বোধ হয় খেতে দেয়।'

'আমার ব্যাগে স্মেলিং সল্ট আর ব্রাণ্ডি আছে,' লোরেন বলল। 'কিন্তু ব্যাগটা কোথায় রেখেছি যেন? বোধ হয় উপরের ঘরে।'

'আমি নিয়ে আসছি,' বাগুল বলল। 'এতে ভালও হতে পারে।'

ও দ্রুত সিঁড়ি বেয়ে খেলার ঘরের দিকে ছুটল। দরজা দিয়ে ঢুকতেই ও দেখল লোরেনের ব্যাগটা টেবিলে পড়ে রয়েছে।

বাগুল ব্যাগটা হাত বাড়িয়ে নিতে যেতেই পিছনে একটা শব্দ শুনতে পেল। দরজার আড়ালে একটা লোক হাতে একটা বালির ব্যাগ নিয়ে দাঁড়ায়েছিল। বাগুল মাথা ঘুরিয়ে দেখার আগেই সে আঘাত হানল।

অস্ফুট শব্দ করে বাগুল জ্ঞান হারিয়ে চুপ করে মেঝেয় লুটিয়ে পড়ল।

॥ একত্রিশ ॥

সেভেন ডায়ালস

খুব আস্তে আস্তে বাণ্ডলের জ্ঞান ফিরে আসছিল।

ও টের পাচ্ছিল এক গাঢ় অন্ধকার ওকে চেপে ধরেছে, আর তারই সঙ্গে মাথায় প্রচণ্ড যন্ত্রণা। এরই সঙ্গে একটা শব্দ। এমন একটা কণ্ঠস্বর বার-বার একই কথা বলে যাচ্ছিল যে কণ্ঠস্বর ও বহু বারই শুনেছে।

অন্ধকার যেন একটু ফিকে হয়ে এল। যন্ত্রণাটা মাথার একপাশে দপদপ করছিল। কণ্ঠস্বর কি বলছিল ও এবার কান পেতে শোনার চেষ্টা করল।

'প্রিয় বাণ্ডল, বাণ্ডল আমার। উঃ বাণ্ডল। ও নিশ্চয়ই মরে গেছে।'

'আমি জানি ও মরে গেছে। বাণ্ডল, আমার নিজের বাণ্ডল। আমি তোমাকে ভালবাসি বাণ্ডল,! দারুণ ভালবাসি।'

বাণ্ডল চোখ বন্ধ করে চুপচাপ শুয়ে রইল। কিন্তু এখন ও সম্পূর্ণ জেগে। বিল ওকে দুহাতে জড়িয়ে রেখেছিল।

'বাণ্ডল। আমার প্রিয়তম বাণ্ডল। আমার আমার বাণ্ডল। ও ভগবান এখন আমি কি করব? ওকে আমিই মেরে ফেলেছি আমিই মেরে ফেলেছি!'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও আস্তে আস্তে বাণ্ডল কথা বলল।

'না, তুমি মারো নি, গণ্ডমূর্খ কোথাকার', ও বলে উঠল।

বিল প্রায় লাফিয়ে উঠল অবাক হয়ে।

'বাণ্ডল—বাণ্ডল তুমি বেঁচে আছো?'

'নিশ্চয়ই বেঁচে আছি।'

'কতক্ষণ—মানে কতক্ষণ আগে তোমার জ্ঞান ফিরেছে?'

'প্রায় পাঁচ মিনিট আগে।'

'তাহলে কেন চোখ খুলে কিছু বললে না?'

'ইচ্ছে হচ্ছিল না। ব্যাপারটা উপভোগ করছিলাম।'

'উপভোগ করছিলে?'

'হ্যাঁ। তুমি যে সব কথা বলছিলে তাই উপভোগ করছিলাম। এত সুন্দর করে আর কোনকালে বলবে না। কারণ তুমি সারাক্ষণ আত্মসর্বস্ব হয়েই থাকবে।'

বিল প্রায় ইটের মত লাল হয়ে গেল।

'বাগুল—সত্যিই কিছু মনে করোনি তো? সত্যিই—মানে, আমি তোমাকে ভালবাসি। কতকাল ধরেই যে ভালবাসছি তার ঠিক নেই। কিন্তু কোনদিন সাহস করে তোমায় বলতে পারিনি।'

'তুমি একটা গাধা,' বাগুল বলল। 'বলতে পারোনি কেন?'

'ভেবেছিলাম তুমি হাসবে। মানে—তোমার এমন বুদ্ধি কত বড় কারো সঙ্গে তোমার বিয়ে হবে।'

'জর্জ প্লোম্যাক্সের মত লোকের সঙ্গে?' বাগুল উত্তর দিল।

'আমি কডার্সের মত প্রেমে ডগমগ লোকের কথা ভাবিনি। হয়তো সত্যিকার কোন নামীদামী কেউ—তোমার ঠিক উপযুক্ত। অবশ্য তেমন কেউ আছে কিনা জানি না।' বিল কথা শেষ করল।

'তুমি সত্যিই ভাল বিল।'

তাবলে বাগুল সত্যি সত্যি কোনদিন পারবে? মানে, কোনদিন তোমার মন তৈরি করতে পারঁবে?'

'কোনদিন কি জন্য মন তৈরি করব?'

'আমাকে বিয়ে করতে। আমি জানি আমার মাথা একেবারে মোটা। কিন্তু তোমায় সত্যিই আমি ভালবাসি বাগুল। আমি তোমার পোষা কুকুরের মতই হব তোমার ক্রীতবাস হয়ে থাকব।'

'তুমি সত্যিই কুকুরের মত', বাগুল বলল। 'কুকুর আমার খুব পছন্দ ওরা কি রকম বন্ধুর মত, দারুণ বিশ্বাসী আর ভালবাসার হৃদয় আছে। তোমাকে মনটা জোর করে ঠিক করে নিয়ে অবশ্য বিয়ে করতে পারি।'

বিলের প্রতিক্রিয়া হল ও বাগুলকে ছেড়ে দিয়ে কেমন গুটিয়ে গেল। ও দারুণ আশ্চর্য হ.য় বাগুলের দিকে তাকাল।

'বাগুল—বাগুল, নিশ্চয়ই তোমার মনের কথা বলছ না?'

'আর কোন কথা নয়,' বাগুল বলে উঠল। 'মনে হচ্ছে আবার অজ্ঞান হয়ে যাই।'

'বাগুল—আমার প্রিয় বাগুল, তুমি জানো না তোমায় কতখানি ভালবাসি।' বিল প্রায় কাঁপছিল। 'বাগুল সত্যই বলছো?

'ওহ, বিল,' বাগুল বলে উঠল।

পরের দশ মিনিটের কথাবার্তা আর বলার প্রয়োজন নেই কারণ তার মধ্যে নতুনত্ব কিছুই ছিল না। শুধু একই কথা ছাড়া।

বাণ্ডলের বাঁধন খুলে দেবার আগে বিল অন্ততঃ কুড়িবারের মতই বলল 'সত্যিই আমাকে ভালবাসো, বাণ্ডল?' প্রায় অবিশ্বাস ওর গলায়।

'হ্যাঁ হ্যাঁ—হ্যাঁ। এবার সব ঠিক করে শোন। আমার মাথায় এখনও যন্ত্রণা হচ্ছে। তাছাড়া আমাকে চেপে ধরে প্রায় মেরে ফেলছিলে তুমি। এখন সব কথা আমি জানতে চাই। আমরা কোথায় আর কি ঘটেছে?'

এই প্রথম বাণ্ডল চারপাশে তাকিয়ে ব্যাপারটা বুঝতে চাইল। ও বুঝল ওরা সেই গোপন ঘরটাতে রয়েছে, বাইরের লুকনো দরজাটা বন্ধ। ওরা তাহলে বন্দীই!

বাণ্ডলের চোখ আবার ঘুরে এল বিলের উপর। ওর প্রশ্নটা খেয়াল না করেই বিল প্রেমময় দৃষ্টিতে বাণ্ডলকে লক্ষ্য করছিল।

'প্রিয় বিল', বাণ্ডল বলল। 'একটু সামলে তোল নিজেকে। আমাদের এখান থেকে বেরোতে হবে।'

'অ্যা?' বিল বলে উঠল। 'কি? হ্যাঁ বুঝেছি। তাতে কোন রকম অসুবিধা হবে না।'

'ভালবাসা তোমার মাথাটাই বিগড়ে দিয়েছে, না হলে একথা না,' বাণ্ডল বলল। 'আমারও এরকম মনে হচ্ছে, সবই যেন খুব সহজ।'

'সত্যিই তাই,' বিল বলল। 'একবার যখন জেনেছি তুমি আমায় ভালবাসো—।'

'দয়া করে থামো,' বাণ্ডল বলল। 'আবার শুরু করলে জরুরী দরকারী কথা আর বলা যাবে না। নিজেকে যদি না সামলাও তাহলে আমিও মত পালটে ফেলতে পারি'

'কিছুতেই তা হতে দেব না' বিল বলল। 'তুমি কি ভেবেছ একবার তোমাকে পেয়ে আর কোন ভাবে পালিয়ে যেতে দেব?'

'আমার ইচ্ছের বিরুদ্ধে নিশ্চয়ই আমাকে নিয়ে যেতে পারবে না,' বাণ্ডল রাণীর ভঙ্গীতে বলল।

'পারব না বুঝি?' বিল উত্তর দিল। 'একবার দেখই না কি করি।'

'সত্যিই তুমি আদরের পাপ্য, বিল। ভেবেছিলাম তুমি বুঝি ভীতু, এখন দেখতে পাচ্ছি তুমি সাংঘাতিক। আধ ঘন্টা পরেই তুমি বোধ হয় আমাকে হুকুম করা শুরু করবে। কিন্তু বিল, আবার বোধ হয় আমরা আগের সেই মত শুরু করতে যাচ্ছি। শোন, বিল, আমাদের এখান থেকে বেরোতে হবে।'

‘আমি তো বলেছি তাতে কোন অসুবিধে নেই। আমি—।’

বাগুলের হাতের চাপে ও চুপ করে গেল। বাগুল কান পেতে শুনতে চাইছিল। হ্যাঁ, ও ভুল করেনি। কোন পদশব্দ এগিয়ে আসছিল। তালায় চাবি লাগানোর শব্দ শোনার সঙ্গে সঙ্গে ও ভাবল তবে কি জিমিই ওদের উদ্ধার করতে আসছে, না অন্য কেউ ?

দরজা খুলে যেতেই কালো দাড়ি নিয়ে সামনে জেগে উঠল মিঃ মসগোরো ভস্কির দেহ।

পর মুহূর্তেই বাগুলের সামনে আড়াল হয়ে দাঁড়াল বিল।

বিল বলে উঠল, ‘শুনন, আমি আপনার সঙ্গে আড়ালে একটু কথা বলতে চাই ’

রুগ্ন মানুষটি দু এক মুহূর্ত কোন জবাব দিলেন না। তিনি দাঁড়িয়ে নিজের রেশমের মত দাড়িতে হাত বোলাতে চাইলেন, মুখে মিষ্টি হাসি।

‘অতএব ব্যাপারটা এই রকম,’ তিনি বললেন শেষ পর্যন্ত। ‘মহিলাকে দয়া করে আমার সঙ্গে একবার আসতে হবে।’

‘সব ঠিক আছে, বাগুল,’ বিল বলল। ‘সব আমার হাতে ছেড়ে দাও। তুমিই লোকটির সঙ্গে যাও। কেউ তোমার কোন ক্ষতি করবে না। আমি কি করছি আমি জানি, ভেবোনা।’

বাগুল বাধ্য মেয়ের মত উঠে দাঁড়াল। বিলের কণ্ঠস্বরের আদেশের ভঙ্গী ওর কাছে নতুন মনে হল, ও যেন সমস্ত অবস্থা পর্যালোচনা করে তার দায়িত্ব নিতে তৈরি। বাগুল আশ্চর্য হল বিলের বোধ হয় অনেক কিছুই জানা আছে, কিছু একটা মতলবও আছে ওর।

কৃশ লোকটির সামনে থেকে ও বেরিয়ে গেল। লোকটি ওকে এগোতে বলে দরজাটায় তালা বন্ধ করল

‘এই দিকে’, লোকটি বলল

একটা সিঁড়ি ইঙ্গিত করল বাগুল বাধ্য মেয়ের মতই সেটায় উঠতে লাগল। একটু পরেই একটা ঘরে এসে দাঁড়াল বাগুল। ও
বুঝল ঘরটা অ্যালফ্রেডের।

‘মসগোরোভস্কি বললেন, ‘এখানে অপেক্ষা করুন। কোন শব্দ নয়।’

বাগুল চুপচাপ একটা চেয়ারে বসলে মসগোরোভস্কি চলে গেলেন।

কয়েক মিনিট কেটে চলল। বাগুলের চিন্তার শক্তিও যেন নেই। প্রায় একঘণ্টা কেটে গেছে মনে হল ওর। কি ঘটছে ?

শেষ পর্যন্ত দরজা আবার খুলে গেলে মসগোরোভস্কি এসে দাঁড়ালেন।

'লেডি এইলিন ব্রেন্ট, আপনাকে সেভেন ডায়ালস সোসাইটির এক জরুরী সভায় তলব করা হয়েছে। আমার সঙ্গে আসুন দয়া করে।'

বাণ্ডল আবার সিঁড়ি বেয়ে নেমে একটা ঘরে ঢুকেই প্রায় হাঁ হয়ে গেল।

এই ঘরটাই ও একবার সেই আলমারীর গর্ত দিয়ে দেখেছে। মুখোশ-পরা সেই মানুষগুলো টেবিলের সামনে চেয়ারে বসে। আচমকা ঘরটায় ঢুকে নিজেকে সামলে নেবার ফাঁকেই মসগোরোভস্কি নিজের নির্দিষ্ট জায়গায় গিয়ে মুখোশটা এঁটে নিচ্ছিলেন।

এবার টেবিলের মাথায় চেয়ারে একজন ছিলেন। ৭ নম্বর তার নিজের জায়গায় উপস্থিত।

বাণ্ডলের বুকটা ধরাস ধরাস করতে শুরু করল। মূর্তিটির সামনেই দাঁড়িয়েছিল বাণ্ডল সোজাসুজি। ও হাঁ হয়ে মুখোসের উপর ঘড়ির সেই সংখ্যাটা স্তম্ভিতভঙ্গীতে দেখছিল।

লোকটি চুপচাপ চেয়ারে উপবিষ্ট থাকলেও বাণ্ডল বুঝল তার মধ্য থেকে যেন ক্ষমতা বিচ্ছুরিত হয়ে চলেছে। বাণ্ডলের ইচ্ছে হল মূর্তিটা চুপচাপ বসে না থেকে কিছু একটা বলুক বা অঙ্গভঙ্গী করুক। মাকড়সা যেন শিকারের অপেক্ষায় রয়েছে বলে মনে হচ্ছিল বাণ্ডলের।

ও কেঁপে উঠতে মসগোরোভস্কি উঠে দাঁড়ালেন। তার কণ্ঠস্বর যেন দূর থেকে ভেসে আসছিল।

'লেডি এইলিন, আপনি এই সমিতির সভায় বিনা মুখোশে উপস্থিত। অতএব নিয়মমত আপনাকে আমাদের নীতি আর উদ্দেশ্য মেনে নিতে বাধ্য। দেখতে পাচ্ছেন ২ নম্বরের চেয়ার খালি রয়েছে। আপনাকে সেটাই উৎসর্গ করা হচ্ছে।'

বাণ্ডলের প্রায় নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এল। যেন কোন রাতের দুঃস্বপ্ন দেখছে ও। এও কি সম্ভব যে, ওকে কেউ কোন রক্তপিপাসু সমিতির সদস্যা হতে নামন্ত্রণ জানাচ্ছে? বিলকেও কি এই প্রস্তাব দেয়া হয়েছে আর ও ঘৃণার াঙ্গে প্রত্যাখ্যান করেছে?

'আমি এ কাজ করতে পারি না', বাণ্ডল সোজা বলে দিল।

'উঁহু, না ভেবেচিন্তে এরকম উত্তর দেবেন না।'

বাণ্ডল বুঝল মসগোরোভস্কি মুখোশের আড়ালে হেসে চলেছেন।

'আপনি জানেন না, লেডি এইলিন, কি প্রস্তাব আপনি অগ্রাহ্য করছেন।'

'আমি ভালই আন্দাজ করতে পারি', বাগুল বলল।

'সত্যিই পারেন ?'

কণ্ঠস্বর ৭ নম্বরের। বাগুলের স্মৃতিপটে যেন দোলা লাগল। এ কণ্ঠস্বর যেন ওর পরিচিত। নিশ্চয়ই এ কণ্ঠস্বর ও চেনে।

খুব ধীরে ৭ নম্বর তার হাত দিয়ে নিজের মুখোশটা খোলার চেষ্টা করছিলেন।

বাগুল নিঃশ্বাস বন্ধ করে রইল। এইবার - এইবার ও জানতে পারবে।

মুখোশটা এবার খুলে গেল।

বাগুল দেখল ওর সামনে জেগে উঠেছে ভাবলেশহীন, কাঠের পুতুলের মত সুপারিন্টেণ্ডেন্ট ব্যাটলের মুখ।

॥ বত্রিশ ॥
বাগুল স্তম্ভিত

'হ্যাঁ, ঠিক আছে'. ব্যাটল বলে উঠলেন মসগোরোভস্কি প্রায় লাফ দিয়ে বাগুলের সামনে এসে দাঁড়ালে। 'ওকে একটা চেয়ার দাও। প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়েছেন দেখতে পাচ্ছি।'

বাগুল ধপ করে চেয়ারে এলিয়ে পড়ল। বিস্ময়ের ধাক্কায় প্রায় অবশ হয়ে পড়ল ও। ব্যাটল স্নেহার্দ্র কণ্ঠে নিজের চরিত্র অনুযায়াই কথা বলে চললেন।

'আপনি আমাকে দেখবেন আশা করেন নি, লেডি এইলিন। এখানে যারা আছেন তাদেরও অনেকেই এটা করেন নি। মিঃ মসগোরোভস্কিই বলতে গেলে এক্ষেত্রে আমার সেনাপতি। এখানের কর্তৃত্ব তারই হাতে ছিল, বাকিরা অন্ধের মত তারই আদেশে চলতেন।'

তবু বাগুল কোন কথা বলল না। একটা অদ্ভুত অবস্থা বাগুলের —কথা বলার শক্তিই ওর ছিল না।

ব্যাটল মাথা নুইয়ে ওর মনের অবস্থা বুঝেছেন সেটাই জানালেন।

'আপনার মনে গেঁথে থাকা দু একটা কথা ভুলে যেতে হবে, লেডি এইলিন। যেমন এই সমিতি—বইয়ে অবশ্য এইরকম অপরাধীদের সমিতির কথা থাকে যার মাথায় থাকেন একজন পাকা অপরাধী কেউ যাকে চেনে না। বাস্তবে এমন থাকতেও পারে, তবে আমি এমন কোন সমিতির মুখোমুখি হইনি, যদিও আমার ঢের অভিজ্ঞতা আছে।

'তবে পৃথিবীতে রোমান্সের অভাব নেই, লেডি এইলিন। যুবক যুবতীরা এরকম বই প'ড়ে থাকে, তারা এরকম কাজেও নামে। আমি এরকম কজন যুবক যুবতীর নাম করতে পারি যারা অপেশাদার হয়েও চমৎকার কাজ করেছে আমাদের দপ্তরের জন্য। মাঝে মাঝে তারা অতি নাটুকে কিছুও করেছে, আর করবে না কেন? তারা ভয়ানক বিপদের মুখোমুখি হয়েছে সত্যিকার বিপদ। বিপদকে তারা ভালবেসেছে, আর এটা তারা করেছে দেশের জন্য।

'এবার, লেডি এইলিন, সকলের সঙ্গে আপনার পরিচয় করিয়ে দেব। প্রথমে, মিঃ মসগোরোভস্কি, যাকে আপনি নিশ্চয়ই চিনেছেন। তিনি এই ক্লাব আর আরও অনেক কিছু চালান। তিনি হচ্ছেন ইংল্যাণ্ডে আমাদের সবচেয়ে বড় বলশেভিক বিরোধী বন্ধু ও সিক্রেট-এজেন্ট। ৫ নম্বর হলেন হাঙ্গারীয় দূতাবাসের কাউন্ট আন্দ্রাস। তিনি মৃত জেরাল্ড ওয়েডের একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু। ৪ নম্বর হলেন মিঃ হেওয়ার্ড ফেলপস্, তিনি একজন মার্কিণী সাংবাদিক ও বন্ধু। আর ৩ নম্বর—',

ব্যাটল একটু হেসে থামতেই বাণ্ডল হতভম্ব হয়ে ভীরু ভীরু ভাব নিয়ে তাকিয়ে থাকা হাসিমুখে বিল এভারসলের দিকে তাকালো।

'নম্বর দুইয়ের জায়গা খালি', গম্ভীর স্বরে বললেন ব্যাটল। 'এ জায়গা ছিল স্বর্গত রণি ডেভেরোর, যে সাহসী যুবক তার দেশের কাজে প্রাণ দিয়েছেন। আর এক নম্বরের স্থানটি ছিল জেরাল্ড ওয়েডের, সাহসী যে বীর একইভাবে প্রাণ দিয়েছেন। তার স্থানটি নিয়েছেন আমাদের একান্ত সুহৃদ একজন মহিলা, আমাদের একান্ত সাহায্যকারীনী।

এক নম্বরই সব শেষকার মুখোশ খুললে বাণ্ডল আর আশ্চর্য হল না। ওর নজর পড়ল চমৎকার, সুন্দর কাউণ্টেস র‍্যাডকির মুখের উপর।

'আমার বোঝা উচিত ছিল', বাণ্ডল বলে উঠল, আপনি কোন সত্যিকার বিদেশী উত্তেজনাশিকারী হতে পারেন না।'

'কিন্তু তুমি আসল মজাটা কি এখনও জানোনা', বিল বলল। 'বাণ্ডল, এই হল সেই বেব সেণ্ট মাউর—ওর কথা তোমায় বলেছি মনে নেই। কি দারুণ অভিনেত্রী ও—ও সেটা প্রমাণও করেছে।'

'ঠিক তাই', মিস মাউর বললেন একটু বিদেশীনীসুলভ নাকি সুরে। 'আমার গর্ব করার কিছু নেই কারণ বাবা আর মা ইউরোপের ওই এলাকা থেকেই আসে। তবে অ্যাবীতে বাগান নিয়ে কথা বলতে গিয়ে প্রায় ধরা

পড়েছিলাম।' একটু থামলেন মিস মাউর, তারপর আবার বললেন, 'তবে সবটাই মজা ছিলনা। আমি রণির বাগদত্তা ছিলাম। ওকে যারা মেরেছে তাদের মুখোশ খুলে দেবই এই শপথ করি আমি।'

'কিছুই আমার মাথায় ঢুকছে না', বাণ্ডল বলল। 'সব কেমন অবাস্তব।'

'ব্যাপারটা খুব সহজ, লেডি এইলিন', সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ব্যাটল বললেন। 'এর শুরু হয় কয়েকজন তরুণের কিছু উত্তেজনা উপভোগ করার আয়োজনে।

মিঃ ওয়েডই প্রথম আমার কাছে আসেন। তাদের উদ্দেশ্য ছিল কোন গোপন সমিতি গড়ে গোপন গোয়েন্দাগিরি চালানো। আমি তাকে সাবধান করে দিই এতে বিপদ ঘটতে পারে বলে—কিন্তু তিনি বাধা স্বীকার করার মত ছিলেন না। তাদের বন্ধুদেরও একই কথা বললেও কেউই ভয় পেলেন না, আর ব্যাপারটাও শুরু হয়।'

'কিন্তু এর উদ্দেশ্য কি?' বাণ্ডল প্রশ্ন করল।

'আমরা বিশেষ একজনকে চাইছিলাম—দারুণভাবেই তাকে কব্জা করতে ইচ্ছুকছিলাম। সে সাধারণ অপরাধী নয়। তার কাজ ছিল মিঃ ওয়েডের মতই নানা ধরণের র‍্যাফলের আয়োজন করা, তবে তার কাজ সাধারণ ছিল না। তার আগ্রহ ছিল আন্তর্জাতিক ব্যাপারে। দুবার এর আগে মূল্যবান গোপন তথ্য আর আবিষ্কার তত্ত্ব চুরি যায়। আমরা বুঝতে পারি ভিতরের কেউ এর সঙ্গে জড়িত। একাজে পেশাদার গোয়েন্দারা ব্যর্থ হল আর তারপর কাজে হাত লাগায়। অপেশাদারেরা—আর তারা সফলও হল।'

'সফল হয়?'

'হ্যাঁ--তবে বিনা ক্ষতিতে নয়। লোকটা সাংঘাতিক। দুজন তার হাতে মারা যায় আর সে পালায়। কিন্তু সেভেন ডায়ালস হাল ছাড়েনি, তারা লেগেছিল। শেষ পর্যন্ত তারা সফলও হয়। মিঃ এভারসলকে ধন্যবাদ—লোকটি গতকাল হাতে নাতে ধরা পড়েছে।'

'লোকটা কে?' বাণ্ডল প্রশ্ন করল। 'আমি চিনি?'

'খুব ভালই চেনেন তাকে, লেডি এইলিন। তার নাম মিঃ জিমি থেসিজার। তাকে আজ বিকেলে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।'

॥ তেত্রিশ ॥

ব্যাখ্যা করলেন ব্যাটল

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ব্যাটল আরাম করে বসে সমস্ত রহস্য ব্যাখ্যা করতে আরম্ভ করলেন এবার।

'আমি ওকে অনেকদিন পর্যন্ত সন্দেহ করিনি। আমার প্রথম সন্দেহের উদ্রেক হয় মিঃ ডেভেরোর শেষ কথাগুলো শোনার পর। স্বভাবতই আপনি ভেবে নেন মিঃ ডেভেরো মিঃ থেসিজারকে জানাতে বলছেন সেভেন-ডায়ালস তাকে মেরেছে।

আপাতঃ দৃষ্টিতে তাই মনে হয়। কিন্তু আমিতো জানতাম এটা এর অর্থ নয়।

'মিঃ ডেভেরো চাইছিলেন সেভেন ডায়ালসকে মিঃ থেসিজার সম্পর্কে জানাতে।

'ব্যাপারটা অসম্ভব মনে হতে পারে কারণ মিঃ ডেভেরো আর মিঃ থেসিজার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তবে আমি জানতাম চুরিটা করেছে এমন কেউ যে ভিতরের কথা জানত। সে নিজে পররাষ্ট্র দপ্তরে না থাকলেও অনেক কথা জানত। তাছাড়া মিঃ থেসিজার টাকা পয়সা কোথা থেকে পান জানতাম না, অথচ তিনি বিলাসে দিন কাটান। এ টাকা কোথা থেকে আসে ?'

'মিঃ ওয়েড কিছু আবিষ্কার করে উত্তেজিত হয়ে ওঠেন। সব কথা কাউকে না বললেও মিঃ ডেভেরোকে ইঙ্গিত দেন সঠিক পথে চলেছেন। এরপর সেই চিমনির ঘটনা। সবাই ধরে নিল মিঃ ওয়েড বেশি মাত্রায় ঘুমের ওষুধ খেয়ে মারা গেছেন। কিন্তু মিঃ ডেভেরো সেটা মেনে নিতে পারেন নি, তিনি বুঝেছিলেন হত্যাকারী দারুণ কৌশলে তাকে পথ থেকে সরিয়ে দিয়েছে। অতএব বাড়ির মধ্যেই সে ছিল। মিঃ ডেভেরো প্রায় মিঃ থেসিজারের কাছে কথাটা জানাতে গিয়েও কোন কারণে জানায় নি, কিন্তু তাকে বাধা দেয়।'

'এরপরও একটা অদ্ভুত ব্যাপার করে, সে সাতটা ঘড়ি সাজিয়ে রাখে আর আট নম্বরটা ফেলে দেয়। সে জানাতে চেয়েছিল তার বন্ধুর হত্যার প্রতিশোধ নেবে সেভেন ডায়ালস। এটা করে সে সকলের প্রতিক্রিয়া জানতে চেয়েছিল।'

'তাহলে জিমি থেসিজারই জেরাল্ড ওয়েডকে বিষ খাইয়েছিল ?'

'হ্যাঁ, মিঃ ওয়েড শোবার আগে নিচে এলে হুইস্কি আর সোডার মধ্যেও বিষ মিশিয়ে দেয়। সেই জন্যই চিঠি লেখার সময় ওর ঘুম পাচ্ছিল।'

'তাহলে ফুট ম্যান বাওয়ারের কোন দোষ নেই ?'

'না বাওয়ার আমাদেরই একজন, লেডি এইলিন। বাওয়ারের উপর নজর রাখার আদেশ থাকলেও সে বিশেষ কিছু করতে পারেনি। পরে হত্যাকারী কোরাশের শিশি আর গ্লাসের উপর জেরাল্ড ওয়েডের আঙুলের ছাপ ফেলে সেগুলো পাশে রেখে দেয় সন্দেহ এড়াতে। আমি অবশ্য জানিনা সাতটা ঘড়ি মিঃ থেসিজারের উপর কি প্রতিক্রিয়ার জন্ম দেয়। সে অবশ্যই মিঃ ডেভেরোকে কিছু না বলে তার উপর সতর্ক দৃষ্টিও রাখে।'

'এরপর কি হয় জানিনা, তবে এটা ঠিক মিঃ ডেভেরো একই সুত্র ধরে কাজ করে বলেন তিনি বুঝেছিলেন মি. থেসিজারই আসল লোক। আমার ধারণা তিনিও ধরা পড়ে যান একই ভাবে।'

'তার মানে ?'

'মিস লোরেন ওয়েডের মাধ্যমে। মিঃ ওয়েড তাকে ভালবাসতেন—তিনি বোধ হয় তাকে বিয়ে করবেন ভেবেছিলেন—উনি তার বোন নন। আর যা বলা উচিত নয় তার চেয়েও বেশী বলে ফেলেন। কিন্তু মিস লোরেন ওয়েড মনপ্রাণ ঢেলে ভালবাসেন মিঃ থেসিজারকেই। তাকে যা বলা হবে তিনি তাই করবেন। তিনি সব খবর দিয়ে দিতেন মিঃ থেসিজারকে। পরে মিঃ ডেভেরোও তার প্রতি আকর্ষণ অনুভব করলে তাকেও একইভাবে হত্যা কবা হয়। তিনি সম্ভবত মিঃ থেসিজারের বিষয়ে তাকে সতর্কও করে দেন। মারা যাওয়ার সময় মিঃ ডেভেরো বলতে চেয়েছিলেন তার হত্যাকারী মিঃ থেসিজার।'

'কি ভয়ঙ্কর,' বাণ্ডল চিৎকার করে উঠল। 'উঃ আগে যদি জানতাম।'

'সে সুযোগ ছিল না। আমিও ধরতে পারিনি। তার উপর অ্যাবীর ব্যাপার মিঃ এভারসলে খুব অসস্তিতে পড়ে যান কারণ মিঃ থেসিজারের সঙ্গে আপনার ঘনিষ্ঠতা দেখে। আপনিও সেখানে আসতে চান। তিনি যখন জানলেন সেভেন ডায়ালসে আপনি সব শুনে ফেলেছেন তখন তিনি হতভম্ব হড়ে পড়েন।'

সুপারিণ্টেণ্ডেই কথা শেষ করলেন। তার চোখে হাসির ঝিলিক।

'আমিও তাই হই, লেডি এইলিন। এরকম করতে পারেন আমি স্বপ্নেও

ভাবিনি। আমার উপর আপনি সত্যিই টেক্কা মেরেছিলেন।'

'এখন ব্যাপারটা দাঁড়াল মিঃ এভারমলে আপনাকে সব কথা বলতে পারেন নি কারণ মিঃ থেসিজারও তাহলে জেনে ফেলবেন। এতে সুবিধাই হল মিঃ থেসিজারের, তার অ্যাবতে আসাও সহজ হল।

'ইতিমধ্যে মিঃ লোম্যাক্সকে একটা সাবধান করে দেয়া চিঠি পাঠাই আমি যাতে আমায় সেখানে ডাকা হয়। আমি স্বাভাবিক ভাবেই সেখানে হাজির হই, কোন গোপনীয়তা দেখাই নি।'

'এখন ক্লাতটা পাহারা দেবার জন্য মিঃ থেসিজার আর মিঃ এভারমলে নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিলেন। বাস্তবে মিঃ এভারমলে আর মিস সেণ্ট মাউরই এটা করেন। উনি লাইব্রেরীতে জানালার পাশে পাহারায় ছিলেন। মিঃ থেসিজারকে আসতে দেখে তিনি পরদার আড়ালে লুকিয়ে পড়েন।

'এবারই আসে মিঃ থেসিজারের কৌশল। তখন পর্যন্ত তিনি সত্যি কথাই বলেছেন, আমিও একটু ধাঁধাঁয় পড়ে যাই চুরিতে তার হাত ছিল কিনা। বিশেষতঃ ওই মারামারি করছিল। তারপরেই এমন একটা কিছু ঘটল যাতে সব সহজ হয়ে গেল।'

আচমকা একটা পোড়া দস্তানা পেয়ে গেলাম যাতে দাঁতের কামড়ের দাগ ছিল। আমি বুঝলাম ঠিক পথেই চলেছি। তবে ও অসাধারণ চতুর।

'আসলে কি ঘটে?' বাণ্ডল প্রশ্ন করল। 'অন্য লোকটাকে?'

'অন্য লোক কেউ ছিল না। শুনুন, সব বুঝিয়ে দিচ্ছি। আসলে মিস লোরেন ওয়েড আর মিঃ থেসিজার দুজনেই এতে ছিলেন। মিস ওয়েড গাড়িতে এসে পৌঁছলেন। তাদের সময় ঠিক করা ছিল। বেড়া ডিঙিয়ে তিনি ঢুকলেন —কেউ বাধা দিলেন সাজানো গল্পটা শুনিয়ে দিতেন তিনি যা পরে করেও ছিলেন।

'আমার লোকজন তাকে ঢুকতে দেখে কিন্তু বাধা দেয়নি, কারণ বলা ছিল কেউ এলে তারা বাধা দেবে না একমাত্র বেরোতে গেলে ছাড়া। মিস ওয়েড সিঁড়ির কাছে আসতে একটা প্যাকেট তার সামনে পড়লে তিনি তা তুলেও নিলেন। একজন লোক লতা ধরে নামতে শুরু করতে তিনিও ছুটতে লাগলেন। সবাই তখন কি করে? মারামারির জায়গাতে যাবে। মিস লোরেন ওয়েড নিরাপদে ফর্মুলা নিয়ে পালালেন।

'কিন্তু সবই ছক মত হল না। মিস ওয়েড সোজা আমার দু হাতের মধ্যে এসে পড়লেন। তখন থেকেই খেলাটা বদলে গেল। তখন আর

আক্রমন নয় আত্মরক্ষা।

'এবার এসে পড়লেন মিঃ থেসিজার। একটা ব্যাপার আমার সঙ্গে সঙ্গে মনে হল। বুলেটের আঘাতে তিনি অজ্ঞান হতেন না। হয় পড়ে গিয়ে মাথায় আঘাত লাগে—না হয় আদৌ তিনি জ্ঞান হারান নি। মিস মাউন্ট বলেছে আলো নিভে গেলে মিঃ থেসিজার জানালার সামনে ছিলেন। কিন্তু একটা কথা হল কেউ ঘরে থাকলে অন্ততঃ তার নিঃশ্বাসের শব্দ শোনা যাবে। তবে কি মিঃ থেসিজার ঘরে ছিলেন না? যদি ধরা যায় তিনি নিঃশব্দে সে সময় লতা বেয়ে মিঃ ওরুরকের ঘরে গিয়ে ফর্মুলাটা হাতিয়েছেন? মিঃ ও'রুরকে আগেই ঘুমের ওষুধ খাওয়ানো হয়। প্যাকেটটা তিনি মাটিতে ফেলে দিয়ে লতা বেয়ে নামতে থাকেন। তারপর ঘরে ঢুকে মারপিটের নকল মহড়া তৈরি। সেটা খুবই সহজ ব্যাপার। টেবিল চেয়ার উল্টে শব্দ করে চাপাস্বরে চিৎকার করে এটা ধরা যায়। তারপর নিজের নতুন কোল্ট রিভলবার দিয়ে কাল্পনিক আততায়ীকে বলি। পরক্ষণে দস্তানা পরা হাত দিয়ে একটা মাউসার পিস্তল বের করে নিজের হাতে গুলি করে তিনি অস্ত্রটা বাগানে ছুঁড়ে দেন। দস্তানাটা ছুঁড়ে ফেলেন চুল্লীর মধ্যে। আমি এসে দেখি তিনি মেঝেয় অজ্ঞান।'

বাণ্ডল জোরে শ্বাস টানল। ও বলল, সে সময় আপনি এসব বুঝতে পারেন নি?

'না, তা পারিনি। অন্যেরা যা ভাবত তাই ভেবেছিলাম। পরে চিন্তা করে বুঝলাম দস্তানাটাই আসল। স্যর অসওয়াণ্ডকে দিয়ে পিস্তলটা ছুঁড়ে ফেলালাম। তখনই সামান্য সন্দেহ জাগে। একটা ব্যাপারেই আমি সন্দিগ্ধ হই। কাগজের প্যাকেটটা নিশ্চয়ই কারো তুলে নেবার জন্তই ফেলে দেওয়া হয়। মিস ওয়েড যদি হঠাৎ এসে পড়েন তাহলে আসল ব্যক্তি কে? এর উত্তর হতে পারত—কাউন্টেস। কিন্তু কাউন্টেসকে আমি চিনি, তিনি কখনই নন। যতই ব্যাপারটা নিয়ে ভাবলাম ততই বুঝলাম মিস ওয়েড ওখানে পূর্ব সিদ্ধান্ত মতই এসে পড়েন।'

'আমি কাউন্টেসের কথা বলায় খুব অস্বস্তিতে পড়ে যান, তাই না?

'হ্যাঁ, সেটা ঠিক। তাই আপনার নজর ঘুরিয়ে দেবার চেষ্টা করি। সবচেয়ে বিপদে পড়ে যান মিঃ এভারসলে কাউন্টেস জ্ঞান হারানোয়। তিনি কি বলে ফেলতেন কে জানে।'

'হুঁ' বিলের উদ্বেগ বুঝতে পারছি;' বাণ্ডল বলল। 'ও বারবার তাকে

কথা না বলতে বলছিল।'

'বেচারিবিল, মিস সেন্ট মউর বললেন। 'ওর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করতে হয়।'

'যাক, এই হল ঘটনা,' সুপারিন্টেডেন্ট ব্যাটল বললেন। 'আমি মিঃ থেসিজারকে সন্দেহ করলেও সঠিক প্রমাণ পাচ্ছিলাম না। অপর দিকে মিঃ থেসিজারও বেশ ভয় পেয়ে যান। তিনি বেশ বুঝতে পারেন তাকে লড়তে হচ্ছে সেভেন ডায়ালসের সঙ্গে। তিনি পাগলের মত জানতে চাইছিলেন ৭ নম্বর কে? কুটসের বাড়িতে নিমন্ত্রিত হওয়ার জন্য তার উদ্দেশ্য হল তার সন্দেহ হয় স্যর অসওয়াল্ডই ৭ নম্বর।'

'আমিও তাকে সন্দেহ করি', বাণ্ডল বলল, 'বিশেষ করে সেদিন বাগান থেকে এসে।'

'আমি কোন সন্দেহ করিনি,' ব্যাটল বললেন। 'তবে তার সেক্রেটারীকে বলেছিলেন।'

'পঙ্গো কে?' বিল বলে উঠল।

'হ্যাঁ, মিঃ এভারসলে আপনারা যাকে পঙ্গো বলেন। অত্যন্ত দক্ষ মানুষ। ইচ্ছে হলে তিনিই সবই করতে পারেন। তাকে সন্দেহ করি যেহেতু ঘড়িগুলো তিনিই রেখেছিলেন। ওষুধ মেশানো তারই পক্ষে সহজ ছিল। তাছাড়া তিনি বাঁ হাতি। দস্তানাটা সোজা তাকেই ইঙ্গিত করছিল। শুধু একটা ব্যাপার ছাড়া—।'

'কি?'

'দস্তানায় দাঁতের দাগ। যার ডান হাত অকেজো তাকে ওটা খুলতে দাঁত দিয়ে কামড়ে খুলতে হবেই।'

'অতএব পঙ্গো সন্দেহ মুক্ত।'

'হ্যাঁ, পঙ্গো সন্দেহ মুক্ত। মিঃ বেটম্যানকে সন্দেহ করা হয় জানলে তিনি স্তম্ভিত হবেন নিশ্চয়ই।' তবে যখন আমি নিঃসন্দেহ হই মিঃ থেসিজারই আসল অপরাধী তখন মিঃ থেসিজার সম্পর্কে তার মতামত চেয়েছিলাম। সব সময়েই মিঃ থেসিজার সম্পর্কে মিঃ বেটম্যানের দারুণ সন্দেহ ছিল।'

'আশ্চর্য ব্যাপার,' বিল বলে উঠল। 'পঙ্গো কখনই ভুল করে না। পাগল করা ব্যাপার।'

'যা বলছিলাম,' ব্যাটল বলে চললেন। 'মিঃ থেসিজার সেভেন ডায়ালসের ভয়ে প্রায় কম্পমান অথচ বিপদ কোথায় তার ধারণা ছিল না। আমরা

তাকে যে কথা করেছি সেটা মিঃ এভারমলেরই জন্য। তিনি নিজের জীবন বিপন্ন করে কাজটা করেছেন। তবে লেডি এইলিনকেও টেনে আনা হবে তিনি ভাবতেই পারেন নি।

'উঃ ভগবান, সত্যিই এটা ভাবিনি', বিল বলে উঠল।

'মিঃ এভারমলে মিঃ থেসিজারের কাছে একটা বানানো গল্প নিয়ে হাজির হন যে মিঃ ডেভেরোর উকিলের কাজ থেকে কিছু কাগজ এনেছে যাতে ওর প্রতি সন্দেহ জাগে। আমরা জানতাম থেসিজার দোষী বলে তিনি মিঃ এভারমলকে পথ থেকে সরাতে চাইবেন। এবং এটা কিভাবে তাও আন্দাজ করেছিলাম। ঠিক তাই হয়, মিঃ থেসিজার হুইস্কি আর সোডা দেন তার বন্ধুকে। দু এক মিনিট এরপর তিনি বাইরে যেতে মিঃ এভারমলে তাকের একটা জারে সব পানীয় ঢেলে দেন আর ওষুধ কাজ করতে শুরু করেছে এই ভাবে দেখাতে থাকেন। এর ক্রিয়া আস্তে হবে তিনি জানতেন। তিনি তার কাহিনী বলতে শুরু করতে মিঃ থেসিজার সব অস্বীকার করেন, কিন্তু যেই তিনি দেখেন (বা দেখে ভেবেছিলেন) যে ওষুধে কাজ হচ্ছে তিনি সবই স্বীকার করেন আর মিঃ এভারমলে তার তৃতীয় শিকার বলে জানায়।

'মিঃ এভারমলে প্রায় বেঁহুশ হলে মিঃ থেসিজার তাকে নিচে গাড়িতে তোলেন। ইতিমধ্যে আপনাকে বোধ হয় ফোনও করেন। আপনি মিস ওয়েডকে বাড়ি পেঁাছে দিচ্ছেন একথাই বলতে বলেন।'

'এরপর আপনাকে এখানে পাওয়া গেলে মিস ওয়েড শপথ করে বলতেন তাকে বাড়ি পেঁাছে আপনি লণ্ডনে ফিরে যান। মিঃ থেসিজার বেঁহুশের অভিনয় সুন্দরভাবেই করে চলেন। দুজন বেরিয়ে গেলে আমার লোক বাড়িটাতে ঢুকে জার থেকে ওষুধ মেশানো হুইস্কি নিয়ে আসে। তাতে মেশানো ছিল মরফিয়ার হাইড্রোক্লোরাইড যাতে দুজনকে হত্যা করা সম্ভব। মিঃ থেসিজার এরপর নামী কোন গলফক্লাবে যান অজুহাত তৈরী করার জন্য। তারপর মিঃ এভামলেকে গাড়িতে বসিয়ে সেটা রাস্তায় ফেলে তিনি এবার ঢোকেন সেভেন ডায়ালস ক্লাবে।'

'এবার ডাক্তার ডাকার অজুহাতে তিনি বাইরে এসে উপরে এই ঘরের দরজার আড়ালে আপনার জন্য লুকিয়ে থাকেন। মিস ওয়েড ইতিমধ্যে আপনাকে এঘরে পাঠানোর ব্যবস্থাও করেছেন। মিঃ এভারমলে আপনাকে দেখে দারুণ ভয় পেয়ে যান, তবু অভিনয় চালিয়ে যান কারণ তিনি জানতেন

আমার লোকেরা বাড়িটার উপর লক্ষ্য রাখছে। এরপরের ঘটনা আপনিই বলুন মিঃ এভারমলে—।'

'আমি তখনও সোফায় পড়ে ছিলাম,' বিল বলে চলল। 'তখনই কারও পায়ের শব্দ শুনলাম। হঠাৎ লোরেনের গলা শুনলাম, 'সব ঠিক ভাবেই হয়েছে, দারুণ।'

মিঃ থেসিজারের গলা শুনলাম, 'ওকে টেনে নিয়ে যেতে সাহায্য কর। ওদের দুজনকেই এক জায়গায় রাখব। ৭ নম্বর চমকে যাবে এবার।' ওরা কার কথা বলছে বুঝতে পারলাম না। ওরা আমাকে দারুণ কষ্টে টেনে নিয়ে চলেছিল, আমি একদম গা ছেড়ে দিয়েছিলাম। আমার কানে এল লোরেন বলল 'তুমি বলছ সবই ঠিক আছে? ওর জ্ঞান ফিরবে না? জিমি বলল—শয়তান—'ভয় নেই। যত জোরে পারি মেরেছি।'

'ওরা দরজা বন্ধ করে চলে যেতে চোখ খুলেই তোমাকে দেখে যেরকম ভয় পাই জীবনে তা পাইনি। আমি ভেবেনিই তুমি নিশ্চয়ই মরে গেছ।'

'বোধ হয় আমার টুপিটা বাঁচিয়ে দেয়,' বাণ্ডল বলল।

'বিচ্ছুটা,' সুপারিন্টেণ্ডেন্ট বললেন। 'আসলে দায়ী মিঃ থেসিজারের আহত হাত। তবু দোষ আমাদের আমরা আপনার উপর ঠিক মত নজর রাখতে ব্যর্থ হয়েছি। আমার দপ্তরের পক্ষে এটা একটা ভালো কলঙ্ক।'

'আমি খুব শক্তধাতের,' বাণ্ডল বলল। 'খুব ভাগ্যবানও। শুধু ভাবতে পারছি না লোরেন এর মধ্যে ছিল। এত সুন্দর, শান্তও।'

'আহ।' ব্যাটল বললেন। 'পেনটন ভিলের যে খুনী পাঁচটা শিশুকে মারে সেও ওই রকম ছিল। দেখে কাউকে বিচার করা যায় না। ওর রক্তে বিষ আছে – ওর বাবার কম করেও কয়েকবার জেল হতে পারত।'

'আপনারা ওকেও ধরেছেন?'

সুপারিন্টেণ্ডেন্ট সায় জানালেন। 'মনে হয় না জুরীরা ওকে ফাঁসীতে ঝোলানোর রায় দেবেন। তবে থেসিজার নিশ্চিতভাবেই দড়িতে ঝুলবে—চমৎকারই হবে—এরকম নৃশংস, বিবেকহীন খুনী আমি আগে দেখিনি। 'যাক, এবার, লেডি এইলিন মাথার যন্ত্রণা যদি আর না থাকে তাহলে একটু উৎসব করা যেতে পারে। কাছে একটা ভাল রেঁস্তোরা আছে।'

বাণ্ডল খুশি হয়ে রাজি হয়ে গেল।

'আমি প্রায় উপোসী, সুপারিন্টেণ্ডেন্ট ব্যাটল, ও চারপাশে তাকাল। 'তাছাড়া আমার সহযোগীদের সঙ্গে পরিচয়ও হবে।'

'সেভেন ডায়ালস।' বিল বলে উঠল। 'হুররে! শ্যাম্পেনের ফোয়ারা দরকার আজ। করা যাবে, ব্যাটল?'

'কোন অতৃপ্তি রাখব না, স্যর। সব আমার হাতে ছেড়ে দিন।'

'সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ব্যাটল,' বাণ্ডল বলে উঠল, 'আপনি দারুণ মানুষ। দুঃখ হচ্ছে যে আপনি বিবাহিত। কি আর করব বিলের সঙ্গেই জোর বাঁধতে হবে।'

॥ চৌত্রিশ ॥

লর্ড কেটারহ্যাম সমর্থন করলেন

'বাবা,' বাণ্ডল বলে উঠল, 'তোমাকে একটা খবর দিচ্ছি। তুমি এবার আমাকে হারাতে যাচ্ছ।'

'বাজে কথা,' লর্ড কেটারহ্যাম বললেন। 'নিশ্চয়ই যক্ষ্মা হয়নি তোর বা বুকের কোন দোষ বা অন্য কিছু, এটা আমি বিশ্বাসই করি না।'

'মরার কথা বলছি না,' বাণ্ডল বলল। 'বিয়ের কথা বলছি।'

'সেই রকমই খারাপ,' লর্ড কেটারহ্যাম বললেন। 'বিয়ের সময় বোধ হয় আমায় সেজে গুজে গিয়ে দাঁড়াতে হবে আর তোকে লোম্যাক্সের হাতে তুলে দিতে। সে আমায় চুমুও খাবে।'

'হা ভগবান! তুমি কি ভাবছ আমি জর্জকে বিয়ে করছি?' বাণ্ডল বলে উঠল।

'সেই রকমই তো ভেবেছি, যেরকম দেখলাম কাল সকালে।'

'জর্জের চেয়ে শতগুণ ভাল লোককে বিয়ে করছি।'

'হলেই ভাল', লর্ড কেটারহ্যাম বললেন। 'কিন্তু বলা শক্ত। লোকের চরিত্র তুই ভাল বুঝিস মনে হয় না। এই ছ্যাখ, তুই বললি থেসিজার চমৎকার ছেলে, অথচ দেখছি সে এক ধড়িবাজ অপরাধী। দুঃখ হচ্ছে তাকে দেখিনি। জীবনী লিখব ভাবছিলাম।'

'বোকার মত কথা বোলোনা', বাণ্ডল। 'তুমি কোনকালেই লিখতে পারবে না।'

'আমি নিজে লিখব ভাবিনি', লর্ড কেটারহ্যাম বললেন। 'একটা মেয়ের সঙ্গে দেখা হল। সে নাকি সব বিষয় জেনে লিখে দেয়।'

'তোমার কাজটা কি?'

'এই সব খবরাখবর দেয়া। আধঘণ্টার মত রোজ', লর্ড কেটারহ্যাম বললেন। 'খুব সুন্দরী মেয়েটা।'

'বাবা', বাণ্ডল বলল, 'আমার কি রকম মনে হচ্ছে আমি না থাকলে তুমি দারুণ বিপদে পড়বে।'

'এক একজন এক এক রকম বিপদে মানিয়ে নেয়', লর্ড কেটারহ্যাম বললেন। চলে যেতে গিয়ে থামলেন আবার তিনি। 'হ্যাঁ, একটা কথা, বাণ্ডল। কাকে বিয়ে করছিস?'

'কথাটা কখন জানতে চাইবে ভাবছিলাম। আমি বিল এভারসলেকে বিয়ে করছি।'

নীতিবাগীশ ভদ্রলোক দু এক মুহূর্ত ভাবলেন। তারপর খুশি হয়ে মাথা দোলালেন।

'চমৎকার', তিনি বললেন। 'একটু ছিট আছে বোধহয় ওর, তাই না? আমরা দুজনে আগামী শরতে মজা করে তাহলে গলফ খেলতে পারব।'